আর্য্য-বালক।

পৌরাণিক নাটক।

শ্রীনগেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

সনাতন যন্ত্রে

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

১২৮৮ সাল।
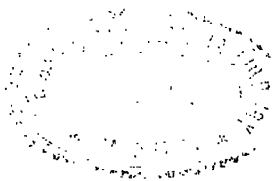
আর্য্য-বালক।

প্রথম অঙ্ক।

চন্দ্রলোক। রাত্রিকাল।

(কিন্নরের প্রবেশ)

(স্বগতঃ) আহা ! এই সুধাময় চন্দ্রধামের কি দুরবস্থাই ঘটেছে। এই প্রমোদকুঞ্জ, পূর্ব্বে অবিরত ভ্রমরের গুঞ্জিতে, কোকিলের কূজিতে, আর দেবকামিনীগণের শিঞ্জিতে প্রতিধ্বনিত থাকতো। এখন ইহা পরিত্যক্ত—জনশূন্য-অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হচ্ছে। এই মণিময় হর্ম্মের স্ফটিক-স্তম্ভসকল সুধাকরের বিমল করে উদ্ভাসিত হয়ে পূর্ব্বে উত্তাপহীন শীতল বহ্নির ন্যায় মনোহর প্রভা বিস্তার কর্‌তো; কিন্তু, এখন শশাঙ্কবিহনে ইহারা অঙ্গারের কালিমা ধারণ করেছে। হায় ! হায় ! এ দুঃখের কি শেষ হবে না, নিশানাথ কি শাপান্ত হবেন না। এই চন্দ্রধাম কি পুনরায় নিত্যসুখের ধাম হবে না।

বাগেশ্রী।—মধ্যমান্।

ক্ষণে ক্ষণে দুঃখ রাশি, উথলিছে মনে।
আজি দশদিশ হেরি আঁধার নয়নে॥
বিনা সুধাকর কর, স্বর্গের শোভা নিকর,
প্রভাহীন নিরন্তর, হতেছে সঘনে॥
দেবধামে হাহা রবে, ক্রন্দন করিছে সবে,
শিরে করাঘাত করি, শশাঙ্ক বিহনে ঃ—
হবেনা কি স্বর্গধাম, নিত্য সুখের ধাম,
কবেরে পুরিবে কাম, সুধাকর আলিঙ্গনে॥

(কিন্নরীর নৃত্য করিতে ২ প্রবেশ)

কিন্নরী।

সাহানা।—খেম্‌টা।

সুখের তরি ভাসিলো,
প্রেম নদী নীরে, আনন্দে ধাইলো।
মদন পবন ঘন, বহিতেছে অনুক্ষণ,
ভাগ্যক্রমে হেন, মাঝি মিলিল।
এতদিনে আজি, মানস পুরিলো॥

কিন্নর। এ কি প্রিয়ে এ দুঃখের সময় এত আনন্দ কিসের?

কিন্নরী। নাথ! তপনের মনোহর কিরণ উষাকে ভূষিত কর্‌লে কি পদ্মিনী আর মুদিতা থাকতে পারে; না কুমুদবল্লভের প্রিয়সমাগমে কুমুদিনী বিষণ্নবদনা থাকে? হৃদয় বল্লভ! তুমি শশাঙ্ক শোকে কাতর হয়ে কি সকলই

ভুলে গেছো। এই রাত্রিই যে সেই শোকপূর্ণ ষোড়শ-বর্ষ পূর্ণ কর্‌ছে। কাল সন্ধ্যাকালে সুধাকরের সুধা-জ্যোতি এই স্বর্গধামকে আবার আলোকিত করবে। তা, চল, এই সুখের রাত্রি আমরা মনের সাধে কাটাই গে।

(উভয়ে)

ইমন্ ভূপালি।—একতালা।

সুখের যামিনী, দুঃখ আঁধার নাশিনী বিচ্ছেদ বারিনী ;
মধুর তানে, গাইব হৃষ্টমনে, মিলি দুজনে, (গীতি)
হৃদয় হারিনী, স্বর্গ সুখ প্রদায়িনী।
মনোরঙ্গে, একসঙ্গে, প্রাণপুলকে নাচিবো,
শোক সাগর, হইয়ে পার, সুখ সরসে ভাসিবো,
আজিরে নাচিবে সুখে, দেবকামিনী ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

কৌরব-শিবির।

(কর্ণ, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা, স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান।)

(দ্রোণাচার্য্য ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দ্রোণ। মহারাজ! এই তো আমার ব্যূহ রচনা সমাপ্ত হয়েছে। ইহা অগণ্য সেনায় পুরিত, নানা অস্ত্রে সজ্জিত, আর

বিচিত্র পতাকা সকলে শোভিত করেছি। ঐ দেখুন একদিকে আমার পুত্র অশ্বত্থামা, অপরদিকে ভুবন বিজয়ী কর্ণ, এবং প্রধান দ্বারে বীরকুলকেশরী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দণ্ডায়মান। যখন অর্জ্জুন উপস্থিত নাই, তখন দেবরাজ ইন্দ্র ও এ ব্যূহ ভেদ কর্‌তে পারবেন্ না। অন্যে পরে কা কথা।

দুর্য্যো। বা! কি চমৎকার! কি অদ্ভুতপূর্ব্ব! কি বিচিত্র কৌশলময়! এমন অপূর্ব্ব কৌশলময়ী সৈন্যরচনা তো কখন দেখি নাই:-কই, সমগ্রসমরশাস্ত্রের ও তো কোন স্থানে পাঠ করি নাই। উঃ! কি ভয়ানক! শত সহস্র যোদ্ধার কর ধৃত নিষ্কোসিত তরবারিতে প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ প্রতিভাত হয়ে যেন চতুর্দ্দিক্ হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করছে; যেন তরঙ্গিত মহাসাগরের ফেণাসমূহে সূর্য্য কিরণ সহস্রধা বিভক্ত হয়েছে।

কি আশ্চর্য্য! গুরুদেব! এ দেখে ও সেই পাণ্ডবগণ এখন ও পলায়ন করে নাই। সেই বনচারি ভিখারিগণের স্পর্দ্ধা কি কম? আমার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে স্বর্গে দেবগণ;-মর্ত্তে নরগণ;-পাতালে বাসুকি কম্পবান্, সসাগরা সশৈলা মেদিনী সর্ব্বদা সশঙ্কিত, এই অখণ্ড ভূমণ্ডলের আমি এক মাত্র অধীশ্বর। সেই পরান্নজীবি ভিখারিগণ কিনা আমার এই বাসববাঞ্ছিত ত্রিলোকপূজিত পদ বাসনা করে? আর শুদ্ধ বাসনাই কেন? তার জন্য আবার সৈন্য সংগ্রহ করে, রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে, সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। ছি

ছি, ছি! এ কি কম্ লাঞ্ছনা। এতে হাসিও পায়, রাগও উপস্থিত হয়। ভাল, সেই হিংসাপরায়ণ পরদ্বেষী পামরগণ কি স্বপ্নেও ভাবে না, যে আমি তাদের যে এতদিন ভূতলে স্থান দিচ্ছি, এই তাদের ভাগ্যের কথা। এই জন্য কৃতজ্ঞ না হয়ে কিনা রাজবিদ্রোহ উপস্থিত করে। আর তাদের এতদিন পৃথিবীতে স্থান দিচ্ছিই বা কেন? পর্ব্বতের বিশাল অভ্যন্তরে সামান্য মুষিক বাস করে; শৃঙ্গধরের পাষাণ হৃদয় কি তার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়। না অক্ষম অঙ্গহীন আতুর তার তুঙ্গ শৃঙ্গ উল্লঙ্ঘন কর্‌তে লম্ফদান কর্‌লে পর্ব্বতরাজ আকুল হয়। হাঁ, যখন প্রভঞ্জন ভীমবেগে শৈলশিখরে আঘাত করে, তখন অটল অচল প্রসারিত হৃদয়ে অকাতরে তার বেগ ধারণ করে। তা যা হোক্ গুরুদেব! আজ্ আপনার আশীর্ব্বচনে একবার জয়লাভ হোলে হয়, পরে, সেই পামর রাজদ্রোহীগনকে কি শাস্তি দিই প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাবেন।

দ্রোণ। কৌরবনাথ! আশীর্ব্বচন কি? সে তো সামর্থ্যহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাজ। যখন দ্রোণাচার্য্য স্বয়ং সশস্ত্রে দণ্ডায়মান, তখন নিরর্থক আশীর্ব্বচনের কি প্রয়োজন? মহারাজ! আজ্ আমি সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়ে ভীষণ সমর সাগর সৃষ্টি কর্‌বো। অসংখ্য শত্রুর শিরঃনিসৃত রক্তস্রোতে সেই সাগর পূর্ণ করবো। পাণ্ডবগণের হস্তি, অশ্ব, রথ প্রভৃতি ছিন্নভিন্ন হয়ে বাড়বাভীত কুম্ভীরের ন্যায় তাতে বিচরণ কর্‌বে। বিপক্ষ পক্ষের

উষ্ণীষ সকল শুভ্র ফেণার ন্যায় শোভা পাবে। আজ্ বজ্রধারি বজ্র হস্তে উপস্থিত হলেও প্রস্থান কর্তে পার্বে না। এই সসাগরা সদ্বীপা মেদিনী আজ কৌরব পদভরে বিকম্পিতা হবে। অনন্ত দেবের সহস্র শিরোরাজি ও তাহা ধারণ কর্তে পার্বে না। মহারাজ! এই পবিত্র শরাসন হস্তে প্রতিজ্ঞা কর্ছি, আজ দেবগন কর্ত্তৃক রক্ষিত হলে ও যুধিষ্ঠিরের শিরো-দেশ আপনার ঐ রাজপদে লুণ্ঠিত করবো।

দুর্য্যো। গুরুদেব! অন্যের মুখে এরূপ কথা শুন্লে লোকে পাগল বলে উপহাস করে, অথবা সে সকল বিকারের প্রলাপ বলে। কিন্তু, আপনার মুখ হতে নির্গত হলে সমস্ত ক্ষত্রিয় বর্গের গুরুর উপযুক্ত বলেই বোধ হচ্ছে। পর্ব্বতের বিশাল গহ্বর নিঃসৃত বায়ু শুদ্ধ ভীষণ শব্দে কর্ণ বধির করে না, প্রবল বেগে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষকেও বিচ্ছিন্ন করে।

(জয়দ্রথের প্রতি)

সিন্ধুরাজ! এই অভেদ্য ব্যূহের প্রধান দ্বারে আপনার ন্যায় বীরপুরুষ থাকাতে বোধ হচ্ছে যেন অপার জল-ধির তীর রক্ষায় গগনভেদী হিমাচল স্বয়ং উপস্থিত।

জয়। মহারাজ! বেলাভূমি অতি নিম্ন হলে ও সাগরের তরঙ্গ মালাকে অনায়াসে রক্ষা করে। কৌরব নাথ! আত্মশ্লাঘা অতি নীচের কাজ; কিন্তু বল্তে কি আজ গুরুদেব যা ভার দিয়াছেন, প্রাণ সত্বে ও তাহা প্রতি-

পালন কর্‌তে ত্রুটী করবো না। ধর্ম্মরাজ যম ও ইহার মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে পার্‌বে না।

দুর্য্যো। বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ! তুমি একক ধনুকে শরযোজনা করলে দেবদৈত্য পর্য্যন্ত ত্রাস পায়। তোমার পার্শ্বে এই অসংখ্য সেনাদল থাকাতে বোধ হচ্ছে, যেন প্রদীপ্ত হুতাশনের সাহায্যে প্রবল প্রভঞ্জন উপস্থিত।

কর্ণ। কুরুরাজ! যে অনিল মৃদুমন্দ হিল্লোলে জগৎকে প্রফুল্ল করে, তাহাই আবার ভীমরবে প্রচণ্ডবেগে বিশাল শাল-বৃক্ষকে উৎপাটিত করে। আপনার অন্নে পালিত হয়ে, যে বাহু অবিরত আপনার সেবায় রত, আজ দেখ্‌বেন্‌, তাহা সহস্র শত্রুর শিরোদেশ মুহুর্ত্ত মধ্যে বিচ্ছিন্ন কর্‌বে।

দুর্য্যো। গুরুনন্দন! এক অগ্নি শিখা হতে অপর শিখা জ্বাললে যে সেইরূপ বা ততোধিক তেজ্‌ হতে পারে, আপনিই তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। ভুবনে অতুলবিক্রম গুরুদে-বের ক্ষমতা আপনাতে উপযুক্ত রূপেই যুক্ত হয়েছে।

অশ্ব। কৌরবনাথ! যে অগ্নি ধাতুশ্রেষ্ঠ স্বর্ণকে অধিকতর বিশুদ্ধ করে, তৎসংযোগমাত্রেই ইন্ধনাদি ইতর বস্তু ভস্মীভূত হয়। সেইরূপ, আমার পিতার যে অসীম তেজোরাশি আপনার বিশাল সাম্রাজ্যকে সমুজ্জল করছে, আজ দেখবেন, সেই তেজোপ্রভাবে আপনার শত্রুগণ মুহুর্ত্তমধ্যে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

দুর্য্যো। (সব্যস্তে আর বাক্যের অবকাশ নাই। সিন্ধুরাজ! গুরুদেব! বীরকুল! দেখুন, দেখুন ঐ

পাণ্ডবের রথধ্বজা, এই সম্মুখে পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির স্বয়ং শরাসন হস্তে উপস্থিত।

(সকলে সমস্বরে) জয়! মহারাজ রাজাধিরাজ কৌরবরাজের জয়! দুর্য্যোধনের জয়। জয় কুরুবংশের জয়।

(অপর পার্শ্ব হইতে) জয়, জয়, ধর্ম্মরাজের জয়, জয়পাণ্ডুকুলের জয়। ইত্যাদি শব্দ ও রণবাদ্য।

(শরাসন হস্তে যুধিষ্ঠির ও সারথির প্রবেশ)

(যুধিষ্ঠিরের প্রতি) মহারাজ! সমস্ত সেনাগনকে অতিক্রম করে বেগে বিপক্ষ-পক্ষে উপস্থিত হলেন। দেখুন আপনার প্রধান প্রধান সেনাপতি, অধিক কি পার্শ্বরক্ষক বীরগণ ও দূরে রয়েছে। মহারাজ! বল্‌তে ভয় হয়, কিন্তু, একেশ্বর এতদুর আগমন করা আপনার উচিত হয় নাই।

যুধি। কি? শরাসন হস্তে ক্ষত্রিয়রাজ আবার একেশ্বর কোথায়?

(পরিভ্রমণ)

কর্ণ। (দুর্য্যোধনের প্রতি) কৌরব নাথ! দেখুন্ দেখুন্। ঈষৎ বাতাসেই যেমন সারহীন পত্র বৃক্ষ হতে দূরে পতিত হয়, এই বীরাভিমানী যুধিষ্ঠির ও সেইরূপ সৈন্যগনকে পরিত্যাগ করে আমাদের সমক্ষে বীরত্ব জানাতে এসেছে।

(অগ্রসর হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি)

রে রাজকুলকলঙ্ক ! যদি রক্তহীন কাপুরুষের কেশাকর্ষণ করা বীরের অযোগ্য বিবেচনা না করতাম্, তা হলে এই দণ্ডেই তোর যুদ্ধের সাধ পূর্ণ হ'তো। কৌরবনাথের চিরঅভিলাষ ও সার্থক হ'তো।

যুধি। রে পরান্নজীবি পামর ! যদি তোর মত অকিঞ্চিৎকর নীচের শিরশ্ছেদন আমার পবিত্র রাজধর্ম্মের বিরুদ্ধ না হোতো, তা হলে এই দণ্ডেই তোর বাক্যবিষ জিহ্বামধ্যে রুদ্ধ রাখ্‌তাম।

কর্ণ। রাজধর্ম্ম ! রাজধর্ম্ম কার ? সে তো রাজার। সে কি তোর ? পরের দাসত্বই তোর বীরত্ব, জনশূন্য বন তোর রাজ্য, ভিক্ষা প্রাপ্ত তণ্ডুল তোর বিভব, আর ক্ষুধার্ত্ত আত্মীয়গণকে তাহা ভাগ করে দেওয়াই রাজধর্ম্ম। ভীরু ! সাগরের তরঙ্গমালাও সংখ্যা করা যায়, মরুভূমের বালুকণাও গণনা হয়, আকাশের নক্ষত্র ও গুনে বলা যায় ; কিন্তু এ অসংখ্য সেনার সংখ্যা হয় না। তুই কোন্ সাহসে বাতুলের ন্যায় ইহার সম্মুখে এলি ?

যুধি। নির্ব্বোধ ! পবন যখন মহাবেগে বহে, তখন অনায়াসে সাগরের তরঙ্গমালাকে বিক্ষিপ্ত করে ; মরুভূমের বালুকণাকে দূরে উড়াইয়া দেয়, আর নক্ষত্র জ্যোতিকে ও ম্লান করে। রে নীচ ! আমি সৈন্যগণকে দূরে রেখে স্বয়ং কি সাহসে এ স্থানে উপস্থিত হলাম, তোর পরান্নপালিত বুদ্ধিতে তাহা ধারণ হবে না, ইহা বিচিত্র কি ? পামর ! সিংহ কি শৃগালের পাল নাশ করিতে

সঙ্গীগণের অপেক্ষা করে, না দাবানল অরণ্য দগ্ধ করিতে অন্য অগ্নির সাহায্য লয় ?

কর্ণ। এই তো তোর সৈন্যগণ নিকটে উপস্থিত। আর তোকে বিনাশ কর্‌তে আমার বাধা নাই। এই বার দেখ্‌বো তোর বীরত্ব-অগ্নির তেজ কত।

যুধি। এই দেখ্ তোর্ মত সহস্র পতঙ্গকে অনায়াসে ভস্মীভূত করে।

(পরস্পর যুদ্ধ।)

দ্রোণ। (অগ্রসর হইয়া) একি! বীরকুলচূড়ামণি কর্ণের এ বৃথা পরিশ্রম কেন ? তোমার তীক্ষ্ন শরের উপযুক্ত বীর কি এই ? বীরবর! ক্ষণেক বিশ্রাম কর,—আমি আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি।

কর্ণ। আপনার আজিকার প্রতিজ্ঞা যদি ভালরূপে না জান্‌তাম্, তা হলে এই বীরাভিমানী কাপুরুষকে উচিত শাস্তি না দিয়া কখনই ক্ষান্ত হতাম্ না।

(ধনুঃ হস্তে দ্রোণের অগ্রসর হওন)

যুধি। গুরুদেব! প্রণাম।

দ্রোণ। সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে থাক।

যুধি গুরুদেব! আপনি যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে বিপক্ষের কাছে নত হওয়া মহাপাপ ; নহিলে আমার মস্তক এখনই আপনার পাদ যুগল স্পর্শ কর্‌তো। কিন্তু গুরুদেব! কি করি, যে কঠোর ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছি, যে কঠিন কুলে জন্মগ্রহণ করেছি, তাহাতে বিপক্ষ

পক্ষে আপনাকেও সশস্ত্র দেখে অস্ত্র নিক্ষেপ কর্‌তে কুণ্ঠিত হতে পারি না। গুরুবধ ও পাপজ্ঞান করি না। গুরুদেব! সাবধান।

দ্রোণ। ধর্ম্মরাজ! আজ আমিও কঠোর প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ। তোমাকে বন্ধন করে দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত কর্‌বো এই আমার প্রতিজ্ঞা। সুতরাং আমিও শরাসনে জ্যারোপন করিলাম।

(পরস্পর যুদ্ধ, ও দ্রোণ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের কেশাকর্ষণের উদ্যম।)

(ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির সশস্ত্রে প্রবেশ ও যুধিষ্ঠিরকে মধ্যে রাখিয়া)

ধৃষ্টদ্যুম্ন। কি? নাগলোক হতে কে বাসুকিকে অপহরণ কর্‌তে পারে? নির্ব্বোধ, জ্বলন্ত অগ্নি তুই হস্তে ধারণ কর্‌তে চাস্।

(যুধিষ্ঠিরের জয়! জয় পাণ্ডুকুলের জয়, ইত্যাদি শব্দে নিষ্ক্রান্ত)

কর্ণ। (দ্রোণের প্রতি) নিস্তব্ধ-নিশ্চল-নির্জ্জীব-কাষ্ঠ-পুত্তলিবৎ! ক্ষত্রিয়ের মৃত দেহও রণস্থলে এমন নিস্পন্দ থাকে না।

(দুর্য্যোধনের প্রতি) মহারাজ! এই জন্যই তো আপনাকে বারম্বার বলি, যে আচার্য্যের ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, উনি সমর শাস্ত্রের পারদর্শী। কিন্তু শাস্ত্রে ও কার্য্যে

অনেক প্রভেদ। কি আশ্চর্য্য! সিংহ ও এমন নির্ব্বিরোধে শৃগালের গ্রাস অপহরণ করতে পারে না। এই জন্যেই কি আপনি আমার শিকার হস্ত হতে গ্রহণ করেছিলেন। যার জন্যে এত কাণ্ড, এত আড়ম্বর, এই ভয়ানক যুদ্ধ; মহারাজের সেই জাতশত্রুকে হাতে পেয়ে ও আপনি কি বলে অনায়াসে তাকে পরিত্যাগ করলেন।

দুর্য্যো। তাইতো গুরুদেব! আপনার স্মরণশক্তি ও কি বয়স দোষে এত দুর্ব্বল হয়েছে যে এই মুহূর্ত্তেই যে দারুণ প্রতিজ্ঞা করলেন, কার্য্যকালে তাহা একেবারে বিস্মৃত হলেন।

কর্ণ। এমন সুবিধা কি আর দ্বিতীয় বার হয়? যদি নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাসই ছিল না, তবে কেন এই তেজঃপুঞ্জ মহাবীরকে এ ভার দিলেন না। একটা সামান্য কাপুরুষকে দূর করে দিলেই আমাদের অভীষ্টলাভ হোতো। আপনি কি তাও পারলেন না।

দ্রোণ। সেই জন্যেই আমি ধর্ম্মরাজকে পরিত্যাগ করলাম। একা যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করে, আমাদের কি ইষ্টলাভ হতো। কালসর্পের প্রাণবধ করলে কি তার বিষের জীবননাশিনী শক্তি বিলুপ্ত হয়;—গরল নষ্ট করলে, ভীষণ সর্প ও ক্রীড়ার সামগ্রী হয়। অর্জ্জুনই যেন আজ রণস্থলে উপস্থিত নাই:—তার ভুবনবিজয়ী সমগ্র তেজ তো তার পুত্র অভিমন্যুতে বর্ত্তমান

রয়েছে। সে কি তার জ্যেষ্ঠতাতের জন্য অস্ত্র উত্তোলন কর্‌তো না। ভীমের প্রকাণ্ড গদা কি নিদ্রিত থাক্‌তো? আর অসহায় ধর্ম্মরাজকে ধৃত কর্‌লেই কি আমার উপযুক্ত কার্য্য হতো?——

কর্ণ। আর এই বুঝি আপনার উপযুক্ত কার্য্য হলো। ছি! ছি! আপনার মতিভ্রম ও হয়েছে।——

দ্রোণ। ভূমিকম্পের প্রবল বেগ অটল অচলকে দূরে নিক্ষেপ করে, সামান্য তৃণকে তা জান্‌তেও দেয় না।

কর্ণ। ভয়ঙ্কর ইরম্মদ তীব্রবেগে গিরিশৃঙ্গ ও চূর্ণ করে, সামান্য তৃণকে ও ভস্মীভূত করে। যখনই জলদঘটা আকাশকে অন্ধকার করে, তখনই সে প্রচণ্ড বেগে নির্গত হয়। সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের তেজ, উদ্ধত শত্রু মাত্রকেই ধ্বংশ করে।

দুর্য্যো। আর এখন মিথ্যা বাগ্‌বিতণ্ডায় লাভ কি? চলুন আমরা শিবিরের মধ্যে গিয়ে এখনকার উচিত পরামর্শ করিগে।

দ্রোণ। এ যুক্তিসঙ্গত বাক্য।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডব শিবির।

(যুধিষ্ঠির, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু প্রভৃতি।)

যুধি। ভাই ভীম, এখন উপায়! আমরা সমস্ত যোদ্ধা, সকল সেনা উপস্থিত থাকতে শৃগালের ন্যায় কি করে লুক্কায়িত থাকি। ঐ শুন শত্রুগণ বারম্বার সিংহ-নাদ করছে। উহাদের জয়ঘোষণায় আমাদের কর্ণ বধির হচ্ছে, রাগে শরীর কেঁপে উঠছে। এরূপ অব-স্থায় কাপুরুষের মত শিবিরের ভিতর উপবিষ্ট থাকলে, অর্জ্জুন এসে আমাদের কি বলবে। সে অতুলবিক্রম মহাপুরুষ, তোমাদের শিবির হতে তো একটি মাত্র সেনা সঙ্গে লয় নাই। সে নিশ্চয়ই দুর্জ্জয় নারায়ণী সেনাগণকে একক নিরস্ত করে উপস্থিত হয়ে আমা-দের লজ্জা দান করবে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?

ভীম। আর্য্য! অর্জ্জুন একক নারায়ণী সেনার বিপক্ষে যুদ্ধে গিয়েছে, আপনি কেন আমাকেও কৌরবের সম্মুখে পাঠান না। আমার এই যমদণ্ড সম গদা ভিন্ন আমি

ও আপনার শিবিরের এক গাছি তৃণমাত্র সহায় চাহি না। এই ভীষণ দণ্ডে, এই দণ্ডেই আমি কৌরবগণকে পেষিত করে ফেল্‌বো। বজ্রের আঘাতে পর্ব্বতের চূড়া ভেঙ্গে পড়্‌লে যেমন সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল প্রভৃতি সকলই চাপা পড়ে, সেইরূপ আমার এই বিশাল বাহুবলে এই প্রকাণ্ড গদা কৌরবগণের ব্যূহের উপর আঘাত কর্‌লে হস্তী, অশ্ব, রথ, সৈন্য, সকলই সমভূম হবে।

ধৃষ্ট। বীরবর! আপনি তো আজিকার অপূর্ব ব্যূহের নিকট গমন করেন নাই ; শিবির রক্ষার্থেই নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু, মহারাজ আর আমিও আজ সেই ব্যূহের সঙ্গেই পরীক্ষা পেয়েছি। চক্ষে দেখা দূরে থাক্, কখন এমন সৈন্যরচনার কথা কর্ণেও শুনি নাই। বীরশ্রেষ্ঠ আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন্, যে লৌহের প্রাচীরও ভেদ করা যায়, পর্ব্বতের বেড়াও অনায়াসে লঙ্ঘন করা যায় ; কিন্তু সে দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ ভেদ করা যায় না।

ভীম। ধৃষ্টদ্যুম্ন! আমি ধনুর্ব্বাণ ধরে ক্রমে ক্রমে ব্যূহ ভেদ কর্‌তে জানিনা—চাহিও না। মহারাজের আজ্ঞা পেলেই আমি ব্যূহ নাম পর্য্যন্ত লোপ কর্‌তে পারি।

যুধি। ভাই একটু স্থির হও। ভাই শাস্ত্রে বলে,—"তৃণৈ র্গুণত্বমাপন্নৈ র্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ"—সামান্য তৃণ ও একত্র কর্‌লে মত্ত হস্তীকে বদ্ধ করা যায়। এই সকল কৌরবগণ ক্ষমতায় আমাদের অপেক্ষা তো কেহই ন্যূন নয়। তাহাতো চিরকালই মনে মনে জানো।

আর এই কয়দিনের যুদ্ধে ও বিলক্ষণ পরিচয় পেয়েছি। তারা যখন একত্রে ব্যূহরচনা করেছে, তখন সে ব্যূহ ভেদ কর্‌তে না পার্‌লে কোন মতেই শ্রেয়ঃ নাই। সাগরের তরঙ্গ ও হস্ত দিয়ে ঠেলে রাখা যায়, তথাপি আজিকার ঐ সৈন্যসমাবেশ ভঙ্গ করা যায় না।

ভীম। মহারাজ! তবে আমি অশক্ত। আপনি যদি আমার বলবীর্য্য এখন ও এত অজ্ঞাত থাকেন, যে আমার প্রতিজ্ঞাকে বৃথা দম্ভ মনে করেন, তবে এই আমি এক পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিলাম। দেখি, আপনার কোন মহাবীর এ কার্য্যে অগ্রসর হন।

যুধি। ভাই দুঃখিত হয়ো না। তোমার লোকাতীত শক্তি কে না বিলক্ষণ জানে, তবে কি না, অন্তর্যামী ভগবান্‌ বাসুদেব যখন উপস্থিত নাই। শত্রুনাশন অর্জ্জুন যখন অনুপস্থিত, তখন আমাদের অনেক ভেবে কাজ্‌ কর্‌তে হবে। বীরকুল! যোধগণ! তোমাদের পরাক্রম আমি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। এখন কার্য্যকাল উপস্থিত। তোমাদের বীরত্ব জানাবার উপযুক্ত সময় এমন আর নাই। এখন অগ্রসর হও। চিরকালের নিমিত্ত অক্ষয় যশঃ ক্রয় করো। বল, তোমাদের মধ্যে কোন্‌ সেনাপতি আজ কৌরবদিগের ব্যূহ ভেদ কর্‌তে প্রস্তুত। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) কি? এখনও আমার বাক্যের উত্তর নাই? পাণ্ডব সেনার মধ্যে এমন যোদ্ধা কি কেউ নাই, যে এই সাত অক্ষৌহিনী সেনা পশ্চাতে নিয়ে কৌরবদিগের ব্যূহ ভেদ কর্‌তে

সাহসী হয়। বীরপ্রসবিনী ভারতভূমি কি বীরশূন্যা হয়েছেন্? ধিক্—ধিক্ সেনাগণ।—ধিক্—ধিক আমাকে,—যে এমন ভীরু কাপুরুষ সেনা সঙ্গে করে আমি যুদ্ধ কর্‌তে উপস্থিত হয়েছি। কি আশ্চর্য্য! সেই আমার সকল সেনাই বিদ্যমান, সেই আমি, সেই আমার বীরকেশরী সেনাপতিগণ—সেই অতুল বিক্রম সাহায্যকারি নরপতিগণ,—সেই সমস্তই উপস্থিত; কিন্তু একা ভগবান্ মধুসূদন না থাকাতে সকলেই নিস্তব্ধ, জড়প্রায়। সূর্য্যের অভাবে যেরূপ সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার আর জড়ীভূত হয়, আজ একা বাসুদেব না থাকাতে আমার এই সাত অক্ষৌহিণী সেনা সেইরূপ স্পন্দহীন। হায়! হায়! কি দুর্ভাগ্য, কি মনস্তাপ!

অভি। আর্য্য! যদি বালকের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন, তবে আমি একটী নিবেদন করি।

যুধি। বৎস! তুমি নিতান্ত শিশু; এ যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরপ্রসঙ্গে তোমার কি বক্তব্য থাক্‌তে পারে?

অভি। মহারাজ! যেখানে লৌহ গদা প্রবেশ করিতে পারে না, সূক্ষ্ম সূচী অনায়াসে দীর্ঘ সূত্রকে তাহার মধ্যে নিয়ে যায়। আপনার প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ যে কার্য্যে অগ্রসর হলেন্ না, অনুমতি করেন্ তো এই শিশু এই দণ্ডেই দ্রোণের গর্ব্ব খর্ব্ব কর্‌তে পারে চক্র ব্যূহ খণ্ড খণ্ড করে, আর আপনার এই অসংখ্য সেনা পশ্চাতে লয়ে শত্রু সৈন্য ধ্বংশ করে।

ভীম। সাধু বৎস! সাধু! সাধু! সাধু! কুলমানিক! বংশ-

লোচন! হৃদয়ের ধন! আয় বাপ্ একবার তোকে কোলে করে প্রাণ পুলকিত করি। বৎস, তোর এই বীরদর্পে যে আজ আমার হৃদয়ে কত আনন্দ হলো তা আর বাক্যে কি প্রকাশ কর্‌বো। এই শিবির মধ্যে যদি আর কোন যোদ্ধা এ কার্য্যে অগ্রসর হতো, আমি যখন একবার দুঃখিত মনে অস্ত্র ত্যাগ করেছিলাম তখন ইহা আর কোন মতেই পুণগ্রহণ কর্‌তাম্ না। কিন্তু বৎস যখন বংশের সারাংশ তুই যুদ্ধে গমন কর্‌তে উদ্যত, তখন আর কোন্ মুখে জড়ের মত বসে থাক্‌বো। আর অভিমন্যু! সিংহ শাবক যেমন নির্ভয়ে পর্ব্বতের পার্শ্বে ক্রীড়া করে, তুমি অকুতোভয়ে আমার পার্শ্বে শত্রু নিপাত করবে। বটবৃক্ষ যেমন পথশ্রান্ত পথিককে রৌদ্র হতে রক্ষা করে, আমার এই ভয়ঙ্কর গদা তেমনি তোমাকে শত্রুর শরনিকর হতে রক্ষা কর বে।

যুধি। বৎস! তোমার এখনও ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই। যুদ্ধ ব্যাপারে নিযুক্ত হওয়া দূরে থাক্ যুদ্ধশাস্ত্র ও তো এখনও তোমার সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করা হয় নাই। তুমি কোন্ সাহসে ভয়ঙ্কর চক্রব্যূহ ভেদ কর্‌তে যাবে, আর আমিই বা কি বলে তোমাকে এ কার্য্যে প্রেরণ কর্‌বো?

অভি। আর্য্য! সিংহ শিশু কি শৃগালকুল ধ্বংশ কর্‌তে পূর্ব্ব শিক্ষা অপেক্ষা করে, না জোনাকির জ্যোতি মলিন কর্‌তে সূর্য্যদেবের অন্য তেজ আবশ্যক হয়? মহারাজ! ভুবনবিজয়ী পাণ্ডুকুলে আমার জন্ম; আমি

গাণ্ডীবধারি দানবঘাতি অর্জ্জুনের আত্মজ, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কারী ভগবান্ বাসুদেব আমার মাতুল ;— আমি কি এই তুচ্ছ ব্যূহ ভেদ কর্‌তে ভয় পাই। বিশেষ আপনি যে শিক্ষার কথা বল্‌লেন, এ বিষয়ে গুরু শিক্ষাও আমি পেয়েছি। আমি যখন জননী জঠরে, ভগবান্ বাসুদেব, আমার পিতার নিকট ব্যূহ ভেদ প্রণালী বর্ণণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি আগমের উপ-দেশ দিয়াছিলেন, নিগমের কথা বলেন নাই। সেই কারণে আমি ও আগম জানি, নিগম জানি না।

যুধি। তবে তুমি কি সাহসে ব্যূহ ভেদ কর্‌বে ? প্রবেশ করে কি উপায়েই বা নির্গত হবে ?

ধৃষ্ট। মহারাজ ! একবার অভিমন্যুর পশ্চাতে আমরা প্রবেশ কর্‌তে পার্‌লে শত্রু সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করে ফেল্‌বো। তখন আমাদের পথ পাওয়া দূরে থাক, কৌরব সেনাগণ পালাবার পথ পাবে না।

অভি। আর্য্য ! অরণ্যে একবার অগ্নি প্রবেশ কর্‌লে কি আর একটী ও বৃক্ষ নষ্ট করিতে বাকী রাখে ? আপনি আশী-র্ব্বাদ করুন্, আমি অনায়াসে জয়লাভ করে আসি।

যুধি। বৎস ! ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুন্ প্রভৃতি দেবগণ তোমার মঙ্গল করুন্। তুমি বীরপুত্র ও বীরশ্রেষ্ঠ, অচিরে শত্রু-নিপাত করে স্বীয় বীরত্বের পরিচয় প্রদান্ করো।

অভি। আর্য্য ! আমি জননীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে অবিল-ম্বেই আপনার আদেশ পালন করবো।—

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডব-শিবির।—অন্তঃপুর।

সুভদ্রা ও সখীর প্রবেশ।

সখী। দেবি! কি জন্য আপনি এত উৎকণ্ঠিত হয়েছেন।

সুভ। কি জানি, সখি! কিছুতেই আজ আমার মন সুস্থির হচ্ছেনা, সকলি যেন বিষময়।

সখী! এ ভাবনা কি আপনার মহাবীর ধনঞ্জয়ের জন্য?

সুভ। তাঁর জন্য আবার চিন্তা কি সখি! তিনি কি যুদ্ধে গিয়ে কখন পরাজিত হয়ে প্রত্যাগমন করেন, তা তিনি আজ্ নারায়ণী সেনার বিপক্ষে যুদ্ধে গেছেন বলে উৎকণ্ঠিত হবো। তা নয় সখি! আজ প্রাতঃকাল অবধি আমি কেবল কুলক্ষণ দেখ্‌তে পাচ্ছি। পশু পক্ষীগণ আজ যেন আমাকে দেখে উর্দ্ধমুখে ক্রন্দন কর্‌ছে; সূর্য্য দেব যেন তমসাবৃত বোধ হচ্ছেন। কিজানি, যেন কি অলক্ষিত, অনুদ্দিষ্ঠ আশঙ্কা আমাকে অভিভূত কর্‌ছে—আমার হৃদয় ব্যাকুল, শরীর অস্থির হচ্ছে। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা। সখি! তুমি সত্বর অভিমন্যুকে এ স্থানে ডেকে আন।

সখী। দেবি! আমি শীঘ্রই কুমারকে ডেকে আনছি। আপনি এসকল কল্পিত চিন্তা ত্যাগ করে এস্থানে একটু বিশ্রাম করুন্।

(নিষ্ক্রান্ত)

সুভ। (স্বগত) এ চিন্তা কল্পিত না স্বভাবগত। আশঙ্কারই বা কারণ কি? কোন বিশেষ বিপদতো এখন উপস্থিত নাই। তবে কেন আমার মন প্রবোধ মান্‌ছে না। এই যে অভিমন্যু আস্‌ছে।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। জননী! প্রণাম করি।

সুভ। এস বাছা! চিরজীবী হও,-কুলগৌরব রক্ষা কর, তোমার যশ অক্ষয় হউক। অভিমন্যু! বাছা এই নির্দ্দয় রণক্ষেত্রে কি সকলকেই রণবেশে থাক্‌তে হয়। বাছা তোমার এই নবকমলকান্তি কলেবর কোথা কেয়ূর, বলয় আদি আভরণ ধারণ কর্‌বে, না কঠিন লৌহময় বর্ম্ম দিয়ে আবরণ করেছো। তোমার এই কোমল করপল্লব কোথা কেলি কুতূহলে কাল যাপন করবে, না ভীষণ শরাসনের কঠিন জ্যা আকর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছে। বাছা! তোর এই কুসুমকোমল কলেবর কি এ কঠিন আবরণ ধারণ কর্‌তে পারে?

অভি। জননী! স্বভাবতঃ কোমল কমল তো আতপতাপে শুষ্ক হয় না বরং আরো প্রস্ফুটিত হয়।

সুভ। বাছারে! তাও কি বলতে হয়। এ বেশ কি তোমার

সবিশেষ শোভা কর্‌ছে না। কমল কি শৈবালদলে বেষ্টিত থাকলে শোভা পায় না। না রত্ন অযত্নে পতিত থাক্‌লে প্রভা বিস্তার করে না। কিন্তু বাছা! যে বয়-সের যা, সেই বয়সের তাই ভালো।

অভি। মা! আপনি আমার বেশ দেখেই কাতর হচ্ছেন, না জানি সবিশেষ অবগত হলে কি বলবেন।

সুভ। বৎস! সবিশেষ কি? এতো যুদ্ধ ক্ষেত্র, বিপদে পূর্ণ। বাছা বল, শীঘ্র বল, কি বিপদ উপস্থিত।

অভি। জননী! বিপদ নয়, সম্পদ। মহারাজ আজ আমাকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করেছেন। আশীর্ব্বাদ করুন, আমি অনায়াসে যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রত্যাগমন করি।

সুভ। বাছারে! মায়ের প্রাণে কত সয়, তাই দেখ্‌বার জন্যেই কি তুই এই ছল করে এলি। যুদ্ধ কি চাঁদ? তোর পায়ে একটি কাঁটা ফুট্‌লে যে আমার হৃদয়ে শেল বেঁধে;—আর তোকে কি না আমি যুদ্ধে যেতে দেবো। আর, আমার অঞ্চলের ধন, ছল রাখ্‌। কোলে আয় বাপ্‌। আমি একবার প্রাণ ভরে তোর মুখচুম্বন করি।

অভি। জননি! ছলের কথা কি বলছেন। ছল তো আমাদের কুলধর্ম্মের বিপরীত। আপনি কি জানেন না, যে কৌর-বের ছলেই পাণ্ডবের গৌরব ম্লান করেছিলো। আজ আমি সেই ছলব্যবসায়ী পামরগণকে শাস্তি দান করতে নিযুক্ত হয়েছি। মা! রাজার আজ্ঞা সততই শিরোধার্য্য আজ যখন মহারাজ পাণ্ডব নাথ আমাকে সেনাপতিত্বে

বরণ করেছেন ; তখন আর আমার বিলম্বকরা বিহিত নয়। আমি কেবল আপনার চরণ দর্শনের অভিলাষী হয়ে এস্থানে এসেছি ; এক্ষণে বিদায় দিন।

সুভ। বাপ্‌রে। সত্য সত্যই কি মহারাজ আজ নিদারুণ হয়ে তোকে এই অসাধ্য সাধনে নিযুক্ত করেছেন হৃদয়ের ধন। জীবনসর্ব্বস্ব। পাণ্ডবনাথের তো সাত অক্ষৌহিনী সেনা আছে। অসংখ্য রাজবর্গ তো তাঁর সাহায্য কর্‌তে এসেছে। তাঁর তো লোক জনের অভাব নাই। এই অভাগীর নয়নের পুতলী কেড়ে না নিলে কি আর তাঁর যুদ্ধ হবে না। বাছা! তুই ছাড়া আর আমার কে আছেরে? খাবার সময় অতীত হলে যে তোমার কমল মুখ শুকিয়ে যায়। নিদ্রার ঈষৎ আবেশে যে তুমি একেবারে অজ্ঞান হও। বাছা! কষ্ট কাকে বলে তা যে তুমি স্বপ্নেও জাননা। তোরে যুদ্ধে পাঠাবো? যেখানে বর্ষা কালের ধারার মত অসংখ্য বাণ বর্ষণ হচ্ছে, যেখানে তৃষিতের চীৎকার, ও আহতের রোদন শ্রবনে এবং নিহতের আকার দর্শনে অকুতোভয়েরও ভয়ের সঞ্চার হয়, সাহসী পুরুষেরও রোমাঞ্চ উপস্থিত হয় ; সেই রণক্ষেত্রে সেই সদ্য শ্মশানে তোরে পাঠাব? কখনই না, কখনই না। আয় বাছা! তোর যশে কাজ নাই, ধনে প্রয়োজন নাই, মানে আবশ্যক নাই, কুলগৌরবে ও প্রয়োজন নাই। তোর হাত ধরে, আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পূর্ণ কর্‌বো, তথাপি এ নৃশংস নরহত্যায় সম্মত হব

না। মহারাজকে সকলে ধর্ম্মপুত্র বলে ;—
তিনি কোন ধর্ম্মে এমন সুকুমার শিশুহত্যায় সম্মত
হলেন। তাঁর শিবিরে কি এমন বীর কেহই নাই,
যে সেনাপতির ভার লয়, তাই তোমার সুকুমার দেহ
তিনি বলিদান দিতে প্রস্তুত। তাই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে
দুরন্ত শত্রুর সম্মুখে পাঠাতে চান। সুকুমার শিরীষ
পুষ্প দিয়ে পর্ব্বত ভেদ কর্‌তে চান্।

রাগ বসন্ত।—আড়াঠেকা।

কেমনে ভীষণ রণে, পাঠাব তোমায়।
সম কৃতান্ত, ভীম সে অরিদল, ত্রাসিত বাসব যায়॥
মীন তাড়নে সিন্ধু হয় কি ক্ষোভিত,
নীহার পতনে দাবানল কি নিভায়॥
বীর হানিত ইষু, কেমনে সহিবে।
নবনীত নিভ তব এ কোমল কায়॥
ছিন্ন-কোরক পদ্ম, রহে কি জীবিত।
যাইয়া সমরে কিরে বধিবি আমায়॥

অভি। মা! আপনি বীরপত্নি, বীরভগ্নি হয়ে, কেন ইতরা
কামিনীর ন্যায় বীরকার্য্যে এত অনুৎসাহী হলেন।
আমি যোগ্য কিনা তা না বিবেচনা করেই কি মহারাজ
আমাকে এ কার্য্যে নিযুক্ত করেছেন। কৌরবেরা
আজ যে চক্রব্যূহ রচনা করেছে, তাহা ভেদ কর্‌তে
মাতুল মহাশয়, প্রদ্যুম্ন, পিতা আর আমি এই চারি জন
মাত্র জানি। পিতা ও মাতুল মহাশয় যখন উপস্থিত

নাই, তখন আমি ভিন্ন পাণ্ডবশিবিরে আর কে এ কার্য্যের ভার গ্রহণ কর্‌তে পারে? জননি! চিন্তিত হবেন না। আমি অবিলম্বেই কৌরবগণকে খণ্ড খণ্ড করে এসে আপনার চরণ দর্শন কর্‌বো। মা! আমি যে কুলে জন্ম গ্রহণ করেছি, রণভূমিতে আমার ক্রীড়াস্থল। আমি সেই ক্রীড়া সমাপন করে এসে আপনার পদ বন্দন কর্‌বো। আপনি আর আমাকে বাধা দিবেন না।

সুভ। বাছা! বাধা দিয়ে আর কি কর্‌বো। পাহাড়ের চূড়া যখন ভেঙ্গে পড়ে, বৃক্ষের ডাল কি তাকে বাধা দিয়ে রাখ্‌তে পারে? আমি দেখ্‌ছি, আমার কপাল ভেঙ্গেছে। কে যেন আমার কানে কানে বলে দিচ্ছে,—"অভাগিনীরে তোর সুখের শেষ দিন উপস্থিত"—(কাঁদিতে ২) চাঁদ! তোর অভয়দাতা, বিপদ্‌ত্রাতা মাতুল যখন উপস্থিত নাই, তখন তোর্‌ অনাথিনী জননীর সাধ্য কি, যে নিষ্ঠুর নির্দ্দয়দের হাত থেকে তোরে রক্ষা করে। হায়, হায়! শেষে কি আমার এই হলো! আয় বাপ! একবার জনমের মত তোকে কোলে লই।

অভি। মা! কেঁদনা, কেঁদনা। মিছে কেঁদে কেঁদে কেন শরীরকে কষ্ট দেবে, আর আমার অমূল্য সময় নষ্ট কর্‌বে। তার চেয়ে ভগবান্‌ ভূতভাবনকে আরাধনা কর, আমি অচিরে অভীষ্ট লাভ করে আসি।

(সারথির প্রবেশ)

সার। কুমার! আপনার রথ প্রস্তুত। সৈন্যগণ ও সকলে সজ্জিত হয়েছে।

অভি। (সারথির প্রতি) চল, আমি ও প্রস্তুত আছি।

(সারথির প্রস্থান)

মা! আর আমি বিলম্ব কর্‌তে পারি না। আমি আসি, বিদায় দিন্।

সুভ। (কাঁদিতে ২) বাছা! বিদায় কিরে? ওঃ! আর্ যে সহ্য হয় না।

(সারথির পুনঃ প্রবেশ)

সার। কুমার! শত্রুগণ ক্রমেই শিবিরের নিকটবর্ত্তী হচ্ছে। গুপ্তচরগণ সংবাদ দিয়াছে, যে দ্রোণাচার্য্য আজ মহারাজকে বন্ধন কর্‌বেন্ বলে কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছেন।

অভি। আমি এখনই রথে আরোহণ কর্‌ছি, তুমি সত্বর গিয়া সৈন্যগণকে নিষ্ক্রান্ত হতে বল।

সার। যে আজ্ঞা। (নিষ্ক্রান্ত)

অভি। জননী! এ সংবাদ শুনেও কি বীরপুত্র নির্জ্জীবের ন্যায় স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে। মা! স্নেহময়ী জননীর একমাত্র পুত্রের মঙ্গল কামনা বিচিত্র নয়; কিন্তু, তা বলে কি এমন স্থলে, এই আসন্নবিপদগস্থে ক্ষত্রিয়রমণী সশস্ত্র সন্তানকে যুদ্ধে পাঠাতে কাতর হন?

(নেপথ্যে সিংহনাদ)

মা! ঐ শুনুন্, ঐ শুনুন্, শত্রুগণ উল্লাসভরে সিংহনাদ কর্‌ছে। ক্রোধে আমার অঙ্গ হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। শরীর কম্পবান্ হচ্ছে। মা! এখনও বিদায় দিন্। আমি এই নিষ্কোষিত তরবারে সেই অধর্ম্মজীবী পাষণ্ডগণকে খণ্ড খণ্ড করে আসি। আপনি বীরপত্নী, বীরভগ্নী,—দেখুন্ লোকে আপনাকে বীরজননী বলে কি না?

সুভ। বৎস! আর আমি বাধা দিই না। আর তোমাকে নিরস্ত রাখ্‌তে চাহি না। আর আমার সন্দেহ নাই—আর খেদ নাই। তোমার বীরদর্পে আমার মন যেন উল্লাসভরে উথ্‌লে উঠ্‌লো। নবজলধর যেমন তড়িৎ ঘটা বিস্তার করে, তোমার এই ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নযুগল তেমনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ কর্‌ছে। এ অগ্নি যে শত্রুকুল নির্ম্মূল কর্‌বে, তার আর সন্দেহ নাই। যাও অভিমন্যু, আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে রণে গমন কর। কিন্তু দেখো, যেন কুলগৌরব রক্ষা হয়। তোমার ভুবন বিজয়ী পিতা কখন রণে ভঙ্গ দেন্ নাই। দেখো, যেন এ পবিত্র কুলে সে কলঙ্ক স্পর্শ না হয়। স্মরণ রেখো যে ক্ষত্রিয়বীর অকাতরে প্রাণত্যাগ করে, তথাপি বিপক্ষকে পৃষ্ঠ লক্ষ্য কর্‌তে দেয় না।

অভি। মা! আমি আপনার কুলাঙ্গার সন্তান নহি। কুলগৌরব রক্ষা কর্‌তে না পারি, পবিত্র পাণ্ডুকুলে কখনই কালি

দিব না। জননি! আজ্ দ্রোণাচার্য্য প্রতিজ্ঞা করেছেন, ধর্ম্মরাজকে বন্ধন কর্‌বেন। আমিও আপনার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, আজ ধর্ম্মরাজকে আচার্য্য স্পর্শও কর্‌তে পার্‌বেন না। যখন আপনার আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছি, আপনার আশীর্ব্বাদ লাভ করেছি, তখন আর আমার চিন্তা নাই। আমি এই মুহূর্ত্তেই কৌরবগণের চক্রব্যূহ খণ্ড খণ্ড করে ফেল্‌বো। যদি পতঙ্গের নিশ্বাসে হিমাচল রসাতল যায়, যদি গভীর সাগর শুষ্ক হয়, তথাপি আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হবে না। জননি! আর বিলম্ব বিধেয় নয়। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন্। (প্রণাম করিয়া) আমি অচিরে শত্রু দমন করে আপনার চরণ দর্শন কর্‌বো।

শুভ। চল বাবা! আমিও তোমার মঙ্গল কামনায় ইষ্টদেবের পূজা করিগে।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

চতুর্থ অঙ্ক।

চন্দ্রধাম।

কিন্নর ও কিন্নরীর প্রবেশ।

পিলু বাঁরোয়া।—কাওয়ালী।

কিন্নরা। মরি কি মোহন সাজে সাজিয়ে কানন।
বসন্ত রাজেরে আজি করিছে বরণ॥

কুঞ্জে ২ গুঞ্জে অলি, পুঞ্জে ২ কোটে কলি,
মুঞ্জরিত লতাবলি, কিবা সুশোভন।
দেখ, শিখ ভালবাসা, বধুঁ হৃদে ভালবাসা,
তবু অলির পিপাসা, নহে নিবারণ॥

সোহিনী বাহার।—আড়াঠেকা।

কিন্নর। ও ভাবে অভাব কিহে ভেবে দেখ প্রাণেশ্বরি।
তোমার প্রেমকমলে আবদ্ধ দিবা শর্ব্বরী॥
তুমি কমলিনীশ্বরি, আমি ত অলি তোমারি।
নির্ম্মল মুখমণ্ডল, কভু না ভুলিতে পারি॥
পিরিতি পূর্ণ নয়নে, হেরি রূপ প্রতিক্ষণে,
উথলে সুধার সিন্ধু বচনে তব সুন্দরি॥

কিন্নরী। বা! যেন মধুবর্ষণ হলো। কি আশ্চর্য্য! প্রতিদিন প্রতিক্ষণই নাথের মধুর কণ্ঠের সুধাময় সঙ্গীত শ্রবণ কর্‌ছি তথাপি যেন কর্ণ পরিতৃপ্ত হচ্চে না। আর শুধু শ্রবণ কেন? তোমার এই কমল বদন অবলোকন করে আমার উভয় নয়নই নিদ্রা বিস্মরণ কোরেছে। কিন্তু কৈ, তবুতো এক মুহূর্ত্তের জন্য আকাঙ্ক্ষার হ্রাস হলো না; নিত্য নিত্যই যেন নবশ্নব ভাবের আবির্ভাব দর্শন কর্‌ছি; নাথ! সত্য করে বল দেখি তুমি কি কোন মোহিনী জান?

কিন্নর। হাঁ প্রিয়ে! জানি; সে তোমার ইন্দীবরশ্যাম ঐ নয়ন-যুগল; যা একবার নিরীক্ষণ কর্‌লে আর কারও পালাবার পথ নাই।

কিন্নরী। নাথ! দেখ! দেখ! ভূতল হতে সহসা কি আলোক উত্থিত হলো।

কিন্ন। কই; ও বুঝি মেঘবনিতা বিদ্যুল্লতা সোহাগ ভরে তোমার এই কুসুম কোমল করপল্লবে বলয় পরাতে আস্‌ছে। না, না, এ যে ভয়ঙ্কর আলোক; সূর্য্যদেবের তেজকেও ম্লান করে উর্দ্ধে উঠ্‌ছে। উঃ! কি ভয়ঙ্কর! কি চমৎকার! কি অভূতপুর্ব্ব! পঞ্চানন কি অকালে প্রলয় উপস্থিত কর্‌তে পাশুপত প্রয়োগ করেছেন? না দারুন দাবদাহে মেদিনী দগ্ধ হচ্চে? না না, এ সমস্ত আলোক যে একস্থান হতে নির্গত হচ্চে। উঃ কি স্ফুলিঙ্গ!

কিন্নরী। নাথ! এই মন্দার মালাই আজ আমাদের কেলি-কুতুহলের যথেষ্ট হবে। আর পুষ্প চয়নের প্রয়োজন নাই। চল শীঘ্র পলায়ন করি।

কিন্ন। হৃদয়েশ্বরি! আমরা যে স্থানে অবস্থান কর্‌ছি, এখানে ভয়ের সমাগমের তো সম্ভাবনা নাই। স্থির হও, দেখ, দেখ, কুরুক্ষেত্রে আজ কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত। দানবদলনী দুর্গা যেন আবার দৈত্য দলনে অস্ত্র ধারণ করেছেন। ঐ দেখ, অসংখ্য সৈন্যদল একমাত্র শিশুর সমরে অস্থির হয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হচ্চে। পাণ্ডুকুল-তিলক অভিমন্যু কৌরবগণের ব্যূহ ভেদ করে

মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিচরণ কর্‌ছে। ভগবান্‌ ভূতনাথের বরে জয়দ্রথ আজ অজেয় পাণ্ডব সেনাগণকে অনায়াসে জয় কর্‌লে। উহাদের কেহই ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করতে পার্‌লে না।

কিন্নরী। আহা! অভিমন্যু ব্যূহ মধ্যে একাই আবদ্ধ হলো।

কিন্ন। তা হোক্‌। লতাপাশ কতক্ষণ সিংহশিশুকে আবদ্ধ রাখ্‌তে পারে? প্রিয়ে! দেখ, দেখ, ভীষণ আবর্ত্ত যেমন দূর হতে সকল বস্তুকেই আকর্ষণ করে, অগ্নিকুণ্ড যেমন অনায়াসে যজ্ঞ কাষ্ঠকে ভস্ম করে; অর্জ্জুন আত্মজ একাকী তেম্‌নি অসংখ্য অরাতি নিপাত করছে। পাণ্ডব নন্দনের পদভরে সসাগরা ধরা অস্থিরা হয়ে মুহুর্মুহু কম্পিতা হচ্চে; সিংহ ব্যাঘ্র আদি শ্বাপদ কুল আকুল প্রাণে জনস্থানে ধাবমান হচ্চে; বিহঙ্গ পতঙ্গ প্রভৃতি আতঙ্গভরে নিজ নিজ নীড় হতে উড্‌ডীন হয়েছে, কিন্তু অসংখ্য শরনিকরে রুদ্ধ-পথ হয়ে প্রাণত্যাগ কর্‌ছে।

কিন্নরী। তাইত, এমন অদ্ভুত রণ তো আমরা কখন দেখি নাই। চল, আমরা নন্দন কানন হতে কুসুম চয়ন করে এনে অভিমন্যুর উপর বর্ষণ করি।

কিন্ন। তা চল, এ উচিত কার্য্যই বটে। বিশেষ, আজ আমাদের মহোৎসবের দিন। আজ ঐ রণক্ষেত্রে অভিমন্যুর কলেবর পরিত্যাগ করে, চন্দ্রদেব আমাদের চন্দ্রলোক উজ্জ্বল কর্‌বেন। আজ আমাদের এই সুদীর্ঘ দুঃখের অন্ত হবে। (প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(চক্রব্যূহ)

(ব্যূহমধ্যে অভিমন্যু ও চারিদিকে সৈন্যগণ।)

অভি। (স্বগতঃ) একি! আমার অজেয় আত্মীয়গণ কি কেহই আমার অনুগমন করতে পারেন্ নাই! এই অগণ্য শত্রুসৈন্য মধ্যে কি আমি একা! অসহায়! দুস্তার সাগরের জলবিম্বের ন্যায় কি মুহূর্ত্ত মধ্যে লয় প্রাপ্ত হব। নদী যত কেন বেগে এসে সাগরে পড়ুক্ না, ক্ষনেক পরে তো অদৃশ্য হবেই হবে। হায়! তবে কি আমার উপায়ান্তর নাই। এ কুটিল সেনাচক্র হতে তো আমি নির্গমের কোন পথই জানি না। হায়! হায়! কি করি, কি করি! (চিন্তা) কি? আমার মনে অকস্মাৎ কেন এমন ভাবের উদয় হলো। এই অসংখ্য শত্রুসৈন্য মধ্যে আমি একা,—এই কি আমার ভয়ের কারণ? ওঃ! সহায় নাই,—নাই থাক্লো। দানবঘাতিনী দূর্গা যখন দৈত্য সংহারে প্রবৃত্তা হয়েছিলেন, তখন তাঁহার সহায় কে ছিল! পার্ব্বতীনন্দন কার্ত্তিকেয় যখন অসুর বধে ধনুক ধারণ করেছিলেন; তখন তাঁহার সহায় কে ছিল? পরশু-

রাম যখন ধরিত্রীকে ত্রিসপ্তবার নিক্ষত্রিয়া করেন, তখন তাঁহার সহায় কে ছিল? অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমারই পিতা যখন খাণ্ডব দাহনে গাণ্ডীব ধারণ করে-ছিলেন, তখন তাঁহার সহায় কে ছিল? আর আজই যে তিনি রণদুর্ম্মদ নারায়ণী সেনার বিপক্ষে যুদ্ধে গেছেন, আজ তাঁর সহায় কে? বীরেরপুত্র, বীরের আবার সহায় কি? এই বিচিত্র শরাসনের সহায়েই তো আমি কৌরব দলকে আপাততঃ ছিন্ন ভিন্ন করেছি। কুরুক্ষেত্র আজ সদ্য শ্মশানে পরিণত করেছি। ঐ যে! দুর্ম্মতি দুঃশাসন শরাসন নিক্ষেপ করে দূরে পলায়ন কর্‌চে। রে বৃথাক্রোধপরায়ণ! বীরাভিমানী পুরুষ! আজ সৌভাগ্য ক্রমে সমরাঙ্গনে তোরে দৃষ্টি কর্-লাম। তুই যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে সভা-মধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্টিরকে যথেষ্ঠ অপমান করেছিলি; আর কপট দূত আশ্রয় করে বলমদে মত্ত হয়ে মহাবীর ভীমসেনকে কুবাক্য বলেছিলি, আজ তার উচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হ। আয়! আজ তোকে উচিত শাস্তি দিয়ে ক্রোধপরায়ণা দ্রুপদ কন্যাকে, আর মহাবীর ভীমসেনকে সন্তুষ্ট কর্‌বো। রে কাপুরুষ! এ কটূক্তিতে ও তুই পলায়ন কর্‌লি। তা বিচিত্র কি! তীক্ষ্নবিষ সর্পই চ্ছায়া স্পর্শে ফণা ধারণ করে; বলবিহীন কীট কি পদে দলিত হলেও উর্দ্ধ মুখ কর্‌তে সাহসী হয়। তাইত, এই অসংখ্য সেনানী মধ্যে এমন যোদ্ধা কি কেহই নাই, যে ক্ষণ-

শত্রু ও আমার সঙ্গে সম্মুখ সমরে দণ্ডায়মান হয়। কৈ, কুরু-রক্ষক কর্ণ কোথায়? রণদুর্ম্মদ দ্রোনাচার্য্য কি দূরে পলায়ন করেছেন? কৌরবরাজ দুর্য্যোধন আজ কোথায়? আঃ! (গাত্রে হাত বুলাইয়া) এই সকল বুদ্ধিহীন, অকর্ম্মণ্য সেনাগণের বৃথা যুদ্ধ আয়াসে আমাকে বিরক্ত করে তুল্‌লে। ওরে নির্ব্বোধ! তোদের এ অগণ্য শরে আমার কি হবে? মৃনালের কন্টক কি হস্তির চর্ম্মে আঘাত করে? তা যাই, এখানে আর বিলম্বে কাজ নাই; ঐ দূর ভাগে বড় বড় মহা-রথ দৃষ্ট হচ্চে; হয়ত ঐ স্থানে আমার এই তীক্ষ্ন শরের উপযুক্ত বীর দেখতে পাব।

(নিষ্ক্রান্ত)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কর্ণ, অশ্বত্থামা, ও জয়দ্রথের প্রবেশ।

অশ্ব। তাও কি কখন হতে পারে? দেবরাজ কি কৌরবরা-জের অনিষ্ট সাধন কর্‌তে মানব দেহ ধারণ করে আমাদের ব্যূহভেদ কর্‌তে এলেন্? তাঁর প্রায় আর অন্য কাজ নাই। তা হলে আর সকল দেবতারা তাঁকে বল্‌বে কি? আর কৌরবগৃহের অচলা কম-লাই, বা কি বল্‌বেন?

জয়। তবে কোন মহাবীর বালকবেশে অনায়াসে আমার রক্ষিত ব্যূহভেদ করে প্রবেশ কর্‌লে? ষোড়শবর্ষ বয়স্ক অর্জ্জুননন্দনের কি এ বীরত্ব সম্ভব হয়?

অশ্ব। তা বিচিত্র কি? সমরশাস্ত্রে পারদর্শী পিতা তো অর্জ্জুনকে শিক্ষাদান কর্‌তে ত্রুটী করেন নাই। তিনি আমাকে যে সকল অস্ত্র দেন নাই, অকাতরে তাহা অর্জ্জুনকে দিয়াছেন। ক্ষীরদানে কালসর্পের বিষ বাড়্‌ইয়েছেন। কালসর্পের শিশু যে গরল উদ্গার কর্‌বে তা বিচিত্র কি?

কর্ণ। এই বিচিত্র শরাসন সেই গরলপায়ী মহাদেব। বীরবর! তুমি,—তুমি কেন, তোমার পিতাও সেই কালসর্প অর্জ্জুনের প্রশংসায় অধীর হও। বীরবর! প্রভূতবিক্রম হস্তি আপনার বল বিজ্ঞাত নয় বলে হস্তিমূর্খ একটি উপহাস বাক্য হয়েছে। তোমরা যে দেখ্‌তে পাই ততোধিক্। তোমার পিতা প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয়ের রণ শিক্ষক;—তুমি নিজে অতুলবিক্রম;-তোমাদের পিতাপুত্রের সম্মুখে দেবরাজ ইন্দ্র ও সশস্ত্রে দণ্ডায়মান হতে ভীত হন;-তোমরা কি বলে সেই অজ্ঞাতবীর্য্য অস্ত্রভিক্ষুকের উপাসনায় অন্ধ হও। ভাল, যদি নিজের বল পরীক্ষা কর্‌তে কুণ্ঠিত হও, নির্ব্বিঘ্নে সিন্ধুরাজের সহায়তা কর। আমি ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করে অবিলম্বে সেই প্রশংসিত-বিক্রম শিশুর সমুচিত শাস্তি দিয়ে আসি।

অশ্ব। বীরের উচিত প্রশংসা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম;-উপাসনা চাটু-কারের কাজ। উপযুক্ত ব্যক্তির সুখ্যাতি কর্‌লে অন্য যোগ্যব্যক্তির নিন্দা করা হয় না। অর্জ্জুন আমার অপেক্ষা অস্ত্রশিক্ষা অধিক পেয়েছেন; এ কথা যে

মুখে বলি, সেই মুখেই আবার বলি, যে এই শাণিত অস্ত্রের তেজ অনায়াসে তার শিক্ষাকে অতিক্রম কর্‌তে পারে। পিতার অপার শিক্ষাই তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে,-তাঁর ভুবনবিজয়ী অদ্ভুতবীর্য্য তো এই বাহুতে প্রবাহিত হচ্চে। (কোলাহল) বীরবর! ব্যূহের অভ্যন্তরে যেরূপ কোলাহল হচ্চে, তাতে বোধ হয় সেখানে সমরাগ্নি প্রজ্জলিত হয়েছে। চল আমরা ও সেই স্থানে যাই। বীরশ্রেষ্ঠ সিন্ধুরাজই একক ব্যূহদ্বার রক্ষণে সক্ষম।

জয়। যখন আমার এই বিচিত্রধনুঃ মণ্ডলাকারে ব্যূহদ্বার রক্ষা কর্‌ছে, তখন নিশ্চিন্ত মনে আপনারা স্ব স্ব কার্য্যে গমন করুন্। তীক্ষ্ণধার সুক্ষ্মসূচীর ন্যায় শিশু ইহার মধ্যে অলক্ষ্যে প্রবেশ করেছে; নইলে, দেব দৈত্য যক্ষ, রক্ষ এর মধ্যে সাধ্য কার, যে সম্মুখ সমরে ইহার মধ্যে প্রবেশ করে?

কর্ণ। আর কর্‌লেই বা কে নিস্তার পায়?

জয়। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে স্ব স্ব কার্য্যে গমন করুন্।

(কর্ণ, ও অশ্বত্থামার গমন)

জয়। (পদচালনা করিতে করিতে স্বগতঃ) আজ আমার কি শুভদিন! কঠোর তপস্যায় পঞ্চাননকে তুষ্ট করে, আমি যে বর পেয়েছি, আজ তার পরীক্ষার উপযুক্ত অবসর। আজ গুরুদেব যে ভার দিয়াছেন, তা রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে মহারাজ দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই আমার উপর যার পর নাই সন্তুষ্ট হবেন। আর এই অসংখ্য বীরকুল মধ্যে

আমার নাম ও উজ্জ্বল হবে। আজ একবার ভীমসেন এলে হয়। কাম্যবনে, নির্জ্জনে পেয়ে সে আমার যে যথেষ্ট অপমান করেছিলো, আজ এই সর্ব্বজন সমক্ষে তার উচিত প্রতিফল দেবো। আজ জগৎ জানবে যে ভীম বড় কি জয়দ্রথ বড়। এর পর, আর কোন যোদ্ধাই আমার সমক্ষে অস্ত্রধারণ কর্‌তে সাহস পাবে না। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ বীরগণের অগ্রগণ্য হবে। (চিন্তা) আর বেশ হয়েছে। কর্ণ, অশ্বত্থামা, এঁরা যে অন্তরে গেছেন তাতে সুবিধাই হয়েছে। তারা উপস্থিত থাক্‌লে, এ জয়ের গৌরব তাদের নামকেই শোভিত কর্‌তো। আমার তপোবলের বিচিত্র ফল মিল্‌য়েই যেতো। তা হবে কেন? ভগবান ভুতভাবন যখন প্রসন্ন হয়ে বর দান করেছেন, তার উচিত ব্যবহারের সুবিধাও তিনি ঘট্‌ইয়েছেন। হে দেবাদিদেব অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি! হে অনাথ নাথ! হে ভক্তজনমানসপূর্ণকারি! হে আশুতোষ! আজ আপনার দত্ত বিভবে আমি অতুল গৌরব উপার্জ্জন কর্‌বো। দেব! করযোড়ে প্রার্থনা কর্‌ছি, আজ যেন আমার অভীষ্ট লাভ হয়, আজ যেন দুরাত্মা ভীমসেনের দর্পচুর্ণ হয়, আজ এই প্রবল পদাঘাতে তার বিপুলদেহ দূরে নিক্ষেপ কর্‌বো, তার চিরসঞ্চিত যশোরাশি ধুলিকণার ন্যায় উড়্‌ইয়ে দেবো। আজ এই শতসহস্র যোদ্ধার সমক্ষে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বীর নাম সংস্থাপন কর্‌বো। আজ কাহার ও

সাহায্য অপেক্ষা কর্‌বো না। সামান্য একটি সৈনিকের শর ও সেই বিপুল দেহ লক্ষ্য কর্‌তে দেবো না। স্বয়ংই বিচিত্র তপোবলে স্ব নাম সংস্থাপন কর্‌বো।

(পদচালনা)

কই, এখন ও যে সে দুরাত্মাকে দেখ্‌তে পাচ্চিনা। তার ভ্রাতষ্পুত্র একক ব্যূহমধ্যে আবদ্ধ হয়েছে; সৈন্যগণ এই ভীষণ শরাঘাতে হতচেতন হয়ে বিমুখ হয়েছে। এ সংবাদ শুনে ও কি সে নিরস্ত আছে। তার কোপাগ্নি যে অকস্মাৎ জ্বলে উঠে; তার দর্প যে বাতাসের ভরে উথ্‌লে ওঠে। আজ্‌ এই দর্পহারি সদর্পে দণ্ডায়মান, আজ সে এখন ও আস্‌ছে না কেন? আঃ এ বিলম্ব যে আর সহ্য হয় না। (পদচালনা) ঐ না দূরহতে সৈন্যকোলাহল শুনা যাচ্ছে; ঐ না হিমাচলে শালবৃক্ষের ন্যায় তার গদা দূর হতে দেখা যাচ্ছে। আর চিন্তা নাই। সৈন্যগণ! তোমরা প্রস্তুত থাকো। আমার আজ্ঞা ব্যতিরেকে কেহই জ্যা আকর্ষণ করো না। স্থির হয়ে নিরপেক্ষের মত আমার আজ্ঞা প্রতীক্ষা কর্‌বে।

(পদচালনা)

(ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ)

ভীম। ধৃষ্টদ্যুম্ন? এই কি সেই অপূর্ব্ব, অভেদ্য ব্যূহ;-এই ব্যূহের মুখ হতেই কি আজ তোমরা সসৈন্য দুইবার বিমুখ হয়েছ।

ধৃষ্ট। বীরশ্রেষ্ঠ! এই সেই অভেদ্য চক্রব্যূহ। দেখুন্ ইহার কোন দিকে মক্ষিকার ও প্রবেশের পথ নাই। রণগুরু দ্রোণাচার্য্য অদ্ভুত বিদ্যাবলে এই আশ্চর্য্য সৈন্যসমাবেশ করেছেন।

ভীম। এ্যাঁ! সিন্ধুপতি জয়দ্রথ কি এর দ্বার রক্ষক। তবেই বুঝিছি এর যত বল। হাঃ, হাঃ, হাঃ, তখনই তো আমি বলেছিলাম, যে তোমরা নূতন বিধি দেখে ভয়েই আকুল হয়েছো। যুদ্ধকালে অঙ্গ সকল পক্ষাঘাতের রোগীর ন্যায় হতচেতন হয়েছিলো, তাই পরাস্ত হয়ে প্রত্যাগমন করেছো। জয়দ্রথ, দ্বার রক্ষক! কেমন আর কোন মহারথকে তোমরা এর সম্মুখে দেখেছিলে।

ধৃষ্ট। না বীরবর! একা জয়দ্রথই আমাদের নিরস্ত করেছে। কি জানি কোন্ অদ্ভুত মন্ত্রবলে, কি দুর্ব্বোধ্য দৈববলে তার পরাক্রম যেন শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে কার সাধ্য তার সম্মুখে দাঁড়ায়। আজ সমস্তই যেন অত্যাশ্চর্য্য; কৌশলময়।

ভীম। এই ভীষণ গদাঘাতেই সকল মন্ত্র, সমস্ত কৌশল অন্তর্হিত কর্‌বো। তুমি সৈন্যগনকে নিয়ে ব্যূহের পার্শ্ব সকল আক্রমণ করগে; আমি এখনই ঐ কাপুরুষকে তৃণবৎ দূরে নিক্ষেপ করে অভিমন্যুর অনুসরণ করি (ব্যূহমধ্যে কোলাহল) ব্যূহমধ্যে যেরূপ কোলাহল শুনছি, তাতে বোধ হচ্ছে, যে প্রিয়তম ভ্রাতৃপুত্র সেখানে সমরাগ্নি প্রজ্জলিত করেছে—আমি অবিল-

স্বেই সহস্র সহস্র পতঙ্গকে সেই অগ্নিতে আহুতি দিই গে।

ধৃষ্ট। যে আজ্ঞা—ভাল এক কথা জিজ্ঞাসা করি, কিয়ৎ-সংখ্যক সৈন্য আপনার পশ্চাতে রেখে গেলে ভাল হতো না।

ভীম। আমার সঙ্গে সৈন্য,—কেন? আমার গদা কি সারহীন হোয়েছে; না আমার এই বিশাল বাহু হতচেতন হয়েছে, যে এই শৃগালের পাল ধ্বংশ কর্‌তে সাহায্য অপেক্ষা করে। যাও ধৃষ্টদ্যুন্ন! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সমস্ত সৈন্য সঙ্গে করে ব্যূহের অপর পার্শ্ব আক্রমণ করগে। আমি অবিলম্বেই পর পার্শ্বে উপস্থিত হবো। যাও, তুমি আর বিলম্ব করো না।

ধৃষ্ট। যে আজ্ঞা।

(নিষ্ক্রান্ত)

ভীম। (জয়দ্রথের প্রতি) এতো কম আস্পর্দ্ধা নয়। রে পামর! তুই কি অন্ধ হয়েছিস্, না উন্মত্ততা তোকে আচ্ছন্ন করেছে। ভীমসেনের বিশাল দেহ সম্মুখে উপস্থিত দেখে, তুই কি সাহসে এখন ও দণ্ডায়মান আছিস্।

জয়। এই সাহসে, যে ভীমসেন রণপরাঙ্মুখ নয়।

ভীম। তুই যথার্থ ই উন্মত্ত হয়েছিস্ না কি? নির্ব্বোধ! সে তোর সাহস না শঙ্কার কারণ?

জয়। সাহস, এই যে তুই প্রাণভয়ে পলায়ন কর্‌বি না। সিন্ধুরাজের পদাঘাত সহ্য কর্‌বি।

ভীম। কি, আমাকে এই বাক্য? জানিস্ যে তুই অতুল-বিক্রম ভীমসেনের সঙ্গে কথা কচ্ছিস্, যার নিঃশ্বাসে তোর মত শত শত পতঙ্গ পক্ষঃহীন হয়।

জয়দ্রথ। জানিরে পামর জানি যে দাম্ভিক, দর্পময়, বাক্‌সর্ব্বস্ব ভীম আমার পদাঘাত প্রার্থনা কর্‌ছে।

ভীম। উন্মত্তকে আক্রমণ করা বীরের কার্য্য নয়। দ্রৌপদীর কোমল পদাঘাতে যার কুৎসিত অবয়ব আরো বিকৃত হয়েছে, সেই কাপুরুষকে পদাঘাত করে আমার অক্ষয় যশোরাশি আমি কলঙ্কিত কর্‌তে চাহি না। ছাড়্ মূঢ়মতি! এখনও পথ ছাড়্। হাড় মাংস নিয়ে এখনও পলায়ন কর্। আর আমার কোপানল উদ্দীপিত করিস্‌নে। এ কাম্যবন নয়;—ঘোর রণ-ক্ষেত্র;-ক্ষমাশীল যুধিষ্ঠির এখানে উপস্থিত নাই;—শত্রুদমন ভীমসেন গদাহস্তে দণ্ডায়মান্। উন্মত্তের উপেক্ষা কর্‌বো না; এবার কখনই ক্ষমা কর্‌বো না। এখনই তোর অস্থি চূর্ণ করে ধূলার ন্যায় দূর আকাশে উড়্‌ইয়ে দেবো।

জয়দ্রথ। যতক্ষণ মিথ্যা বাক্য ব্যয় কর্‌ছিস, ততক্ষণ আমার অস্ত্রের সমক্ষে আগমন কর্‌তে সাহসী হলে এতক্ষণ তোর সমরসাধ পূর্ণ কর্‌তাম; দর্প চূর্ণ হতো; অস্থি অদৃশ্য হতো। ভা বল, বীর্য্য, সাহস থাকলে তো যুদ্ধ কর্‌বি। এখন যা, আর আমাকে বিরক্ত করিস্‌নে। তোদের বংশধর বালককে যখন বন্দী করেছি, তখন আর আমাদের ক্ষোভ নাই। এখন দূর হ।

ভীম। না আর সহ্য হয় না।— যা রণক্ষেত্রের ধূলি বৃদ্ধি কর্।

(গদা উত্তোলন করণ)

জয়দ্রথ। (গদা অসিঘাতে দুই খণ্ড করিয়া) দেখুক্,—কুরুক্ষেত্র দেখুক কে ধূলিসার হয়।

ভীম। কি চমৎকার ! তুই যথার্থই মন্ত্র বল পেয়েছিস্ না কি ! ভীমের ভয়ঙ্কর গদা, যাহা এক আঘাতে গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ করে তুই কোন বলে তাহা ভগ্ন করলি।

জয়দ্রথ। ভীমের বাক্যই মেদিনী রসাতল দেয় -;কার্য্য — এই-রূপে লোকের উপহাস জন্মায়।

ভীম। দেখ্ তোর মন্ত্রবল কৌশল সকলই এই বজ্রমুষ্টির আঘাতেই লয় প্রাপ্ত করি।

জয়দ্রথ। থাক্ তোর মুষ্টি ঐ স্থানেই থাক্। রে দাম্ভিক অকিঞ্চিৎকর পামর ! যে মুষ্টি দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করে তাকে বজ্রমুষ্টি বলে না।

ভীম। কি চমৎকার ! এ যে অপূর্ব্ব ক্ষমতা। দেব দৈত্য নর প্রভৃতি কাহার ও তো এ ক্ষমতা সম্ভব হয় না। দেখি তোর মন্ত্রবল কতক্ষণ এই প্রবল পরাক্রমকে নিরস্ত রাখে। তুই যদি যথার্থই দৈববলে বলী হয়েছিস্, তো এই সিদ্ধগদা ধারণ করে আমি নিজের পথ পরিষ্কার করি।

(পদ ধারণ করিতে গমন।)

জয়দ্রথ। হাঁ এ উচিত কার্য্যই বটে। মুষ্টিভিক্ষার পর রাজপদসেবা করা তোর মত ভিক্ষুকের গৌরবের কর্ম্ম।

ভীম। সে যেমন মুক্তিভিক্ষা, এ তেমনি রাজপদ সেবা।

জয়দ্রথ। ভিক্ষার যে পুরস্কার, সেবার ততোধিক্। দেখ সৈন্য-গণ, দেখুক্ সমস্ত জগৎ দাম্ভিক্ ভীম রণস্থলে বিপক্ষের পদধারণ করে জীবন ভিক্ষা চায়।

ভীম। না এ উপহাস আর সহ্য হয় না। থাক্, দুরাত্মা কীচককে যেরূপে বধ করেছিলাম, তোকে ও তেমনি, করে সংহার করি।

(মহাদেবের প্রবেশ)

একি! (জানু পাতিয়া) দেবাদিদেব ত্রিশূলপাণি স্বয়ং এর পৃষ্ঠরক্ষক।

(উভয়ের স্তব)

রাগ ভাঁয়রো।—তাল ঝাঁপতাল।

কিবা জ্বলে অনল ভালে, গঙ্গা জটাজালে,
মনোহর দরশণ চন্দ্র কপালে।
বিল্ল পত্র পায়, লাল চন্দন কি শোভা,
ভৈরবরূপ, শোভে কটি বাঘছালে॥
কৈলাষ ভূষণ, ভুবন মোহন তনু আভা,
ভীমশূল হস্তে ধরি, নাচ কি তালে।
ভীষণ ফণিময় তনু, বৃষভবরবাহন,
সুশোভিত চরণ কি, কিরণ মালে॥

শিব। ক্ষান্ত হও, বৃথাযুদ্ধ কেন কর আর।
সহায় যাহার আমি, কি ভয় তাহার॥

রুদ্রতেজে পূর্ণ আজি, জয়দ্রথ বীর।
ছাড়ি রণ যাও ভীম আপন শিবির ।।

ভীম। হে অনাথনাথ! হে মৃত্যুঞ্জয়! হে আশুতোষ! একি আদেশ কর্‌ছেন। এ যে আপনার উক্ত শাস্ত্র সমুহের সম্পূর্ণ বিপরীত। দেব! আপনিই তো বলেছেন, যে যে ক্ষত্রিয়াধম সম্মুখ সমরে ভঙ্গ দেয়, সে ইহকাল, পরকাল, উভয়কালই নষ্ট করে। তার কলঙ্কের শেষ থাকে না। পবিত্র পাণ্ডুকুলে জন্ম গ্রহণ করে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুজ হয়ে, আমি কেমন করে সেই কলঙ্ককূপে ঝাঁপ দেবো। কেমন করে জঘন্য সারহীন নির্ব্বীর্য্যের মত ঐ কাপুরুষের হস্তে অপমানিত হয়ে সুস্থ শরীরে শিবিরে প্রত্যাগমন কর্‌বো। আমাদের কুলভূষণ, বংশগৌরব ভ্রাতষ্পুত্র অভিমন্যু একক এই কুটিল ব্যূহচক্রে আবদ্ধ হয়েছে;-আমি তাকে রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞা করেছি; এখন কেমন করে, বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় তাকে এই নৃশংস শত্রুহস্তে বিসর্জ্জন দিয়ে রণক্ষেত্র হতে প্রত্যাগমন করবো। দেব! আপনার প্রসাদে তো পাণ্ডবগণের অক্ষয় যশ ভুবনে কুত্রাপি অবিদিত নাই। ভীমের বাহুবল কে না বিজ্ঞাত আছে। সেই ভীমসেন আজ কি বলে এমন নীচ, কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় আচরণ কর্‌বে? এ পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান্ করে, আমি এর পর কেমন করে জগতে মুখ দেখাব।

শিব। অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য, কে করে খণ্ডন।
হইবে মঙ্গল শেষে, করহ গমন॥

(গমনোদ্যত)

ভীম। হে অনাথ নাথ! হে ত্রিদিবেশ্বর! তা কখনই হবে না। যদি শিববাক্য একান্তই অলঙ্ঘ্য, যদি আমাদের কুলার্জ্জিত ধর্ম্মবল, সকলই বিফল ;-হে আশুতোষ! যদি ঐ বীর্য্যবিহীন, কুটিলবুদ্ধি কাপুরুষের প্রতি আপনি একান্তই কৃপান্বিত ; যদি ভীমসেনের প্রবল পরাক্রম আজিকার রণে একান্তই ব্যর্থ্য, তবে এই ঘৃণিত, অকিঞ্চিৎকর প্রাণ এ পাপদেহে আর এক মুহূর্ত্ত রাখ্‌তে ইচ্ছা করি না। হে শূলপানি, আর এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকুন্। এমন জীবন সংশয়ে ফেলে সহসা অন্তর্হিত হবেন না। যদি অসাধারণ অনুগ্রহ প্রদর্শন করে, এই অভাগাকে দর্শন দিয়েছেন, তবে আর এক মুহূর্ত্ত ভূতলে অবস্থান করুন। আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করুন। আপনার ঐ জগৎসংহারকারি অমোঘ ত্রিশূল দিয়ে এই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করুন। ভীমের যশ ও প্রাণ এক সঙ্গেই পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হোক। আর আপনার ঐ পবিত্র ত্রিশূলস্পর্শে এ পাপ প্রাণের ও উদ্ধার সাধন হোক। দেব! করযোড়ে প্রার্থনা করছি, আপনি আমার জীবন গ্রহণ করুন। হায়! হায়! এ অভাগার প্রতি কি আপনার করুণা হলোনা। হে শূলপানি! হে সংহার

কর্ত্তা, এমন করে অন্তর্হিত হবেন না, হবেন না আর একটু মুহূর্ত্ত দর্শন দিন আপনার ঐ শ্রীপদযুগলে এই অসার জীবন বিসর্জ্জন দিই।

(শিব ও ভীম নিষ্ক্রান্ত)

জয়দ্রথ। (স্বগতঃ)। আঃ এতদিনে আমার মনের কালি ঘুচলো; এত দিনের সাধ আজ পূর্ণ হলো। এ জয় ঘোষণা হয়তো এতক্ষণ মহারাজ দুর্য্যোধনের কর্ণ-গোচর হয়েছে। যাই একবার ব্যূহের অভ্যন্তরে যাই। লোকে এখন আমাকে ভীমের দর্পহারি বলে কৌতুকের সহিত দেখ্‌তে আসবে।

(নিষ্ক্রান্ত)

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুরুক্ষেত্রের প্রান্তভাগ।

দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, দুঃশাসন, জয়দ্রথ ও কৃপাচার্য্য।

কর্ণ। তার পর!

অশ্ব। তারপর আর আমার চেতনা ছিল না। যখন পুনরায় চক্ষুঃ উন্মীলন করলেম তখন সমর ক্ষেত্রের এই প্রান্ত ভাগে তোমাদের দেখতে পেলেম।

দ্রোন। হায় হায় সকলেরই কি এক দশা।

জয়। তাইতো এ কথায় বিশ্বাসই বা করবে কে? কর্ণ, দ্রোণ, দুঃশাসন, এরা যে বালকের সহিত রণে হতচেতন হয়ে বিমুখ হয়ে ছিলেন, এ কথায় কি কারো প্রত্যয় হয়।

কর্ণ। প্রত্যয় হোক আর নাই হোক;—এখন আমাদের রক্ষার উপায়।

কৃপা। উপায়ের মধ্যে তো—

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্য। কি আশ্চর্য্য! একি ব্যবহার! মহারথ কর্ণ, বীরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা, প্রাণের ভাই দুঃশাসন, তোমরা সমর শাস্ত্রের এ নূতন নীতি কোথা হতে শিখ্‌লে? সম্মুখ সমর ত্যাগ কর্‌তে কে তোমাদের উপদেশ দিলে? এই যে গুরুদেব ও স্বয়ং উপস্থিত। কি চমৎকার! গুরো! এ বিচিত্র রণকৌশল কি আপনি এই বীরগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন; আর এই অপূর্ব্ব কৌশলের বলেই কি আজ এই নিন্দিত ঘৃণিত শত্রুপদদলিত জীবন রক্ষা করতে মানস করেছেন। ধিক্, আপনার যুদ্ধ শিক্ষাকে ধিক্ এই সকল বীরাভিমানী রণত্যাগী, কাপুরুষগণকে ও ধিক আর তদপেক্ষা শতধিক্ আমাকে যে এই বীর্য্যহীন, রণপরাঙ্‌মুখদের সঙ্গে করে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছি। যাও যোধগণ! অন্তঃপুরে অঙ্গনাগণের অঞ্চলের শরণ লওগে। তোমাদের এ বৃথা আয়াসে

প্রয়োজন করে না। কৌরব নাথের এই বিশাল গদাই নিজ গৌরব রক্ষা কর্‌বে।

দ্রোন। মহারাজ! আজ জান্‌লেম যথার্থই বিপদ কালে বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হয়। কার প্রতি আপনি এ সকল কটূক্তি প্রয়োগ করচেন? রণভূমি যাঁদের ক্রীড়া স্থল, যুদ্ধ যাঁদের বিনোদন, পৃথিবী যাঁদের তুল্য বীর কখন প্রসব করেন নাই; আপনি সেই অতুল বিক্রম মহাপুরুষগণকে ইতরের ন্যায় ভৎর্সনা কর্‌ছেন। রণপরাঙ্‌মুখ! রণপরাঙ্‌মুখ কারা? আমার অজেয় শিষ্যগণের শত্রুরাই চিরকাল রণে ভঙ্গ দেয়। দেখুন দেখি, ইহাদের বিশাল পৃষ্ঠদেশ কি অস্ত্রের কলঙ্ক কখন ধারণ করেছে?

দুর্য্যো। গুরুদেব! তবে আজ কোন কারণে ইহারা সমরাঙ্গন পরিত্যাগ করে নির্জ্জনে উপস্থিত হয়েছেন।

দ্রোন। মহারাজ! রথি অস্ত্রঘাতে অচেতন হলে সারথি রথ প্রত্যাবর্ত্তন করে, ইহাই চিরপ্রচলিত যুদ্ধ নীতি এই সকল মহারথ অজ্ঞান অবস্থাতেই একে একে এই স্থানে আনীত হয়েচেন্।

দুর্য্যো। সে কি গুরুদেব! দুঃশাসন, অশ্বত্থামা, কর্ণ, এরা রণ-ক্ষেত্রে অচেতন হয়েছিলেন,—কার সমরে তাঁরা অস্থির হয়ে চেতনা হারাইয়াছিলেন। যার পিতা পিতৃব্যগণকে সূচ্যগ্রে ভূমিখণ্ড দিতে কৌরব নাথ অযোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন, বনে যার জন্ম, পশুর পশ্চাৎ ধাবন যার রণশিক্ষা,—সে এখন ষোড়শবর্ষ

উত্তীর্ণ হয় নাই, সেই নিতান্ত অবোধ অক্ষম শিশুর সমরে কর্ণ, কৃপাচার্য্য, দুঃশাসন প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধরগণ চেতনাবিহীন হয়েছিলেন। ছি ছি গুরুদেব! এ কথা বল্‌বেন্ না, বলবেন্ না। এ উপহাস বাক আপনার ও অকথ্য, আর মহারাজ দুর্য্যোধনের ও শ্রবণের অযোগ্য।

অশ্বথামা। কুরুরাজ! ক্ষত্রিয়গুরু দ্রোণাচার্য্যের মুখে কি রণস্থলে উপহাস বাক্য নির্গত হয়। মহারাজ এ উপহাস নয় ;—বাস্তবিক জীবন্ত সত্য। চলুন্ রণক্ষেত্রের মধ্য-স্থলে চলুন্ ; দেখ্‌বেন মহাবীর অভিমন্যু যেন চক্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ কর্‌ছে ; শরৎকালের সুর্য্যদেবের ন্যায় তার ধনুঃ প্রতিনিয়তই তেজ উদ্গার কর্‌ছে ; মকর মৎস্য যেমন পুচ্ছাঘাতে সাগরের তরঙ্গকে শাসিত করে; ঝটিকা যেমন তীব্রবেগে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষকে অনায়াসে সমূলে উচ্ছেদ করে ; ভূমিকম্প যেমন মুহূর্ত্তমধ্যে অটল অচলকে সচল করে শত যোজন দূরে নিক্ষেপ করে ; সেই রূপ ঐ অদ্ভুতবীর্য্য মহাপুরুষ নিমেষ মধ্যে আমাদের ন্যায় অতুল বিক্রম যোদ্ধা-গণকে দূরে বিক্ষিপ্ত করেছে।

কর্ণ। মহারাজ! বালকবীর যে এমন রণপ্রবীর তা আমরা স্বপ্নে ও জান্‌তাম্ না। আপনি তো ক্ষত্রিয় সন্তান্, কুরু-কুলরাজ, সসাগরা সদ্বীপা ধরণীর এক মাত্র অধীশ্বর, রণ-কার্য্য তো আপনার অজানিত কিছুই নাই। চলুন দেখি, সেই বালকের রণে আপনার ও বিস্ময় উপস্থিত হবে।

কৃপা। কৌরবনাথ! অধিক কি আমাদের পক্ষের যোদ্ধারা তাহার গাত্রে যে সকল অস্ত্র প্রয়োগ কর্‌ছে, কি জানি কি মন্ত্রবলে না বিচিত্র কবচের গুণে, সে সকল পর্ব্বতের পৃষ্ঠ হতে লোষ্ট্রবৎ দূরে বিক্ষিপ্ত হচ্চে।

কর্ণ। এমন স্থলে তো সম্মুখ যুদ্ধ কোন মতেই সম্ভবে না।

দুর্য্যো। বীরগণ! তোমাদের বাক্যে ও ব্যবহারে যে আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত কর্‌লে। গুরুদেব! আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন অর্জ্জুন উপস্থিত না থাক্‌লে যুধিষ্ঠিরকে নিশ্চয়ই বন্দী করবেন। তাকে বন্দীকরা দূরে থাক্, এখন আমাদের সৈন্যরক্ষার উপায় কি?

দ্রোণ। মহারাজ! বল্‌তে কি আমি এপর্য্যন্ত পরিত্রাণের কোন উপায়ই উদ্ভাবন কর্‌তে পারি নাই।

দুর্য্যো। এ কি কথা গুরুদেব! তবে কি আপনি সহায় থাক্‌তে কর্ণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি সেনাপতিগণ বিদ্যমানে, আর এই একাদশ অক্ষৌহিনী চতুরঙ্গিনী সেনা সমক্ষে মহারাজ দুর্য্যোধনকে শরাসন বিসর্জ্জন করে জীবন আশয়ে পলায়ন করতে হবে? না গুরুদেব! তা কখনই হবে না। দুর্য্যোধনের দেহে প্রাণ থাকতে একথা কখনই সম্ভব হবে না। আপনারা যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হয়ে থাকেন, এই স্থলে নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রাম করুন। দেখুন্, কৌরবরাজের এই বিশাল বাহু স্বরাজ্য রক্ষণে শক্ষম কি অক্ষম।

দ্রোণ। এ তো রাজোচিত বাক্য।

কর্ণ। আর রাজপ্রসাদভাগী বীরগণের ও উচিত কার্য্য দেখুন।

চলুন, মহারাজ আপনার এই অগণ্য সৈন্য মধ্যে এমন কাপুরুষ কেহই নাই, যে রাজার দেহরক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণ পরিত্যাগ করতে না পারে।

দুঃশাসন। মহারাজ! ঐ দেখুন বীরবর অপ্রতিহত গতিতে আমাদের অভিমুখে ধাবমান হচ্ছে।

(সকলে সমস্বরে, জয় কৌরবনাথের জয়, ইত্যাদি)

দুর্য্যো। গুরুদেব! গুরুনন্দন! কৃপাচার্য্য! কর্ণ! দুঃশাসন! এস আমরা কয়জনে চতুর্দ্দিক হতে বেষ্টন করে অভিমন্যুর উপর বাণ নিক্ষেপ করি।

দ্রোণ। সে কি মহারাজ! এমন নীতিবিগর্হিত, অশাস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ কর্‌লে, লোকে আপনাকে অক্ষত্রিয় বলে উপহাস কর্‌বে যে।

কর্ণ। আপনার শাস্ত্র, অশাস্ত্র, সুনীতি, দুর্নীতি দূরে রাখিয়া দিন্। সমরে আবার শাস্ত্র কি? ছলে হোক বলে হোক্, কৌশলে হোক্, জয়লাভ কর্‌তে পারলেই হলো। (সব্যস্তে) এই যে অর্জ্জুন নন্দন উপস্থিত আর বিলম্বে কাজ নাই।—

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। (সহর্ষে) এই যে সমরের সারাংশ এই স্থানেই। (ধনুকে টঙ্কার দিয়া) রে বীরাভিমানী কাপুরুষগণ! সিংহ ভয়ে শৃগালের ন্যায় পলায়ন করে তোরা কি পরামর্শে প্রবৃত্ত হয়েছিস্।

কর্ণ। রে ক্ষত্রিয়ডিম্ব! আমরা এই পরামর্শ কর্‌ছি যে ষোড়-

শবর্ষ বয়স্ক শিশু যদি স্পর্দ্ধা বশতঃ গুরুজনের অবমা-
ননা করে, তার কি শাস্তি বিহিত।

অভি॥ অগ্রে পরস্বাপহারী পরদ্রোহী নীচগণের কি শাস্তি হয় প্রত্যক্ষ দৃষ্টি কর্। (এই বলিয়া শরনিক্ষেপ)

(অভিমন্যুকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ)

(সক্রোধে) রে দুরাত্মা অধার্ম্মিক অক্ষত্রিয়গণ, তোরা একত্র সর্ব্বদিক হতে শরবর্ষণ করে আমাকে পরাজয় কর্‌বি মনে করেছিস্। এই দেখ্ আমার দুই হস্ত তোদের চতুর্দ্দশ হস্তের অধিক বল ধারণ করে কি না। সাবধান কর্ণ, এই শরে তোর শিরশ্ছেদ কর্‌বো।

(কর্ণের মস্তক স্থানান্তর করণ)

ধিক্ পামর! তোর প্রতি আর অস্ত্র প্রয়োগ কর্ত্তব্য নয়।

কর্ণ। রে দাম্ভিক বালক! তোর শরের বল কত তা পরিক্ষা না করে এবিচিত্র বর্ম্মে উহা স্পর্শ করতে দিলে যে আমার কলঙ্ক হবে।

অভি। রে মিথ্যাভাষী কাপুরুষ আমার তীক্ষ্ণশায়কের বল কি এখন ও তোর অজ্ঞাত আছে। রণভূমে অচেতন হয়ে পলায়ন কি স্মরণ নাই। তা দেখ্, এই শাণিত শরের বল তোর অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত অবগত হয়।

কর্ণ। রে নির্ব্বোধ শিশু; তোর প্রতি আর কি অস্ত্র প্রয়োগ করবো। এই বজ্রমুষ্টিতে তোর মস্তক চুর্ণ করি।

দুর্য্যো। না, না, এই প্রবল বাহুবলে উহা বিচ্ছিন্ন করে আমি পদে দলিত করবো।

দ্রোণ। মহারাজ! এ ধর্ম্মযুদ্ধ নয়! এমন অধর্ম্মকূপে ঝাঁপ দেবেন না।

কর্ণ। মহারাজ! ও রাজপদস্পর্শ করবার যোগ্য সামগ্রী নয়; আপনি আমার শীকার হরণ কর্‌বেন্‌ না।

অভি। কে কার শীকার দেখ্‌।

(বাণ নিক্ষেপ, কর্ণ অচেতন)

আর না হতচেতনের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ বিধেয় নয়। এই যে কুরুরাজ স্বয়ং উপস্থিত। দাম্ভিকরাজ দাঁড়াও, দাঁড়াও তোমার দর্প চূর্ণ করি।

দুর্য্যো। রে অবোধ বালক! তোর প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ কর্‌লে যথার্থই আমার দর্পচূর্ণ হবে। সম্মুখে এই ভীষণ গদা ধারণ কর্‌লেম্‌। ভয় নাই, ইহা তোর সুকুমার দেহ পেষিত করে কলঙ্কিত হতে চাহে না। তুই নির্ভয়ে ইহার উপরে অস্ত্র পরীক্ষা দে।

অভি। নিবীর্য্য, রণপরাঙ্‌মুখ, ক্লীবের দিকে ও অর্জ্জুননন্দন অস্ত্র ত্যাগ করে না।

দুর্য্যো। কি রাজাধিরাজ দুর্য্যোধন নির্ব্বীর্য্য, রণপরাঙ্‌মুখ, ক্লীব—না, এ স্পর্দ্ধা বচন যে মুখ হতে নির্গত হয়, তাহাকে আর ক্ষণমাত্র ও ভূতলে স্থান দেওয়া উচিত নয়। এই পদাঘাতেই তোকে রণক্ষেত্র হতে বিক্ষিপ্ত করি।

অভি। কি? আমাকে পদাঘাত করতে চাস্‌। যাক্‌ তোর পদ, দেহ, গদা একস্থানে যাক্‌।

(শরনিক্ষেপ, দুর্য্যোধন অচেতন)

জয়দ্রথ। একি? মহারাজের প্রতি শরক্ষেপ? এই দেখ্ তোর শরযোজনা প্রতিরোধ করি।

(ধনুকের জ্যাচ্ছেদন)

অভি। (অন্য ধনুঃ গ্রহণ করিয়া) মহারথগণের রথে অনেক ধনু; থাকে, সামান্য সৈনিক তুই তা কি রূপে জান্‌বি।

জয়দ্রথ। এরূপ শাণিত অস্ত্রে অমন শত শত ধনু চূর্ণ হয়।

(পুনর্ব্বার জ্যাচ্ছেদন)

অভি। (অন্য ধনু গ্রহণ) (সহাস্যে) এ রণকৌশল মন্দ নয়; তোর বাণ শিক্ষা কি ধনুকের জ্যাচ্ছেদন পর্য্যন্ত।

জয়দ্রথ। আমার যে অস্ত্রশিক্ষা তাতে এমন শিশুকে সম্মুখে ধনুঃ ধারণ কর্‌তেই দিই না।

অভি। শৃগালের চাতুর্য্য কি কখন ও সিংহশিশুর বিক্রমকে অতিক্রম কর্‌তে পারে? এই দেখ্ তোর কৌশল কতক্ষণ এই প্রবল পরাক্রমকে নিরস্ত রাখে।

(জয়দ্রথের পতন)

দুঃশাসন। সিংহশিশু! তুই ক্লীবের সন্তান। এই বর্শাঘাতে তোর কোমল দেহ আজ খণ্ড খণ্ড কর্‌বো।

অভি। কেরে দুঃশাসন। সম্মুখ যুদ্ধে উপস্থিত হতে তোর সাহস হয়েছে! তা যা। কুরুক্ষেত্রের শবরাশি বৃদ্ধি কর।

(দুঃশাসনের পতন)

অভি। একি রণগুরু দ্রোণাচার্য্য ও আমার প্রতি, অস্ত্র নিক্ষেপ

কর্‌ছেন্‌। একি গুরুদেব! এমন অনার্য্য,-অক্ষত্রিয়,-নীতিবিগর্হিত যুদ্ধে আপনি কিবলে প্রবৃত্ত হলেন! গুরুদেব! আপনি আমার গুরুর গুরু মহাগুরু। আপনার সমক্ষে আমি মস্তক উত্তোলন করে বাক্য প্রয়োগ কর্‌তে সঙ্কুচিত হই। আমি কেমন করে তীক্ষ্ন অস্ত্রে আপনার ঐ পবিত্র অঙ্গ ভেদ কর্‌বো। গুরুদেব! আপনার ঐ লোলমাংসের প্রত্যেক রক্ত-বিন্দু যে আমার মহাপাপের সাক্ষ্যস্বরূপ দৃষ্টি হচ্ছে। এমন অন্যায় যুদ্ধে আমি কখনই ধনুঃ ধারণ করবো না। গুরুদেব! এই শরাসন পরিত্যাগ করে, (জানু পাতিয়া উপবিষ্ট) করযোড়ে আপনার কাছে প্রার্থনা কর্‌ছি, ক্ষমা দিন;—আপনি আমার সম্মুখ পরিত্যাগ করুন্‌।

দ্রোণ। আমার প্রিয়শিষ্য, ত্রিভুবনবিজয়ী ধনঞ্জয়ের পুত্রের যুদ্ধ-স্থলে অস্ত্র পরিত্যাগ করা কখনই উচিত নয়।

অভি। আর আপনার প্রিয়শিষ্যের পুত্রের প্রতি কি অন্যায় যুদ্ধে অস্ত্র নিক্ষেপ করা আপনার শোভা পায়। গুরু-দেব! প্রিয়শিষ্যের প্রতি কি প্রীত হয়ে এম্‌নি করে তার পুত্র সংহারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ব্রহ্মণ! শুনেছি হিমগিরির তুঙ্গশৃঙ্গে না কি বারিরাশি পার্শ্ববর্ত্তি প্রস্তরের কাঠীন্য ধারণ করে। আজ আপনার ব্যবহার ও যে তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত বলে বোধ হচ্চে। গুরুদেব! ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ কুলে আপনার জন্ম; আপনার গল-লম্বিত ঐ পবিত্র সুত্র ধর্ম্মের নিশান বলে পরিচিত;

এই পাষাণ হৃদয় ক্ষত্রিয়গণের সংস্রবে আপনার হৃদয় ওকি এত কঠিন হয়েছে, যে রণশাস্ত্রের গুরু হয়ে, রণধর্ম্ম ত্যাগ করে আপনি নৃশংস নরহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। ছি, ছি গুরুদেব! এ কার্য্য কর্‌বেন্ না, করবেন্ না। এ ব্রাহ্মণের বিহিত কর্ম্ম নয়, ক্ষত্রিয়ের ও উচিত ধর্ম্ম নয়; এ নৃশংস নিষ্ঠুর চণ্ডালের কাজ। এতে আপনার ও কলঙ্ক হবে আর এর পর আমার ভুবন-বিজয়ী পিতা ও লোক সমাজে আপনার শিষ্যবলে পরিচয় দিতে লজ্জিত হবেন।

দ্রোণ। অভিমন্যু! বৎস্য! কেন আর আমার প্রতি বাক্য বাণ প্রয়োগ কর। বাছা! এ বাণ যে তোর ঐ তীক্ষ্ণ অস্ত্র হতে ও খরসান্। বৎস্য! তুমি মহৎকুলে জন্মগ্রহণ করেছো ও নিজে ও যে অদ্ভুত রণশিক্ষার পরিচয় দিচ্ছ তাতে তোমাকে মহাবীরগণের অগ্রগণ্য বলা যায়। তুমি কি জেনে ও জাননা যে আমি প্রভুর আজ্ঞার পরবশ হয়ে এ অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি। কি করি, পরাধীনের কি ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য বিচারের ক্ষমতা আছে।

অভি। ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম হলে কখনই আপনার মুখ হতে এ কথা নির্গত হতো না।

(জয়দ্রথের উত্থান)

পরাধীন? পরাধীন কে? অক্ষম নির্ব্বীর্য্য কাপুরুষই পরের অধীন হয়; কোমল সারহীন লতাই পরাধীন

হয় ; অন্তঃসার সক্ষম মহীরুহ শত শত লতাকে অকাতরে আশ্রয় দেয় ।

(কর্ণের উত্থান)

কি আশ্চর্য্য ! আপনি রণে অদ্বিতীয়, ক্ষমতায় সর্ব্বাগ্রগণ্য। আপনি পরাধীন ? কিসের জন্য পরাধীন ? আপনার ঐ পলিতকেশ গতাবশেষ দেহের পুষ্টিসাধনের জন্য পরাধীন ? তবে ঐ বিচিত্র শরাসন দূরে নিক্ষেপ করুন ; ঐ কুলোচিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করে দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করুন ; তাহলে ইহকালে ও এ দারুন কলঙ্ক ভার বহন করতে হবে না আর পরকালের গতি ও রুদ্ধ হবে না ।

জয়দ্রথ। রে নির্ব্বোধ ! অস্ত্র ত্যাগ করলেই কি তোর নিস্তার আছে। তোর মস্তক চূর্ণ করবো ; দেহ খণ্ড খণ্ড করবো ; ঐ কালকূট পূর্ণ মুখ এই পদে দলিত করবে তবে সুস্থির হবো ।

কর্ণ। রে অবোধ শিশু ! আমাদের রথের কাষ্ঠখণ্ডকে সম্বোধন করা ও যা আর এর মধ্যে কোন যোদ্ধার নিকট বিনীত ভাবে জীবন প্রার্থনা করা ও তা। তুই মিছে কেন বাক্য ব্যয় করছিস। যদি জীবনের অভিলাষ থাকে তবে যেমন অস্ত্র পরিত্যাগ করেছিস অমনি গললগ্নকৃতবাসে মহারাজের নিকট প্রাণদান ভিক্ষা কর ।

অভি। (উত্থান করিয়া) ভিক্ষা ? জীবন ভিক্ষা ? গাণ্ডীবধারির পুত্র সমরে জীবন ভিক্ষা করে ?—বরং জীব-

দান করে। এই রণক্ষেত্রে, এই মুহূর্ত্তেই তোর মত কত কাপুরুষকে জীবন ভিক্ষা দিয়াছে।

কর্ণ। তবে আপনার দুর্ম্মতির ফলভোগ কর। এই শাণিত শরে তোর ঐ কোমল কলেবর ছিন্নদল কমলের ন্যায় ছিন্নভিন্ন করি।

অভি। বরষাকালের বারিধারার ন্যায় তোরা আমার উপর অজস্র শরবর্ষণ কর্, পর্ব্বতের পাষাণ দেহ যেমন শ্রাবণের ধারায় ক্লিষ্ট হয় না, আমার এই লৌহসার শরীর ও সেইরূপ তোদের অসংখ্য বাণ বরিষণ অনায়াসে সহ্য কর্‌বে। আমি যখন একবার শরাসন পরিত্যাগ করেছি তখন এ অন্যায় যুদ্ধে উহা আর কখনই প্রতিগ্রহণ কর্‌বো না।

দুঃশাসন। শক্তি থাক্‌লে তো।

অভি। শক্তি আছে; এখন ও আছে; এখন ও তোদের মত অগণ্য সৈনিকের মস্তক এই বজ্রমুষ্টিতেই চূর্ণ কর্‌তে পারি। তবে এক ভিক্ষা দে জীবন ভিক্ষা নয়, এ ধর্ম্ম ভিক্ষা। ধর্ম্মরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র, ধার্ম্মিকের সন্তান, সমরে ধর্ম্ম ভিক্ষা চাচ্চে, ধর্ম্মযুদ্ধ যাচ্ঞা করছে। কর্ণ! তুমি তো দয়ার সাগর বলে বিখ্যাত; লোকে তোমাকে দাতাকর্ণ বলে। আমি একক, অসহায়, অস্ত্রহীন; আমাকে ধর্ম্মযুদ্ধ ভিক্ষা দাও। এস, তোমাদের মধ্যে কোন যোদ্ধা আমার সঙ্গে দ্বন্দ যুদ্ধে সক্ষম; আমি অকাতরে তার সমরসাধ পূর্ণ করি। এই বজ্রমুষ্টিতেই তাকে সদ্য শমন সদনে প্রেরণ করি।

দুঃশাসন। রোগের, ঋণের আর শত্রুর শেষ রাখা নির্ব্বোধের কাজ। তুই অবোধ অক্ষম শিশু; পশুর সমান। আজ্ তোকে পশুবধ কর্‌বো।

অভি। হায়! হায়! পাষণ্ডের কাছে ধর্ম্ম আশা করা, আর জনশূন্য অরণ্যে রোদন করা উভয়ই এক। রে নৃশংস, নিষ্ঠুর, পাষণ্ডগণ! যদি আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তোদের একান্তই ভয় থাকে; তবে আয়, তোরা দুই জনে, তিন জনে, অথবা এই সাত জনে মিলেই আয়। অর্জ্জুন-নন্দন অভিমন্যু এমন শৃগালের পাল ধ্বংশ করতে ভীত নয়।

কর্ণ। শৃগালের পাল কি সিংহের দল আগে তোর মস্তক বিদীর্ণ করি তবে জানতে পার্‌বি।

(দুর্য্যোধনের উত্থান।)

অভি। তোরা আমার জীবন হরণ কর্, আমি তাতে কাতর নহি; বীরপুত্র মৃত্যুকে ভয় করে না। কিন্তু এক ভিক্ষা দে; তোরা আমার পশ্চাতে আঘাত করিসনে দেখ্ আমার পৃষ্ঠরক্ষক কেহই নাই। আমি একাকী, তোরা অসংখ্য; আমি অস্ত্রহীন, তোরা সশস্ত্র; আমার পশ্চাতে আঘাত করিসনে। ক্ষত্রিয়ের এর অপেক্ষা কলঙ্ক আর নাই। আমি অক্ষত্রিয় নহি;—আমাকে সে কলঙ্কে ফেলিসনে।

কর্ণ। ভিক্ষুকের সন্তান আবার ক্ষত্রিয় কোথায়? তোর আবার কলঙ্ক কি?

অভি। হায়! হায়! এ করুণ বাক্যে ও তোরা কর্ণপাত কর্‌লি

নে। তা করবি কেন; পাষণ্ড, পাপিষ্ঠ, নরাধম তোরা, তোদের মমতাহীন হৃদয়ে কি কাতর স্বর স্পর্শ করে? শ্রাবণের ধারা কি লৌহকে আর্দ্র কর্‌তে পারে?

দুর্য্যো। আর সহ্য হয় না। তোর ঐ বিষপূর্ণ জিহ্বা বিচ্ছিন্ন করে ফেলি।

অভি। (জানুপাতিয়া উপবিষ্ট) হায়! হায়! শেষে কি এই হলো। হা পিতঃ ত্রিভুবন জয়কারি ধনঞ্জয়! হা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারি মাতুল মধুসূদন! হা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির! হা ভ্রাতঃ ভীমসেন! হা মাতঃ সুভদ্রে! মাগো। তুমি যে বলে ছিলে পাণ্ডুকুলে কেহ কখন শত্রুকে পৃষ্ঠ দেখায় না। হায়! হায়! শেষে কি এই পাপিষ্ঠ কুলাঙ্গার হতে তাই ঘট্‌লো। অকলঙ্ক পাণ্ডুকুলে আমি কালি দিলাম্‌

কর্ণ। আত্মীয় বন্ধুর আশ্রয় প্রার্থনা করা বালকের চির প্রচলিত স্বভাব।—যোদ্ধার নয়।

দুর্য্যো। সমস্ত পাণ্ডুকুল উপস্থিত হলেও আর তোর নিস্তার নাই। এখন ইষ্টদেবের নাম স্মরণ কর্‌। এই মুষ্ট্যা-ঘাতে তোকে বিনষ্ট করি।

অভি। রে অধার্ম্মিক যোদ্ধাকুল—অথবা যোদ্ধাই বা কাকে বলি রে নৃশংস পামর দস্যুদল! তোরা, অন্যায় যুদ্ধে আমাকে সংহার কর্‌বি মনে করেছিস্‌। কিন্তু জানিস্‌ যে আমি অবিদ্যমানে পাণ্ডবনাথের এক তিল মাত্র ক্ষতি হবে না। পাণ্ডবশিবিরে আমার মত শত শত যোদ্ধা আছে।

জয়দ্রথ। কৌরব শিবিরে এমন অনেক বীর আছে। যাদের নিঃশ্বাসে তেমন্ ভিকারির কুল নির্ম্মূল হয়।

অভি। যে মহাধনুর্দ্ধর স্বর্গমর্ত্তপাতাল এই ত্রিভুবনের বীরগণকে একক নিরস্ত করে খাণ্ডব দাহন করেছিলেন, সেই বীর-শ্রেষ্ঠ পিতা ধনঞ্জয় অবিলম্বেই তোদের সমূলে নির্ম্মূল কর্‌বে।

দুর্য্যো। কৌরবনাথের পদাঘাত তেমন্ সহস্র সহস্র কীটকে অনায়াসে দলিত করতে পারে।

অভি। (সদর্পে দণ্ডায়মান) কি? অভিমন্যুর দেহে প্রাণ থাক্‌তে গাণ্ডীবধারি অর্জ্জুনের নিন্দুক্ পৃথিবীতলে স্থান পায়। রে রণধর্ম্মবিরোধী দস্যুদল দেখ্ এই ভীষণ গদাঘাতেই তোদের সপ্তমস্তক চূর্ণ করি।

(দুর্য্যোধনের বসিয়া পতন)

অশ্বত্থামা। (অসিঘাতে গদাভঙ্গ করন) কি? তোর এত বড় স্পর্দ্ধা! যার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে মেদিনী কম্পা-বান্, বনচারি ভিখারির সন্তান হয়ে তুই তাঁহার মস্তকে আঘাত করিস্। সামান্য ভেক হয়ে বাসুকির মস্তকে আরোহণ কর্‌তে চাস্। আয়! আজ এককালে তোর সমর সাধ পূর্ণ করি।

(অসি উত্তোলন)

অভি। রে নির্ব্বোধ! তুই, বিকারগ্রস্তের ন্যায় প্রলাপ দেখ্‌ছিস। এই সকল বীরগণের দশা দেখে ও কি তোর জ্ঞান জন্মায় নাই। তাই আমার উপর অস্ত্র

উত্তোলন কর্‌তে সাহস করেছিস্। তা যা, তোদের মহারাজের পথ অনুসরণ কর। (গদাঘাত)

(দুর্য্যোধনের উত্থান)

অশ্বত্থামা। বালকের ক্রীড়া পুতুল এইরূপে নষ্ট করা যায়।

অভি। (অসিঘাত) অধর্ম্ম নিরত অন্যায় যোদ্ধার শিরো দেশ এইরূপে ছেদন কর্‌তে হয়। (হস্ত হইতে তরবারি পতন)

জয়। বুদ্ধিহীন দাম্ভিক নীচকে এই রূপে নষ্ট কর্‌তে হয়। (পদাঘাত করিতে উদ্যত)

দুর্য্যো। এমন দাম্ভিকের চিহ্নমাত্র ও পৃথিবীতে রাখ্‌বো না। রে কুলাঙ্গার এই গদাঘাতে তোকে নিষ্পেষিত করেফেলি।

কর্ণ। আর্ না। এই শরাঘাতেই তোরে শমন ভবনে প্রেরণ করি।

দুঃশাসন। এই বর্শাঘাতেই তোকে রণভূমিতে বিদ্ধ করি।

জয়। তা নয় বীরবর। এই তীক্ষ্ণ অসিঘাতে উহাকে আজ্ রণদেবীর নিকট বলিদান দিই।

অভি। তোর অস্ত্র নিয়ে তোকেই বলিদান দিই।

কর্ণ। আহা হা। ওরে অস্ত্রাঘাত কর্‌লে তো এখনই ওর যন্ত্রণার সমাপ্তি হবে। শত্রুর মৃত্যু দেখ্‌তে অতি রমণীয়। বীরগণ আজ তোমরা সেই অতুল সুখ অনুভব কর।

দুর্য্যো। এ বেশ কথা। ওকে স্থির হয়ে মর্‌তে দাও।

অভি। উঃ আর সহ্য হয় না। আর দাঁড়াতে পারি না। শরীর

অবসন্ন হচ্ছে। মস্তক বিঘুর্ণিত হচ্ছে। (জানুপাতিয়া উপবিষ্ট) হে সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ সূর্য্যদেব! হে সর্ব্বংসহা মাতঃ মেদিনী! হে সুবিস্তৃত নিলাম্বর! তোমরা সাক্ষী, বিপক্ষগণ অন্যায় সমরে আমাকে নিধন করে। তোমরা সাক্ষী যে পৃষ্ঠ দেশের এ দারুন্ অস্ত্রাঘাত আমার কলঙ্কের চিহ্ন নয়। আমি অক্ষত্রিয় নহি রণে ভঙ্গ দিই নাই; নিরস্ত্র হয়েই পশ্চাতে আহত হলেম। রে পাপিষ্ঠ নৃশংস নরাধম কুল। আমার এই প্রত্যেক শোনিত কণা ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় চিরকাল তোদের কলঙ্ক ঘোষণা কর্‌বে।

অশ্ব। কই পামর। অস্ত্রগ্রহণ কর্‌না।

অভি। দাও, অস্ত্র দাও, গুরুনন্দন, (যুক্ত করে) গুরুদেব! আপনি আমার পিতাকে সমগ্র অস্ত্র দান করেছেন। আপনি রণগুরু, অস্ত্রদানে কল্পতরু; আমি অস্ত্রহীন; আমাকে অস্ত্র দিন। যে কয়েক বিন্দু শোনিত আছে এখন ও তার প্রভাব দেখুন্। হায়! হায় এ কাতর বাক্যে কেহই কর্ণপাত করে না। বিপদকালে আত্মীয় ও শত্রু হয়। হা পিতঃ ধনঞ্জয়! তুমি দেবরাজকেও অভয় দান করেছিলে। তোমার স্নেহের ধন এখন অসহায়ে নিধন হয়।—এস; এ নৃশংস, নির্দ্দয়দের হাত হতে আমাকে রক্ষা কর। ওঃ এ কাতরস্বর তোমার ও কর্ণে গেল না। হা তাত যুধিষ্ঠির। হে ধর্ম্মরাজ তোমার প্রাণের অভিমন্যু আজ অধর্ম্ম যুদ্ধে নিহত হয়। এস, রক্ষা কর। হা তাতঃ ভীমসেন! তুমি যে

আমাকে রক্ষা করবে অঙ্গীকার করেছিলে। তোমার প্রতিজ্ঞা তো কখন লঙ্ঘন হয় না। হায়! আমার অ" দৃষ্টের দোষে কি আজ তাও ভুলে। গেলে ওঃ. বড় তৃষ্ণায়-প্রাণ যায়।

জয়দ্রথ। তোর কলঙ্কিত শোণিত পৃথিবীও পান কর্‌ছেন না তুই উহা পানকরে আপনার তৃষ্ণা নিবারণ কর।

অভি। হা প্রিয়ে বিরাট দুহিতে! হা পতিপ্রাণা! তুমি কেমন করে প্রাণধারণ কর্‌বে। তোমার দশা কি হবে। তোমার সঙ্গে যে দেখাও করে আসি নাই। তুমি ত কিছুই জান না। হা মাতঃ সুভদ্রে! মাগো! ও মা, মা, মা, তোমার যে আর নাই মা। তুমি কেমন করে জীবন ধারন কর্‌বে মা। ওঃ হঃ মা-মা, মা। (মৃত্যু-)

দুঃশা। আমি উহার মস্তক ছেদন করবো।

জয়। মহারাজ। এ বালক অলক্ষ্যে আমার রক্ষিত ব্যূহে প্রবেশ করেছে; সুতরাং এ আমারই বধ্য, আমিই একে বিনাশ করবো।

কৃপ। আর কাকে বিনাশ কর্‌বে? ঐ দেখ যাকে বিনাশ করবে তার প্রাণপুরুষ এতক্ষণ স্বর্গধামে শোভা করছে

দুর্য্যো। আর না যথেষ্ট হয়েছে। সাবধান বীরগণ তোমরা কেহই ইহাকে অস্পর্শ করো না।

কর্ণ। স্বর্গধাম! এতক্ষণ নরকধাম উজ্জ্বল করছে শ্মশানের শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতি আজ ইহার মাংসে মহোৎসব করুক।

দুর্যো। এস বীরগণ! এমন আনন্দের দিন, সমুচিত মহোৎসব করিগে।

(কৃপ ও দ্রোণ ভিন্ন সকলে নিষ্ক্রান্ত)

দ্রোণ। (অভিমন্যুর মৃত দেহের প্রতি ক্ষণেক দৃষ্টি করিয়া) উঃ! আজ কি অদ্ভূতবীর্য্য মহাপুরুষেরই পতন হলো। বসুমতি! আজ তুমি সার রত্ন হারালে; ভারতভূমি! আজ তুমি শ্রেষ্ঠ ধনে বঞ্চিত হলে। বীরকুল! তোমাদের প্রধান গৌরব আজ বিলুপ্ত হলো। আর্য্যবংশ আজ ছার খার হলো। যতদিন পৃথিবীতে বীর প্রসঙ্গ থাক্‌বে, যতদিন ভারতভূমি আর্য্যভূমি বলে পরিচিত থাক্‌বে, ততদিন এই অনার্য্য অক্ষত্রিয় পাপ-কার্য্য, কুরুকুলের কলঙ্ক-নিশান স্বরূপ উড্ডীয়মান থাক্‌বে। অনার্য্য প্রভুর পাপ আজ্ঞার বশ হয়ে, আমি আজ কি নিদারুণ পাপেই নিমগ্ন হলেম। হায়! হায়! এ পাপের তো প্রায়শ্চিত্ত নাই;—এ কলঙ্কের তো শেষ নাই;—এ দুঃখের তো পার নাই; কি কর্‌লেম্, কি কর্‌লেম্! ইহকালের অক্ষয় যশ একেবারে নষ্ট কর্‌লেম্—পরকালেরও আশায় জলাঞ্জলি দিলাম। আহা! আমার একমাত্র প্রিয় শিষ্যের মনে কি নিদারুণ ব্যথাই দিলাম। অর্জ্জুন যে আমার একান্ত অনুরক্ত; আমি কি নরাধম; তার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রকে এমনি করে নিধন করেই কি তার আনুরক্তির উচিত প্রতিফল দিলেম। হায়! কি বলে আমি আর তার কাছে মুখ দেখাব। যখন অর্জ্জুন এসে সকাতরে জিজ্ঞাসা করবে, গুরুদেব! আমার অভিমন্যু কই? তখন কি আমি এই শ্মশানশায়ী, ছিন্ন দেহের প্রতি দেখিয়ে দিয়ে বলবো, যে

অর্জ্জুন রে, তোমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের ধনকে এই নৃশংস নরাধম নিধন করেছে। এ অকলঙ্ক চাঁদ কি ভূতলে লুণ্ঠিত হবার যোগ্য। এ কোমল কমল কি এম্‌নি করে ছিন্ন ভিন্ন হবার জন্য সৃষ্ট হয়েছিল। এই সুকুমার দেহ শ্মশানশায়ী ; আর এই শুভ্রকেশ গতাবশেষ শরীর এখনও ধরাকে কলঙ্কিত কর্‌ছে। ওঠ, ওঠ, বীরবর! তোমার এ কোমল কলেবর এ শয্যার যোগ্য নয়। এস বৎস! আমাকে অস্ত্র পরিত্যাগ কর্‌তে মিনতি করেছিলে ; আমি জীবন পরিত্যাগ করে তোমার স্থানে শয়ন করি,—তুমি সুস্থ শরীরে জননীর কাছে প্রত্যাগমন কর। তুমি সকাতরে আমার কাছে অস্ত্র প্রার্থনা করেছিলে ;—আমি অকাতরে আমার এই পবিত্র ধনুঃ প্রদান করছি—তুমি বীর-পুত্র, বীরশ্রেষ্ঠ, অনায়াসে এতে জ্যারোপণ করে আগে এই নরাধমকে পৃথিবী হতে অন্তর কর। পরে ঐ অনার্য্য দস্যু-দলকে নির্ম্মূল কর।

যোগীয়া ভাঁয়রো।—ঢিমে তেতালা।

উঠ হে উঠ বীরবর!
পাণ্ডুকুলে নিরমল যশঃ শশধর,
আজি এ হেন সোণার অঙ্গ ধূলায় ধূসর॥
বধেছি অন্যায় রণে, সহেনা সহেনা প্রাণে,
রহেনা জীবন যাদুমণি।
অর্জ্জুন নয়ন তারা, মুদিয়ে নয়ন তারা,
তারাপতি পড়ে যেন, অবনি উপর।

কমল কলিকা প্রায়, সুকোমল তব কায়,
আহা মরি লুটায় ভূতলে।
সুরভি কুসুমহার, দেবতার উপহার,
সে হার পতিত পদতলে।
দুঃখে ফাটিছে হৃদয়, প্রাণে আর নাহি সয়,
ইচ্ছা হয় তেয়াগিতে এ কলেবর॥

কৃপ। আচার্য্য! আর এখন অনর্থক শোকে কি ফল হবে? যখন দাসত্ব স্বীকার করেছি, তখনই তো ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পূণ্য সকল বিচারই জলাঞ্জলি দিয়েছি। প্রভুর আজ্ঞার প্রতিপালনই একমাত্র ধর্ম্ম হয়েছে। দাসত্বই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হয়েছে।—

দ্রোণ। ধিক্ রে দাসত্ব, তোর মত জঘন্য কার্য্য আর দ্বিতীয় নাই। তুই গৌরব নাশক—ধর্ম্মবিঘাতক,—স্বাধীন সদিচ্ছার চির-শত্রু,—নরকের সিংহদ্বার,—কাপুরুষের একমাত্র গতি,-ক্ষমতাহীনের প্রধান আশ্রয়। উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বনে জীবন ধারণও শ্রেয়ঃ, তবু ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পূণ্য সদসৎ সকল জ্ঞান পরিত্যাগ করে পশুর ন্যায় তোর শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়

কৃপ। কিন্তু একবার যে সে শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়েছে, সে তো অনন্যগতি। বিশেষ রাজসেবা প্রজা মাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য বলে শাস্ত্রে উক্ত আছে। যদি সেই কর্ত্তব্য পালন করতে গিয়ে আমরা মন্দ কার্য্য করে থাকি তাতে আমাদের দোষ কি? তা আর সে ক্ষোভেই বা কি লাভ হবে? ঐ দেখুন, পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত হচ্চেন। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। চলুন আমরা শিবিরে যাই।

দ্রোণ। ধরিত্রি! তুমি তো তমোময় আবরণে অচিরেই আপন কলঙ্ক চিহ্ন গোপন করুবে। শ্মশানের শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতি এখনই এই সুকুমার দেহ খণ্ড খণ্ড কর্‌বে,—কাল আর ইহার চিহ্নমাত্র থাক্‌বে না। কিন্তু আমার দারুন কলঙ্ক যে জন্ম জন্মান্তরেও অপনীত হবে না।

কৃপ। আচার্য্য! এমন মহাবীরের দেহ এই শবরাশির মধ্যে ফেলে রেখে যাওয়া কোন মতেই উচিত নয়।—আসুন আমরা ইহাকে পৃথক্ স্থানে রাখি।

দ্রোণ। এমন মহাপুরুষ যে অনন্ত ধামের যোগ্য; এতক্ষণ এঁর আত্মা সেই স্থান উজ্জ্বল করছে। যতদূর বৈরসাধন সম্ভব, তার তো কিছুই ত্রুটি হয় নাই। এখন এ মৃতদেহের প্রতি বাহ্যিক আদর প্রকাশ করাও যা, আর দেবমূর্ত্তিকে পদে দলিত করে, উহার আসনের পূজা করাও তা। তা আসুন্ আজ যখন আপনার অন্তরে আগুন জ্বেলে দিয়ে পরের অভি-লাষ পূর্ণ কর্‌তেই ব্রতী হয়েছি, তখন আর আপনার ক্ষোভ রাখ্‌বার প্রয়োজন কি? (শব ধারণ,)

কৃপ। আমি সদভিপ্রায়ই এই অনুরোধ করছি। (শব ধারণ)

দ্রোণ। আজ আমি সদসৎ বিবেচনা শূন্য।

(শব লইয়া প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবদূতের প্রবেশ।

রাগিণী। আশা—তাল—ঠুংরি।

শিবদূত।

জয় গঙ্গাধর হর, চন্দ্রমা শেখর,
শ্বেত কলেবর, শৃঙ্গধারি।
বিষাণ বাদক, ভীষণ নাদক
পাবক ধারক, ত্রিপুরারি॥
জয় স্বরেশ, সুরেশ, মহেশ ভূতেশ,
জগদীশ ঈশ, বিষধারি।
সম্পদ দায়ক, মঙ্গল গায়ক,
মোক্ষপ্রদায়ক, মন্মথারী॥
জয় কাশী বিশ্বেশ্বর, কৈলাশ ঈশ্বর,
অন্নপূর্ণেশ্বর, শুভকারি।
ভুজঙ্গ ভূষণ, ভস্ম বিভূষণ,
ভ্রুকুটী ভীষণ, কালবারি॥
জয় ব্রহ্ম উপাসক, গরল শোষক,
সংসার নাশক, ব্রহ্মচারি।
কৃতান্ত বারণ, ত্রিলোক তারণ,
ভক্ত জনগণ হিতকারি॥
জয় বৃষভ বাহন, ভুবন মোহন,
দম্ভকারিজন, দর্পহারি।
গুপ্ত কলেবর, ব্যাপ্ত চরাচর,
নেত্র অগোচর রূপধারি॥

জয় বিল্ব দল প্রিয়, বিশ্বপূজনীয়,
ত্রিনেত্র, অমিয় গুণধারি।
মঙ্গল নিবাস, নিত্য সুপ্রকাশ,
ত্রিতাপ তরাশ, ক্ষয়কারি॥
জয় বিশ্ব নিকেতন, বিশ্বজনমন,—
হরণকারণ, জটাধারি।
প্রভু ভগবান, শ্রীমান ঈশান,
কুরু মে কল্যাণ, অসুরারি,

বিষ্ণুদূতের প্রবেশ।

~~বিষ্ণুদূত।~~ হে দীননাথ! হে অনাথ নাথ! হে অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি! হে শ্রীধাম, শ্রীশ্যাম, সিদ্ধিকারণ! হে কৌস্তভভূষিত, বিকসিত নীলাম্বুজগঞ্জন! দুর্জ্জনসুখভঞ্জন, জনার্দ্দন, জগমনোরঞ্জন! মরণহরণ, তারণকারণ, চরণ-ধারক-কষ্ট-নিবারণ-কারণ, হে ত্রিলোকপালক! ব্রজের বালক, গোলকআলোক! চকমক-নীল-কলেবর-ধারক! হে পূজ্যকুলোদ্ভব, ভববৈভব, ভব সংসারসার, সারাৎসার!

হে প্রভো নারায়ণ, ব্রহ্মপরায়ণ,
কমলাজীবন জীবন।
নিত্য নিরঞ্জন, সত্য সনাতন,
দৈত্য দল বল নাশন॥
গোবিন্দ মাধব, শ্রীধর কেশব,
সাধক মঙ্গল ভবন।
জয় জগদীশ্বর, প্রার্থিত পামর,
কিঞ্চিৎ করুণা কারণ॥

হে আর্য্যকুলনিধি, পূজ্যজনবিধি,
বাঞ্ছিত চরণ ধারণ।
মুকুন্দ মুরারি, গর্ব্বখর্ব্বকারি,
সর্ব্বজীব শুভ কারণ॥
ত্রিলোক পালক, গোলোক তিলক,
শ্রীনন্দ হৃদয় নন্দন।
জয় জগদীশ্বর, প্রার্থিত পামর,
কিঞ্চিৎ করুণা কারণ॥
হে ইষ্ট পরাৎপর, ত্রিদশ ঈশ্বর,
নীরদ নিন্দিত বরণ।
অসুর নাশক, মোক্ষ প্রদায়ক,
শ্রীকান্ত, শমনদমন॥
ধন্য গুণধাম, ব্রহ্মময় নাম,
ধর্ম্মরূপ অবতরণ।
জয় জগদীশ্বর, প্রার্থিত পামর,
কিঞ্চিৎ করুণা কারণ॥

শিবদূত। আপনি দেখছি বিষ্ণুদূত; ভাল জিজ্ঞাসা করি, এ শ্মশানে আপনার কি প্রয়োজন?

বিষ্ণুদূত। আপনার করস্থিত এই ভয়ঙ্কর ত্রিশূল দেখে স্পষ্টই বোধ হচ্চে আপনি শিবদূত। ভাল আমিও জিজ্ঞাসা করি, আপনার এস্থলে কি প্রয়োজন?

শিবদূত। হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি যে হাঁসালে, সংহার কর্ত্তা শ্মশানবিহারি শিবের দূত আমি—আমার শ্মশানে কি প্রয়োজন? এ স্থান

তো আমাদেরই অধিকার ভুক্ত। তা সে যা হোক, এখন বল দেখি এখানে প্রয়োজনটা কি ?

বিষ্ণুদূত। আমি গোলকবিহারি, ভূভারহারি বিষ্ণুর দূত ;—আমার অগম্য কোন স্থান, অনধিকারই বা জগতে কোথায় ? তা সে যা হোক, আজ এই কুরুক্ষেত্রে ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠবীর অভিমন্যু সম্মুখ যুদ্ধ দেহত্যাগ করেছেন। আমি তাঁকে গোলকধামে নিয়ে যেতে এসেছি।

শিবদূত। এই জন্যেই বলেছিলে "আমার অনধিকার কোথায় ?" এর চেয়ে অনধিকার চর্চ্চা আর কি আছে ? সত্বগুণ অবলম্বী দেবের দূতগণ আবার তমোগুণের আদর করে, এ কথা তো এই নূতন শুন্‌লেম্

বিষ্ণুদূত। তমোগুণের আধারভূতদেবের দূত সেই ত্রিগুণাতীত ঈশ্বরের কার্য্য কি বুঝতে পার্‌বে। যিনি স্বত্বঃ, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণময়ী সৃষ্টি মানসমাত্রে উদিত করে, নিজে নির্লিপ্ত উদাসীন, সাক্ষীস্বরূপ অবস্থান করছেন, তাঁর মহিমা যদি ইতর সাধারণ সকলেই অনায়াসে বুঝতে পারতো তা হলে আর ভাবনা কি।

আকাশ বাণী।

শাপান্ত হইয়া চন্দ্র শোভিছে গগণ।
মিছে কেন দ্বন্দ তবে করিছ দুজন॥

উভয়ে। একি দৈববাণী নাকি ?

শিবদূত। হাঁ এ শব্দ অশরীরী বটে। তবে আর আমাদের বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই। চলুন্ আমরা স্ব স্ব স্থানে গমন করি।

বিষ্ণুদূত। এক্ষণে কর্ত্তব্যই তাই। (উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডব শিবির।

(যুধিষ্ঠির, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন।

যুধি। বীরকুল! বালক অভিমন্যুকে একক সমরক্ষেত্রে পরিত্যাগ করে আসা, তোমাদের সম্পূর্ণ অন্যায় কার্য্য হয়েছে। তোমাদের মধ্যে কি এমন বীর কেহই ছিল না, যে শিশুর পদচিহ্ন অনুসরণ করে? ভীম! তুমিতো ভাই ব্যূহ নাম পর্য্যন্ত লোপ কর্‌তে উদ্যত হয়েছিলে। যুদ্ধে পরাঙমুখ হওয়া দূরে থাকুক্ বিপক্ষের সমাগমে তোমার হৃদয় আনন্দভরে নৃত্য করে তুমি আর সেই প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের ধন,-অভিমন্যুকে শত্রু হস্তে বিসর্জ্জন দিয়ে এলে?

ভীম। আর্য্য! মানবের কথা কি? যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির মধ্যে যখন এমন বীর কেহই নাই যে ক্ষণ মাত্রও আমার এই ভীষণ গদার সম্মুখে স্থির থাক্‌তে পারে তখন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ যে কোন্ বলে আমার গতি প্রতিরোধ কর্‌তে পার্‌লে আমিও মুহূর্ত্তকাল স্থিরচিত্তে তাহা চিন্তা করেছিলাম। পরে যখন সহসা দেখ্‌তে পেলাম যে ভগবান আশুতোষ স্তবে তুষ্ট হয়ে সমরক্ষেত্রে তার সহায় হয়েছেন তখন তার বিপক্ষে নয়, ত্রিলোকনাথের বিপক্ষেই যুদ্ধ করা হচ্ছে, এই জেনেই ক্ষান্ত হয়েছি। পক্ষীর পালক যে উর্দ্ধে উঠে, পর্ব্বতকে লঙ্ঘন করে,

সে কি তার নিজের ক্ষমতায়, না পবনের সাহায্যে। যা হোক, আপনার চিন্তার কারণ নাই। আমি স্বদয়নন্দন অভিমন্যুর আজ যে বীরত্ব দেখে এসেছি তাতে আশঙ্কা পরিত্যাগ করে আমাদের আহ্লাদ করাই উচিত।

যুধি। ভাই সমস্তই শুনলেম, বুঝলেম ও বটে; কিন্তু মনে যে কেমন কেমন বোধ হচ্চে। একে বালক, শত্রু সৈন্য মধ্যে তাতে আবার একক।

ধৃষ্ট। মহারাজ! একা সুমেরু সমুদ্রমন্থনে সক্ষম হয়েছিল; আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র অর্জ্জুনের আত্মজ কি একা কৌরব দলনে অক্ষম। চতুর্দ্দিক তুলারাশিতে আচ্ছাদিত থাকলে কি অগ্নিকণা আপন তেজে নির্গত হতে পাবে না?

(সুভদ্রার প্রবেশ)

সুভদ্রা। (যুধিষ্টিরের চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) মহারাজ! কি কল্লেন!—ধর্ম্মরাজ কি কল্লেন!—হায়! হায়! হায়! প্রাণ যে ফেটে যায় গো।

(সকলে সসব্যস্তে একি! একি! ব্যাপার কি!)

যুধি। একি বৎসে! তুমি এমন স্থলে, এমন বেশে কেন? কি বিপদ উপস্থিত? বল, বল, শীঘ্র বল, কি হয়েছে, আমি এখনই তার প্রতীকার করি।

সুভদ্রা। এক বৎসাগাভী বৎসহারা হয়েছে;—দুঃখিনী পক্ষিনী শাবক হারা হয়েছে;—ফণিনী মস্তকের মণি হারা হয়েছে;—পৌর্ণমাশীনিশী শশি হারা হয়েছে।

যুধি। তুমি যে দেখ্‌ছি জ্ঞানহীনা হয়েছ, ব'ল, স্থির হয়ে ব'ল কি উৎবেগ তোমাকে উৎকণ্ঠিত করেছে। তোমার সকল

শোক সন্তপ্ত অসম্বদ্ধ কথাতে তো আমি কিছুই নিশ্চয় কর্‌তে পার্‌ছি না। কোন কুঘটনা তো ঘটে নাই ?

সুভদ্রা। কই আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের ধন অঞ্চলের নিধি অভিমন্যু কই। অভিমন্যু বাপ্‌! তোর চাঁদমুখ কি আর দেখ্‌তে পাবনা ধন।

যুধি। কেন ? অভিমন্যুর কোন অমঙ্গল সংবাদ তো শুনি নাই। কোন বিপদ ঘট্‌লে দূতগণ আমাকে অবিলম্বেই সংবাদ দিত। স্থির হও, দুঃখের প্রকৃত কারণ অবিদ্যমানে খেদ করা অবোধের কার্য্য।

সুভ। পাণ্ডবনাথ! আমার হৃদয় যে ফেটে যাচ্চে; প্রাণ যে অস্থির হচ্চে, মন যে কিছুতেই প্রবোধ মান্‌চে না।

(ভগ্নদূতের প্রবেশ)

ভগ্ন। (সরোদনে) ম-হা-রা-জ

যুধি। একি দূত! তুমি এত কাতর হচ্চো কেন ? রণক্ষেত্রের সংবাদ কি ?

দূত। (সরোদনে) মহারাজ (আর আমাকে দূত বলে সম্বোধন কর্‌বেন্‌ না। এ নরাধম আর এখন দূত নামের যোগ্য নয়। মহারাজ! আজ আমি ভগ্নদূত!—ভগ্নদূত!—কি কলঙ্কপূর্ণ বাক্য, এর্‌ চেয়ে অপবাদ কিআর ক্ষত্রিয়ের হতে পারে। মহারাজ! আমি চল্‌লেম —চল্‌লেম। সে সর্ব্বনেশে কথা কখনই বল্‌তে পার্‌বনা। এ পাপমুখে তো নির্গত হবে না। মহারাজ আমি চললেম। গহন কাননে, হিংস্রজন্তুর গ্রাসে, অথবা গভীর সাগরে বারিরাশির মধ্যে এ পাপ দেহ বিসর্জ্জন করিগে।

যুধি। হা বিধাতঃ! (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

ধৃষ্ট। কি দূত? তুই প্রলাপ কচ্ছিস্ না কি। বীরচূড়ামণি অভিমন্যু কি রণে পরাস্ত হয়েছেন?

দূত। পরাস্ত? পরাস্ত হওয়া কাকে বলে পাণ্ডব শিবিরে কেহ কখন জানে না।

সুভ। তবে কি আমার অভিমন্যু আজ রণে জয়ী হয়েছেন্। দূত! তুমি তাকে কোথায় রেখে এলে? কেন তুমি তাকেসঙ্গে করে আন্‌লে না। হায়! হায়! মায়ের প্রাণ যে সন্তানের জন্য কত কাতর হয় তুমি তা কিরূপে জানবে?

দূত। দেবি। আজকার অদ্ভুত রণে বীরশ্রেষ্ঠ অভিমন্যুই যথার্থ জয়ী। সাতজন রথীকে যে সাতবার পরাস্ত করতে পারে তার চেয়ে রণজয়ী কে? (সখেদে) কিন্তু হায়! তার জয় যে তার সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেছে। এ নিষ্ঠুর নরাধমদের যে তিনি চিরকালের জন্য কলঙ্ক সাগরে ভাসিয়ে গেছেন্। উঃ এ সর্ব্বনাশের পর ও আমি বেঁচেআছি। (বক্ষে করাঘাত) রে পাষাণহৃদয় কেন তুই বিদীর্ণ হলিনা, রে পাষাণ প্রাণ কেন তুই দেহ পরিত্যাগ কর্‌লিনা। কেন শত্রুশরানলে দগ্ধ হয়ে বীরশ্রেষ্ঠ অভিমন্যুর সঙ্গে সমরক্ষেত্রে শয়ন কর্‌লিনা।

সুভ। হা বিধাতঃ (পতিতা ও মূর্চ্ছিতা) (সকলে সসব্যস্তে) হায়! হায়! কি হলো;— একিহলো কি শুন্‌লেম্, কি শুন্‌লেম।

ভীম। দূত তুমি শীঘ্র যাও; একজন পরিচারিকাকে ডেকে আন।

(দূত নিঃক্রান্ত)

(সখির প্রবেশ)

সখি। একি দেবি! রাজসভায়! মূর্চ্ছা গেছেন না কি?

যুধি। দেখ দেখ শীঘ্র দেখ, শুশ্রূষা কর। হায় হায় কি সর্ব্বনাশ হলো। কি সর্ব্বনাশ হলো। এযে সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ। বজ্রাঘাতেরউপর বজ্রাঘাত। হে বিধাত! একি! একমাত্র বংশধর পুত্রকে অকালে কাল গ্রাসে পতিত করে কি আপনার তৃপ্তি হলো না—তাই তার অভাগিনী জননীকে ও ধরাশায়ী কল্লেন। এক আঘাতেই ফল ও বৃক্ষ উভয়ই নিপতিত কল্লেন।

সখি। মহারাজ! ভয় নাই ভয় নাই; দেবি মূর্চ্ছা গেচেনমাত্র এখনি আবার চৈতন্য লাভ কর্‌বেন।

যুধি। এ চৈতন্য লাভ করা অপেক্ষা ঘোর অচৈতন্য চির দিন থাকাই ভাল। বৎসে! তোমার অচৈতন্যে আমার হিংসা হচ্ছে। উঃ আমার হৃদয় কি পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন, যে এ নিদারুন শেলের আঘাতেও শতধা বিদীর্ণ হলোনা। হায়। হায়। অর্জ্জুন যখন এসে জিজ্ঞাসা করবে "আর্য্য আমার অভিমন্যু কোথা?" আমি তাকে কি উত্তর দিব। আমি কি করে তাকে বল্‌বো যে এনৃশংস নির্দ্দয় অপরিনামদর্শীর আজ্ঞা পালন করতে আমাদের বংশধর কুলগৌরব এক মাত্র পুত্র কিশোর বয়সে কালসদনে গমন করেছে। আর এই পলিতকেশ এখন ও অক্ষত শরীরে ধরাকে কলঙ্কিত কর্‌চ্ছে। আমাদের লোল-মাংসের এক বিন্দু রক্তও নির্গত হয়নাই আর হৃদয়ের ধন কুলের মানিক শোণিতাক্ত হয়ে শ্মশানের ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। হায়! হায়!

ললিত।—তালআড়াঠেকা।

আজি কি উদয়াচলে, সহসা শশী ডুবিল।
সমুজ্জ্বল কুল প্রভা কেবা আজি নিভাইল॥
সুধাকর করে যেন, স্নিগ্ধ ছিল জগজ্জন;
আশুঅস্তমিত হয়ে চির আঁধারে ব্যাপিল।
অস্থির অদৃষ্ট যথা, কেন পাঠালেম তথা,
স্ব দোষে মরম ব্যথা, হৃদে উপজিল;
কোথা অভিমন্যু ধন, কোথা কুলের ভূষণ।
তোমা বিনে দশদিশ, হাহা, রবে পূরিল॥

হে বিধাত কোন্ধর্ম্মে—কোন্ দোষে এমন কিশোর বয়সে অভিমন্যুর জীবন হরণ করলে, পূর্ণিমার চন্দ্রকে চির রাহুর গ্রাসে পাঠালে। অথবা দৈবেরই বা দোষ কি? আমি যদি উন্মত্তের ন্যায় এ কঠোর আজ্ঞা না দিতাম তাহলে তো এমন সুকুমার শিশুহত্যা ঘট্‌তো না, এই ধরাশায়ী অভাগিনী এক মাত্র পুত্র-ধনে বঞ্চিত হতো না, আমাদের কুলগৌরব লুপ্তহতো না। হায়! হায়! লোকে না আমাকে ধর্ম্মরাজ বলে, আমি কোন্ ধর্ম্মে এমন নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্‌লাম। কেন এমন কলঙ্ককূপে ঝাঁপ দিলাম; কেন এমন ঘোর পাপ পঙ্কে মগ্নহলেম। একলঙ্কভার বহন করে, এ সর্ব্বনাশ সহ্য করে, আমার যুদ্ধে জয় হলেই বা আর কি ফল হবে। রে নৃশংস, নির্দ্দয়, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, তুই মানুষের ধর্ম্ম নহিস। তুই ধর্ম্মহীন নিষ্ঠুর চণ্ডালের ধর্ম্ম। তোকে ধিক; যে পাপাত্মারা

তোকে আশ্রয় করে তাদের ও ধিক্ এ পাপময় লোভপূর্ণ সংসারকেও ধিক্।

(শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

যুধি। ভাইরে সর্ব্বনাশ ঘটেছে!

অর্জ্জুন। একি দেবি সুভদ্রে—সভাস্থলে—স্পন্দহীনা যে?

সখি। মূর্চ্ছিতা।

অর্জ্জুন। মূর্চ্ছিতা, মূর্চ্ছিতা কেন?— (কৃষ্ণের প্রতি) সখা! এই জন্যই আমার মন এতক্ষণ এত ব্যাকুল হচ্ছিলো।

কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) হাঁ যার জন্য অস্থির হয়েছে, তার বিন্দু বিসর্গও এখন জান্তে পার নাই।

সুভদ্রা। বা—প—রে—? উঃ একি স্বপ্ন, না বাস্তবিক সত্য না—না—না— এ স্বপ্ন—এ স্বপ্ন— এও কি সত্য হতে পারে;

অর্জ্জুন। কি সর্ব্বনাশ! উন্মাদিনী নাকি?

যুধি। (স্বগতঃ) বিচিত্র নয়।

সুভদ্রা। (চক্ষু মুছিতে মুছিতে) গোবিন্দ! গোবিন্দ মধুসূদন! না—না— এতো স্বপ্ন নয় (উত্থান করিতে করিতে) এইতো সেই সভাস্থল।

অর্জ্জুন। প্রিয়ে! সুস্থিরা হও—তুমি উন্মত্তা হলে নাকি?

সুভদ্রা। (অর্জ্জুনের চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) নাথ! হৃদয়েশ্বর! কই, আমার অভিমন্যু কোথায়—আমার প্রাণের প্রাণ—হৃদয়ের রতন—জীবনের সম্বল কোথা—কই; কই—আমার অভিমন্যু কই? নাথ! শীঘ্র বল নাথ—তুমি তাকে কোথায় রেখে এলে বল। বিধাতা এই অভাগিনীকে যে এক মাত্র রতন দিয়েছিলেন, অনেক যত্নে, অনেক কষ্টে,

তাকে পালন করে, আপনার কাছে সমর্পণ করেছিলাম।
নাথ! আপনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই ত্রিভুবন বিজয়ী;
আপনার তুল্য যোদ্ধা আর কে আছে? আপনার হাত থেকে
সে রত্ন অপহরণ করে কার সাধ্য! বলুন এই অভাগিনীর
সেই এক মাত্র রতন এখন কোথায় রেখেছেন? আমার—
আপনার অভিমন্যু এখন কোথায়? হায়! হায়! হায়!

(মৃদু ক্রন্দন ও শিরে করাঘাত)

অর্জ্জুন। মহারাজ! অভিমন্যু কি কোন বিপদে পড়েছে? কই তাকে
যে আজ সভাস্থলে দেখ্‌ছিনা—আর আপনারাই—বা সভাসুদ্ধ
এত বিষণ্ণ কেন?

যুধি। ভাইরে! সে কথা আর আমি কেমন করে বলবো?

ধৃষ্ট। কেন মহারাজ! বীরের গৌরব ঘোষণায় ক্ষত্রিয়রাজ কুণ্ঠিত
কেন? (অর্জ্জুনের প্রতি) বীর শ্রেষ্ঠ! মহারথ অভি-
মন্যু আজ কুরুক্ষেত্রে সম্মুখ যুদ্ধে বীর শয্যায় শয়ন
করেছেন।

ভীম। (সক্রোধে) সম্মুখ যুদ্ধে—অন্যায় যুদ্ধে আর যুদ্ধই বা কাকে
বলি, দস্যুতে, চণ্ডালে, যে কাজ করতে লজ্জা পায়,
তাকে যুদ্ধ বলে না।

অর্জ্জুন। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে যুধিষ্ঠির প্রতি) মহারাজ একি কথা!
এঁযে আমার কোন মতেই প্রত্যয় হচ্চে না। বালক অভিমন্যু
রণক্ষেত্রে ,প্রাণ ত্যাগ করেছে—আর আমার— অজেয় ভ্রাতা
ভীমসেন;—ধর্ম্মরাজ—যুধিষ্ঠির বীরশ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণ, সকলেই
নির্ব্বিঘ্নে শিবিরে উপবিষ্ট রয়েছেন। আপনার এই অসংখ্য
সেনার মধ্যে একটিও সৈনিক স্থানভ্রষ্ট দেখ্‌চি না। আর

একা শিশু অভিমন্যু,—রণক্ষেত্রে, বীরশয্যায়! মহারাজ! এ কি কথা!

যুধি। ভাইরে! সে কথা আর কি বলবো। আজ দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ রচনা করে আমাকে বন্দী কর্‌বেন বলে প্রতিজ্ঞা করে-ছিলেন। অভিমন্যু ভিন্ন আর এ শিবিরে এমন বীর কেহই ছিল না যে সে ব্যূহ ভেদ করে আসন্ন বিপদ হতে রক্ষা করে। আমারই নিয়োগে, বাছা সেই ভয়ঙ্কর চক্রব্যূহ ভেদ করেছিল।

অর্জ্জুন। একক?

ভীম। ভাইরে তীক্ষ্ণধার, সূক্ষ্ম সূচির ন্যায় কুলমাণিক সেই অভেদ্য ব্যূহ অনায়াসে ভেদ করে প্রবেশ করেছিলো। আমরা অনেক চেষ্টা করেও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে ব্যূহদ্বার হতে অন্তর করতে পারলেম না।

অর্জ্জুন। জয়দ্রথ!—মহাবীর ভীমসেনের গদা প্রতিরোধ কল্যে?

ধৃষ্টদ্যুম্ন। শতধা খণ্ড খণ্ড কল্যে।

অর্জ্জুন। কি চমৎকার! এ সভা কি উন্মত্ততায় পূর্ণ!

কৃষ্ণ। সখা! কাম্যবনে ভীমসেনের নিকট অপমানীত হয়ে জয়দ্রথ মহাযোগে যোগীশ্বরকে তুষ্ট করে বর লাভ করেছে। সেই বর প্রভাবে সে তোমা ভিন্ন আর চারি ভ্রাতারই অজেয় হয়েছে।

ভীম। নইলে সাধ্য কার যে আমার গতিরোধ করে? সাত জন রথি বেষ্টন করে অসহায় শিশুকে নিধন করেছে। এ দুঃখ কি সহ্য হয়? এ ক্রোধ কি সংবরণ করা যায়। আমি যাই মহারাজ। দেখি এই অগণ্য সৈন্য মধ্যে কোন২ মহাবীর আমার সঙ্গে অকাতরে মৃত্যুমুখে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হয়।

(নিষ্ক্রান্ত)।

অর্জ্জুন। (দীর্ঘ নিশ্বাস ও শিরে করাঘাত) হায়! হায়! হায়! হে বিধাতঃ তোমার মনে কি এই ছিল। জগদীশ! কি পাপে এ দারুন শেল আমার বক্ষে আঘাত কল্লে? এমন বিষাক্ত শঙ্কু চিরদিনের জন্য আমার হৃদয়ে রোপণ করলে? হে ভগবান হুতাশন! তোমার জন্য আমি সমগ্র খাণ্ডব বন দহন করেছিলাম তাতেও কি তোমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় নাই? তাই বুঝি সকৃতজ্ঞ চিত্তে আজ আমার হৃদয় উপবনে আগুন জ্বেলে দিলে; আমার হৃদয়ের একমাত্র আশালতা অকস্মাৎ দগ্ধ করলে। হায়! হায়! এ অগ্নি যে কখন নির্ব্বাণ হবে না; রাবনের চিতার ন্যায় যে এ চিত্ত চির দিন শোকানলে দগ্ধ হবে।

হে ত্রিদিবেশ্বর! আমি তোমার নিমিত্ত নিবাত কবচাদি দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণকে বিনাশ কোরেছি। তাদের কাছে রুদ্ধগতি হয়ে কি তোমার অমোঘ অস্ত্র আমার হৃদয়ে আঘাত কর্‌লে। আমার চিরদিনের আশা—জীবনের সম্বল—হৃদয়ের সারধন-অভিমন্যু ধনকে নিধন কর্‌লে। কিন্তু বজ্রধারী! তোমার মানস সম্পূর্ণ সফল হলো কৈ! এই দেখ, এই বজ্রসার হৃদয় তোমার বজ্রের আঘাতেও চূর্ণ হয় নাই। অনিল! তুমি মৃদুমন্দ হিল্লোলে, উল্লাসভরে নৈশগগণে ক্রীড়া করচো। আমার অভিমন্যুর প্রাণবায়ু অপহরণ কোরে বুঝি আজ তোমার আনন্দ এত বৃদ্ধি পেয়েছে। (অকস্মাৎ উত্থান) থাক, থাক, আর কিছুক্ষণ থাক। কাল এই ভয়ঙ্কর গাণ্ডীবে শরজাল বিস্তার করে তোমার পথ রুদ্ধ কোরবো। সদাগতি নাম তোমার বিলুপ্ত হবে!

(ক্ষণেক নিস্তব্ধের পর) ওঃ! আমি কি উন্মত্ত হলেম

দেবগণের দোষ কি? তাঁরাত চিরকালই জগতের উপকার করে থাকেন। এ দোষ তাদের নয়; এ দোষ আমারই কপালের দোষ। বলতে কি বীরগণ, এ দোষ তোমাদের। তোমরা কেননা সেই ব্যুহের সম্মুখে এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিসর্জ্জন করলে। সম্মুখ সমরে ভঙ্গ দিয়ে এই ক্ষণস্থায়ী জীবন রক্ষা করে যে, সে কি ক্ষত্রিয় নামের যোগ্য। ইহকালেও তার কলঙ্কের শেষ থাকে না। পরকালে রৌরবও তাকে স্থান দিতে লজ্জিত হবে। হায়! হায়! যখন সংসপ্তক রণে গমন করি তখন যদি স্বপ্নেও জানতেম, যে এমন ভীরু রণত্যাগী কাপুরুষগণের হস্তে আমার জীবন সর্ব্বস্ব, প্রাণের প্রাণ, স্নেহের প্রতিমা অকালে বিনষ্ট হবে, তাহলে সম্মোহন বাণে কৌরবগণকে মোহিত কোরে, যুদ্ধে গমন করতাম। অথবা প্রমত্ত মাতঙ্গ যেমন অবাধে কণ্টককুঞ্জ বিচ্ছিন্ন করে, তড়াগে নলিনী দল দলন করতে অবগাহন করে, আমিও সেইরূপে এই ভয়ঙ্কর গাণ্ডীবে সুতীক্ষ্ণ শরজাল বিস্তার করে অরাতিগণের চক্রব্যুহ খণ্ড খণ্ড করে, পরে সংসপ্তক কুল নির্ম্মুল করতেম। কিন্তু, হায়! এখন কি করি। কি করে এ দগ্ধজীবনের দারুন যাতনা সহ্য করি। হায়! হায়! রণস্থল হতে ফিরে আসবার সময়ে যে ইন্দ্রোপম আত্মজ অকলঙ্ক শশাঙ্কের ন্যায় সুস্মিত বদনে আমার প্রত্যুদগমন করতো, আজ তার সেই মোহন মুর্ত্তি এখন কোথায়? সুবর্ণময় পর্য্যাঙ্কে দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় যার কোমলকলেবর শান্তিলাভ করতো না, আজ ভূতলগত চন্দ্রের ন্যায় সেই মনোহরদেহ শ্মশানের ধুলায় লুণ্ঠিত হচ্ছে। শত শত বন্দীগণ সুসঙ্গীতে যার নিদ্রাভঙ্গ করতো

আজ শ্মশানবাসী শৃগাল কুক্কুরগণ বিকট চিৎকারে, প্রেতগণ ভৈরব রবে, তার চিরনিদ্রা ভঙ্গ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে। হায়! কত শত কুলকামিনীগণ যার অমলবদন নিরীক্ষণ করতে প্রার্থনা কর্‌তো—আজ অসংখ্য শবরাশীর ভয়ঙ্কর স্তূপে তাহা লুক্কায়িত রয়েছে। হায়! হায়! স্ফুটোন্মুখ কমলের ন্যায় তার মনোহর শৈশববদন এখন শমনের আঁধার ভবন উজ্জ্বল করছে। ওঃ যার বদনকমল অবলোকন করলে পাষণ্ডের অন্তরে ও বিমল আনন্দের উদ্ভব হয়, নৃশংস নরাধমগণ কেমন করে সেই সুকুমার শিশুকে নিধন কর্‌লে।

ধৃষ্ট। শিশু কে? বীরকুলকেশরী অভিমন্যু আজ যে বীরত্ব দেখিয়ে গেছেন, জগতে তার তুলনা মেলেনা। সাতজন রথীকে সাত সাত বার পরাস্ত করে অস্ত্রাঘাতে অচেতন হয়ে জীবনহারায়েছেন।

সুভদ্রা। হায়! হায়! অভিমন্যু রে বাপ্! এই জন্যই কি তুমি ভুবনবিজয়ী পাণ্ডুকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলে; এই রূপে পরিণাম হবে বলেই কি বিধাতা তোমাকে তেমন অতুল সৌন্দর্য্যে ভূষিত করেছিলেন। বৎস! তোমার চাঁদমুখ দেখ্‌তে না পেয়ে যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। দেহগ্রন্থি শিথিল হোচ্চে; সমস্ত জগৎ যে অন্ধকার দেখ্‌চি। হায়! হায়! কি করি! কি করি! কোথা যাই! কোথায় যাই! কোথায়গেলে এ দারুন জ্বালা হতে নিস্তার পাই।

কৃষ্ণ। ভগ্নি তুমি ইতরা কামিনীর ন্যায় কেন এমন অনর্থক দুঃখ করছো।

সুভদ্রা। হে বিপদভঞ্জন। হে মধুসূদন। যে সৌভাগ্যবতীকে

আপনি ভগ্নী বলে সম্বোধন করেন, তার আবার বিপদ কি ? অনর্থক দুঃখ কেন ? অথবা অনর্থকই বটে। হে দীনবন্ধু! আপনার ভাগিনেয় কি অকালে কালের কবলে পতিত থাকবে ? হে কালভয়নিবারণ! তা কখনই হবে না।

(কৃষ্ণের পদতলে পড়িয়া)

দাদা। দাদা। চলুন্ চলুন্, আপনার এই অভয়দাতা, বিপদ্ ত্রাতা পদযুগল আমি কখনই ছাড়বো না। চলুন্ যে পবিত্র পদের ঘর্ম্মবারিতে সর্ব্বপাপনাশিনী, জগৎ উদ্ধারিণী ভাগিরথীর জন্ম হয়েছে; যার ধুলি স্পর্শে পাষাণও দিব্যদেহ প্রাপ্ত হয়েছে; সেই মৃতসঞ্জিবনী ঔষধ যখন আমি হাতে পেয়েছি তখন ইহা কখনই ত্যাগ কর্‌বো না। দাদা। চলুন, সেই শ্মশানে—শ্মশান—শ্মশান— উঃ কি ভয়ানক বাক্য; কি ভীষণ স্থান! আমার প্রাণের অভিমন্যুর, আপনার স্নেহের ভাগিনেয়ের সে উপযুক্ত স্থান নয়। ওঃ! হঃ! হঃ। হে অন্তর্যামী! হে ভক্তজনমানস পুর্ণকারি। এ জগতে তো আপনার অবিদিত কিছুই নাই; তোমার ভক্তের ত একটি মানস ও তুমি অপুর্ণ রাখনা। আমার হৃদয়ের ধন, তোমার একান্ত ভক্ত — জীবন সংশয়ে পড়ে নিশ্চয়ই তোমার নামকরে রোদন করেছে। ভগবান! তুমি তা জানতে পেরেও আসন্ন বিপদ হতে তাকে রক্ষা না করে, কি বলে আগমন করলে ? হে দিনবন্ধু! আর বিলম্ব করবেন না। আর এ নিদারুন ব্যথা সহ্য হয় না। আমাকে অভয় দিন।

কৃষ্ণ। ভগিনি! তুমি কি উন্মত্তা হলে ? আর সখা ধনঞ্জয়! মহারাজ পাণ্ডবনাথ! আপনারা ও অভিমন্যুর শোকে স্ত্রীলো-

কের অধিক মুগ্ধ হলেন দেখ্‌তে পাই। সমগ্র ক্ষত্রিয়বর্গের আদর্শস্বরূপ হয়ে আপনারাই যদি রণস্থলে ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম বিস্মৃত হলেন, তবে কে তাহা প্রতিপালন কর্‌বে? সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম কি আছে? বীরাগ্রগণ্য অভিমন্যু আজ সেই অক্ষয় ধর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপেই প্রতিপালন করেছেন। সাতজন মহারথিকে সাত বার পরাস্ত করে আর অগণ্য শত্রুসৈন্যকে সংহার করে মহারথী অভিমন্যু প্রাণত্যাগ করেছে। ভয় তাহার হৃদয়কে স্পর্শ ও করতে পারে নাই। বিদ্যুল্লতা যেমন ঘনাবলির বক্ষ বিদীর্ণ করে অদৃশ্য হয়, আজ অভিমন্যু ও সেইরূপ শত্রুব্যূহ খণ্ড খণ্ড করে ভীষণ সমরাঙ্গনে বিলীন হয়েছে। এরূপ বীরশ্রেষ্ঠ সন্তানের অদ্ভুত কার্য্য স্মরণ করে কি ক্ষত্রিয়হৃদয় দুঃখে কাতর হয়, না উল্লাসভরে নৃত্যকরে। অভিমন্যুর এই অপূর্ব্বকীর্ত্তি অনন্তকাল পাণ্ডবদিগের,—শুদ্ধ পাণ্ডবগণের কেন? সমস্ত আর্য্যজাতির গৌরবস্বরূপ দেদীপ্যমান থাকিবে। আর্য্য বালকের অদ্ভুতকার্য্য বৃদ্ধগণ সগৌরবে কীর্ত্তন কর্‌বেন। অতএব তোমরা আর শোকের অবিষয়ীভূত বিষয়ে বৃথা শোক প্রকাশ করিও না। তত্বদর্শী জ্ঞানীগণ মৃত কিংবা জীবিত কাহারও নিমিত্ত অনুশোচনা করেন না। শোক শোকান্তরকে উপস্থিত করে। উহার শেষ নাই। ফলে, উহা কেবল শরীরকে নিপীড়িত ও মনকে কর্ত্তব্য হতে বিয়োজিত করে। যাহার জন্য শোক কর, সহস্রবৎসর অশ্রুজল বিসর্জ্জন কর্‌লেও আর সে ফিরে আসে না।

অর্জ্জুন। সখা! সমস্তই তো অবগত আছি; কিন্তু কিছুতেই যে মন প্রবোধ মানচে না। আমি নিবাত কবচাদি দুর্দ্দান্ত দানব-

গণের নিশিত শরনিকর ও অকাতরে সহ্য করেছি; কিন্তু এই নিদারুণ পুত্রশোকশর যে আমায় জর্জ্জরীভূত কর্‌ছে। আহা! অভিমন্যু! আমার প্রাণের অভিমন্যুর নাম কি আর উচ্চারণ করতে হবেনা। তার সে চন্দ্রবদন কি আর দেখতে পাবনা?

কৃষ্ণ। সখা সত্য বটে, দেহীর পক্ষে পুত্রশোক অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা আর কিছুই নাই। কিন্তু যে আত্মারাম পুরুষ মায়া-বন্ধন ছেদন্‌ কর্‌তে পেরেছে, তাঁহার হৃদয়ে পুত্রের বিনাশ জনিত দুঃখ আর সামান্য লোষ্ট্রের অভাব উভয়ই সমতুল্য বোধ হয়। তুমি জ্ঞানীগণের অগ্রগণ্য।—যোগাদি নিগূঢ় ধর্ম্ম-শাস্ত্র আমার মুখে সমস্তই শ্রবণ করেছ। তুমি কি জাননা যে দেহীগণের দেহ যেমন কৌমার, যৌবন, জরা প্রভৃতি অবস্থা-ন্তর প্রাপ্ত হয়, জীবাত্মাও সেইরূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ঘটের সহিত আকাশের যে সম্বন্ধ, দেহের সহিত জীবাত্মার ও সেই রূপ সংযোগ বইত নয়। এই ক্ষণ-স্থায়ী দেহ ত অনিত্য অসার পদার্থ; কিন্তু শরীর মধ্যস্থ জীবাত্মা নিত্য অবিনাশী ও অপ্রমেয়। জীবাত্মাকে কেহই বিনাশ করতে পারে না। ইহার জন্ম নাই; মৃত্যুও হয় না; ইনি বারম্বার উৎপন্ন বা উৎসন্ন হন না। ইনি অজ, নিত্য ও পুরাণ। দেহের বিনাশে ইহার বিনাশ হয় না। লোকে যেমন জীর্ণবসন ত্যাগ করে নূতন বস্ত্র ধারণ করে; জীবাত্মা ও সেইরূপ পুরাতন দেহ বিসর্জ্জন করে দেহান্তর আশ্রয় করে। অস্ত্র ইহাকে বিচ্ছিন্ন কর্‌তে পারে না; অগ্নি দগ্ধ কর্‌তে পারে না ও উত্তাপ ও শুষ্ক করতে সক্ষম নয়। ইনি ইন্দ্রি য়ের অগোচর, অচিন্ত্য ও বিকার রহিত। অতএব তুমি

জীবাত্মার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হয়ে মৃতপুত্রের জন্য অনুশোচনা ত্যাগ কর।

ধু। দেবি! ক্ষত্রিয়রমণী যে জন্য পুত্র কামনা করে আপনার অভিমন্যু তা সম্পূর্ণরূপেই সফল করেছেন। আপনি তার জন্য শোক পরিত্যাগ করে বরং আনন্দ করুন। সমস্ত জগৎ-বিলুপ্ত হবে, তথাপি অভিমন্যুর অক্ষয় যশোরাশি বিলীন হবে না।

সুভদ্রা। (সক্রোধে) আর যত দিন জগতে একমাত্র প্রাণী থাক্‌বে, তত দিন কি আমার পুত্রনিহন্তা, অন্যায়যোদ্ধা ক্ষত্রিয়াধমগণের কলঙ্ক বিলুপ্ত হবে। কি আশ্চর্য্য! নাথ! ত্রিভুবনে অতুল বিক্রম বলে না ভগবান্ ব্রহ্মা তোমাকে পবিত্র গাণ্ডীব অর্পণ করেছিলেন? তোমার বংশধর, কুল-গৌরব পুত্র অন্যায় সমরে কাপুরুষের হাতে প্রাণ হারালে, আর তুমি জড়ের ন্যায়,—নিরপেক্ষের মত, এখনও স্থির হয়ে বসে আছো! ছি, ছি, ছি, এ পবিত্র গাণ্ডীব তোমার উপ-যুক্ত নয়; এ রণবেশ আর তোমার শোভা পায় না। ও অক্ষয় তূণ এখন শুষ্ক তৃণ পূর্ণ বলে বোধ হচ্ছে; লোকালয় আর তোমার উপযুক্ত স্থান নয়। চল, জনসমাজ পরিত্যাগ করে জনশূন্য অরণ্যে প্রবেশ করি। আর যদি ক্ষমতা থাকে, যদি এই ভয়ঙ্কর গাণ্ডীবের জ্যা আকর্ষণ করবার বল তোমার বাহুতে এখনও প্রবাহিত হয়; যদি এই শুষ্ক দেহে, এই ক্ষত বিক্ষত শরীরে সেই অভূতপূর্ব্ব ক্ষমতার এক কণাও অবশিষ্ট থাকে, যাহা জ্বলন্ত অনলের ন্যায় সমস্ত যাদবকুলের তেজও নিস্তেজ করে আমাকে অনায়াসে উদ্ধার করেছিল; যদি তুমি সেই ধনঞ্জয় হও; তবে ওঠ, আর বিলম্ব করো না। প্রত্যেক

মুহূর্ত্ত তোমার কলঙ্ক ঘোষণা কর্‌ছে, তোমার চিরার্জ্জিত যশোরাশি বিলুপ্ত হয়। আর বিলম্ব করো না। যাও নাথ! এখনি যাও। আমার পুত্র হন্তা পামরের শিরোরক্ত আনয়ন কর। আমি সেই পবিত্র শোণিতে মৃত পুত্রের তর্পণ কর্‌বো। দেখি এ পোড়া হৃদয়ের দারুন্ জ্বালা তাতে নির্ব্বাণ হয় কি না।

অর্জ্জুন। দেবি! কেন আর জ্বলন্ত আগুণে আহুতি প্রদান কর্‌ছো। কেন আর কাল সর্পের বিষে গরল যোগ কর্‌ছো। কেশরীকে কি কেশরাকর্ষণ করে উত্তেজিত কর্‌তে হয়, না গিরি-শিখরভেদী বজ্রের অগ্নিতে অন্য অগ্নি যোগ করবার আবশ্যক করে।

(যুধিষ্ঠিরের প্রতি)

মহারাজ! চির দিন প্রাণপণে আপনার আদেশ পালন করেছি। একদিনের জন্য আমার অভিলাষ অনুযায়ী কার্য্য কর্‌তে দিন। এক দিন, আর না এক দিন—এক দিন—আমার এক দিনের কার্য্য দেখুন।

সুভদ্রার প্রতি।

[illegible] তেজোরাশি এক দিনে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের বীরগণকে অনায়াসে নিরস্ত্র করে, গাণ্ডীবমাত্র সহায়ে খাণ্ডব দাহন করেছিলো; যে অক্ষয়বীর্য্য, এক দিনে দানবদল দলন করে দেবরাজকেও অভয় দান করেছিলো; কাল দেখ্‌বে, সেই অদ্ভুত তেজোরাশি এক দিনে জগৎ বিলুপ্ত কর্‌বে। দেবি! কাল্ আমি পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগ কর্‌বো! কাল আমার প্রদীপ্ত কোপানলে সেই পুত্রহন্তা পামরগণকে পতঙ্গের মত ভস্মীভূত কর্‌বো। সেই প্রলয়

অগ্নিতে সমস্ত দহন করে আপনারা ও ভস্ম হবো। এ দারুন এ প্রাণান্তকর জ্বালা হতে নিস্তার পাবো।

যুধি। ভাই। ভুবনে তোমার অসাধ্য কি আছে। তুমি মনে করলে কি না করতে পারো। ভগবান্ পশুপতি দ্বন্দ যুদ্ধে প্রসন্ন হয়ে যখন তোমাকে নিজের পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেছেন, তখন তো তুমি এই মুহূর্ত্তেই প্রলয় উৎপাদন করতে পারো। কর না, এই তোমার মহত্ব। মহৎ ব্যক্তির ধীরত্বই তো পূজনীয়।

অর্জ্জুন। তা বলে কি আমি এই দারুন অনিষ্ট বিস্মৃত হবো। পুত্রহন্তা পামরগণকে উচিত শাস্তি দিব না? সেই অন্যায় যোদ্ধা কাপুরুষগণকে আরো পৃথিবীতে স্থান দেবো। মহারাজ! একি আজ্ঞা! এ নিদারুন জ্বালা কি বিস্মৃত হওয়া যায়? এ ধৈর্য্য সশস্ত্র যোদ্ধার বিহিত নয়—গাণ্ডীবধারি ধনঞ্জয়ের উপযুক্ত নয়, পাণ্ডুকুলের কর্ত্তব্য নয়। এ ধৈর্য্য নয়, কাপুরুষত্ব। মহারাজ! অনুমতি দিন্। এখনও অনুমতি দিন্। কুলগৌরব অভিমন্যুর চাঁদমুখ মনে পড়ে কি এখনও আপনার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হচ্চে না। মহারাজ! অনুমতি দিন! মান যায়; প্রাণ যায়; কুলগৌরব বিলুপ্ত হয়;—এখনও আজ্ঞাদিন। আমি এই শাণিত অসি নিষ্কোসিত করে সেই পুত্রহন্তা পামরের শিরশ্ছেদন করে আসি।

যুধি। তার আবার অনুমতি কি? যে হতভাগা পাণ্ডুকুলরবি অভিমন্যুর জীবন হরণ করেছে, সহস্র মস্তক হলেও তার নিস্তার নাই। তবে কি না ভাই, সকল কার্য্যেই একটু বিবেচনা আবশ্যক করে। ইতর ব্যক্তিই তো শোকে অভিভূত হয়ে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হয়। তোমার মত মহাত্মার কি

তাহা শোভা পায়। তুমি ক্রোধান্ধ হয়ে পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগ করলে, সমগ্র ভূমণ্ডল যে ভস্ম হয়ে যাবে। দোষী, নির্দ্দোষী, বলিষ্ঠ, আতুর, বিপক্ষ, স্বপক্ষ সকলেই তো অকালে কালগ্রাসে পতিত হবে। সে ভয়ঙ্কর পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?

অর্জ্জুন। তবে আপনি কি পরামর্শ দেন; কি বিবেচনা করতে বলেন্?

যুধি। আমি এই বলি যে কোন্ পাপাত্মা আমাদের কুলগৌরব অপহরণ করেছে, কাহা হতে এ সর্ব্বনাশ ঘটেছে, আগে তা নিশ্চয় কর; পরে কালই তার কলেবর শতধা খণ্ড খণ্ড করে শ্মশানবিহারি শৃগাল কুক্কুরকে পরিতৃপ্ত করো।

ধৃষ্ট। তার আর বিবেচনা কি মহারাজ। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথই তো তপোবনে আমাদের নিরস্ত করে এই অনিষ্ট উৎপাদন করেছে। এ পাপকার্য্যের সেই তো মূল।

সুভদ্রা। কি পাপাত্মা জয়দ্রথই এর মূল। মহারাজ অযোগ্য পাত্রে ক্ষমা দানের এই প্রত্যক্ষ ফল দেখুন। কাম্যবনে তাকে ক্ষমা না করলে তো সে ভগবান্ আশুতোষকে প্রসন্ন করে এমন সর্ব্বনাশক বর পেতো না। হে দেবাদিদেব! ত্রিলোকনাথ! তুমি ত্রিলোকের নাথ হয়ে সকলের অন্তর্যামী হয়ে, কেন সেই ক্রূরমতি পাষণ্ডকে পাপসংকল্প সাধন করতে এমন ভয়ঙ্কর বর দান করেছিলে। হে আশুতোষ! তুমি আশুতুষ্ট হয়ে কি ঘোর অনিষ্ট সাধন করালে। হে পশুপতি! এই কি পশুপতির উচিত কার্য্য! হায়! হায়! হায়!

নাথ! জীবিতেশ্বর! আর না—আর না—আর বিলম্ব করো না। হে নিশানাথ! তুমি আজ কেন এখনও অস্তাচলে আরোহণ কর্‌ছো না;—বোধ হয় ঐ সৌন্দর্য্যধারি পুরুষ পৃথিবী ত্যাগ করেছে, এই আহ্লাদেই কি তুমি কিরণ ছটায় ফেটে পড়্‌ছো। যাও যাও তোমার ও মাধুর্য্য কেবল গরল বর্ষণ কর্‌চে। হে সূর্য্যদেব! তুমি আর কত কাল অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাক্‌বে। পাণ্ডুকুলরবি অভিমন্যুর মত তুমিও কি চিরদিনের জন্য অস্ত গেছ! প্রকাশ হও, শীঘ্র প্রকাশ হও। প্রাণেশ্বর! দেখ, দেখ, ঐ দেখ দিনমণি অভাগিণীর রোদন শ্রবণ কোরেছেন। ঐ দেখ পূর্ব্বদিক্ প্রসন্নমুর্ত্তি ধারণ করেছে। নাথ! আর বিলম্ব করো না! তুমি এখনই সে পাপাত্মা জয়দ্রথের শিরোরক্ত আনয়ন কর।

অর্জ্জুন। জীবিতেশ্বরি! রোগের আর শোকের রাত্রি শেষ হয় না। প্রিয়ে! পূর্ব্বাকাশের ও প্রসন্নভাব উষার, আভাষে নয়। তুমি নিশ্চিন্ত মনে অন্তঃপুরে গমন কর, আমি কোন রূপে এই কয় দণ্ড রাত্রি অতিবাহিত করে, সূর্য্য দেবের সঙ্গে সঙ্গেই সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়ে সুতীক্ষ্ণ শরজালে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করবো। কাল কৌরবগণ চক্রব্যূহ, মৎসব্যূহ, সূচীব্যূহ, কিম্বা যে কোন ব্যূহ রচনা করুক না, আমি এই শাণিত অস্ত্রে তাহা শতধা খণ্ড খণ্ড করে, দুরাত্মা জয়দ্রথের শিরোদেশ হতে দেহ বিচ্ছিন্ন কর্‌বো। দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, একত্র হলেও কাল তাকে রক্ষা করতে পারবে না। সে যদি পর্ব্বতের বিশাল গহ্বরে লুক্কায়িত হয় আমার

কোপাগ্নি, বজ্রাগ্নির ন্যায় তার মস্তক বিদীর্ণ করবে; সে যদি সাগরের গভীর বক্ষে লুক্কায়িত হয়, আমার কোপাগ্নি বাড়বাগ্নির ন্যায় তাকে গ্রাস করবে; সে যদি অরণ্যের গহন অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তথাপি আমার কোপাগ্নি দাবাগ্নির ন্যায় তাকে ভস্মীভূত করবে। যদি সদাগতির গতি রোধ হয়, যদি মৃদু পবন [illegible] বহুধা চালিত হয়, যদি অতলস্পর্শ সাগর [illegible] তথাপি আমার এ প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হবে না। কাল যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আমি জয়দ্রথের জীবন হর[illegible] না পারি, তবে এই সর্ব্বজন সমক্ষে শরাসন বিসর্জ্জন করে প্রদীপ্ত অগ্নিতে এই অকিঞ্চিৎকর দেহ [illegible] দেবো।

যুধি। ভাই! এ প্রতিজ্ঞা বড় সহজ নয়। তা [illegible] তোমার যে বাক্য সেই কার্য্য। চল আর [illegible] অধিক অবশিষ্ট নাই। আমরা সৈন্যগণের [illegible] করিগে। হতভাগ্য আহতগণের শু[illegible] করিগে।

অর্জ্জুন। চলুন তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডব-শিবির-সন্নিকট-ভূমি।

উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা। (স্বগত) তাইতো সমস্ত জগৎই কি আজ বিষময়; কিছুতেই কি আজ মন স্থির হবে না। কিছুতেই কি

আজ সৌন্দর্য্য নাই। আজ সকলই কি জীর্ণরণ্য, পরিত্যক্ত, সুখশূন্য; না আমিই আজ চক্ষু থাকতে অন্ধ হয়েছি। দাবানলে অরণ্য দগ্ধ হলে যেমন কুলায়বিহীন পক্ষিণী নির্ভরের স্থান পায় না, আজ আমারও কি সেই দশা ঘটলো। আহা এই মনোহর সন্ধ্যাকালের মৃদুমন্দসমীরণ আমার মনকে কত প্রফুল্লিত করে, কিন্তু আজ যেন ইহা গরল বর্ষণ কর্‌ছে। ভগবান্ সূর্য্যদেব অস্তাচলে আরোহণ কর্‌ছেন্; ছোট ছোট মেঘগুলি নানা রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে, যেন মনের সাধে এই মনোহর দৃশ্য দেখ্‌তে পশ্চিম গগনে একত্র হয়েছে। সমস্ত দিবস প্রখর করনিকর বর্ষণ করে ভগবান্ সূর্য্যদেব রাগরক্ত মূর্ত্তি ধারণ করে গগণপ্রান্তে নিমগ্ন হচ্চেন। যেন কুরুক্ষেত্রের সমাগত যোদ্ধাগণকে বীরোচিত মৃত্যু শিক্ষা দিচ্ছেন। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) হায়! আজ কি ঐ অস্তগামী দিননাথের মত আমার হৃদয়নাথ ও চিরদিনের জন্য অস্তাচলে গেছেন। তাই কি আমার মন এত ব্যাকুল হচ্চে।

(সখির প্রবেশ)

সখি। রাজকুমারি! এই বুঝি তোমার নিদ্রা যাওয়া। এই বিজন স্থানে প্রকৃতির মনোহর শোভা একা উপভোগ কর্‌বে বলে বুঝি নিদ্রা যাবার ছল করে আমাদের কাছে থেকে চলে এলে। তাইতো রাজকুমারি! স্বভাবের এমন শান্তমূর্ত্তি ত কখন দেখি নাই। সমস্ত জগতই যেন এখন নিদ্রা যাচ্চে। বিহঙ্গমগণ সারাদিন আহার অন্বেষণ করে, এখন কেমন নিস্তব্ধে নিজ২ কুলায়ে নিদ্রিত হয়েছে। ঐ দেখো, অনন্ত নীলাকাশে

ছোট ছোট মেঘগুলি যেন নিথর হয়ে নিদ্রা যাচ্ছে। ঐ মেঘগুলির [illegible] লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রাবলি যেন নেত্র নিমীলন করে নিদ্রাগত হয়েছে। এই বিমলসরসীর স্বচ্ছসলিলে [illegible] সুধারাশি যেন সুষুপ্তিলাভ করেছে। কুমুদিনী প্রফুল্লা হয়ে যেন তোমার ঐ বিমল বদনের—ও কি রাজকুমারি? তুমি কাঁদ্‌ছ না কি।

উত্তরা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) না সখি ও কিছু নয়!

সখি। কিছু নয় কি সখি? তোমার কিছুনাতেই যে বেশ কিছু প্রকাশ পাচ্চে। তোমার মনে যেন আজ কি একখানা উপস্থিত হয়েছে। যেন তোমার হৃদয়বল্লভ রণযাত্রার কালে তোমার এই চাঁদমুখ খানি দেখে যান নাই বলে আজ মানের সাগর উথলে উঠেছে। তা সখি, এত অভিমান কেন? (চক্ষের জল মুছাইয়া) এ দুর্ব্বাবনে এমন অমূল্য মুক্তাগুলি ছড়ালে কি ফল হবে? এগুলিকে এখন এই জগৎবিমোহন কৌটা দুটিতে তুলে রেখে দাও, তোমার প্রাণেশ্বর রণজয়ী হয়ে ফিরে এলে এ গুলি তাঁকে উপহার দিও। এ রত্নের যত্ন তিনিই জানেন।

উত্তরা। সখি আর কি সেই ভুবনমোহন চন্দ্রবদন এই অভাগিনীর নয়নকে রঞ্জন করবে। আর কি প্রাণেশ্বরের প্রণয়সম্ভাষণ এই তাপিতহৃদয়কে শীতল করবে সখি। আর কি হৃদয়বল্লভের দর্শন পাব। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) হায়, যদি যাবার সময় একটিবার!—

সখি। ও কি সখি! তুমি এমন অকারণ অমঙ্গল আশঙ্কা করছো কেন? রাজকুমার রণযাত্রা করেছেন, সে তো তোমার উল্লাসের কারণ। মহারাজের সমস্ত সেনা

সকল সেনাপতিগণ তাঁর সঙ্গে গেছেন ; শুনেছি মধ্যম পাণ্ডব না কি স্বয়ং অগ্রগামী হয়েছেন ; কুমার সঙ্গে গেছেন মাত্র। যাদের যুদ্ধ করবার কথা তারাই সেই ভয়ঙ্কর কার্য্যে লিপ্ত হবে। তোমার হৃদয়নাথ কেবল সঙ্গে থেকে সমরকৌশল শিক্ষা করবেন, বইতো নয়। সাথে থেকে যশঃ তাঁরই হবে। কেননা সকলে না কি আজ তাঁকে আমোদ করে সেনাপতি বলে নিয়ে গেছে। তা যুদ্ধের কাছে গেলেও কি ক্ষত্রিয়ের জন্য চিন্তা হয়। আমরা তো অবলা, কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম দেখতে আমরাও তো সঙ্গে এসেছি ; তবে তো আমরা আর নাই। যিনি কখন সশস্ত্রে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হন নাই, আজ তিনি এই কুরুক্ষেত্রের [illegible] যুদ্ধে সেনাপতি। (সহাস্যে) হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! এ প্রসঙ্গে আমোদ না করে তুমি কিনা দুঃখ করছো, [illegible] এই অমল বদন ঐ শিশিরসিক্ত কমলের ন্যায় ম্লান করে ফেলেছো। তা থাকো, আমাদের নবীন সেনাপতি রণজয়ী হয়ে ফিরে আসুন ; আমি তাঁকে এই সকল কথা বলে দেবো।

উত্তরা। সখি ! আমার সেই সুখের সময়ই উপস্থিত হোক, তখন তুমি তাঁর কাছে মনের কপাট খুলে বসো। তুমি সখি ! তাঁর মন ভাল করে জান না বলেই এত আহ্লাদ করছো। আগ্নেয়গিরির ন্যায় তাঁর সেই মনোহর নয়ন প্রান্তে একবার ক্রোধের আগুণ জ্বলে উঠলে, সমস্ত দহন না করে আর ক্ষান্ত হয় না। তিনি রণক্ষেত্রে একবার উৎসাহিত হলে আর রক্ষা থাকবে না। পতঙ্গের মত নিশ্চয়ই তিনি সেই সমরাগ্নিতে ঝাঁপ দেবেন।

তা সখি ! তুমি এখন আমার একটি কথা শুন। তুমি সত্বর গিয়া পূজার আয়োজন কর। আমি প্রাণেশ্বরের মঙ্গল কামনায় একবার ইষ্টদেবের পূজা করবো।

সখি। ইষ্টদেবের আরাধনা সকল সময়েই কর্ত্তব্য। কিন্তু রাজকুমারি ! তোমার এআশঙ্কার কোন কারণই নাই। তা যা হোক,আমি অবিলম্বেই তোমার আদেশ প্রতিপালন করছি। তুমি ততক্ষণ এই স্থানে একটু বিশ্রাম কর। (নিষ্ক্রান্তা)

উত্তরা। (স্বগতঃ) (দীর্ঘনিঃশ্বাস) মনে যখন আগুন জ্বলছে তখন শারীরিক বিশ্রামে কি লাভ হবে ! হায় ! একবার যদি যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করতেন, আমি তাঁর পায়ে ধরে রেখে দিতাম। কখনই সে ভয়ানক স্থানে যেতে দিতাম না। (বিস্ময়ে) ও কি ! শিবির মধ্যে অকস্মাৎ এমন ক্রন্দনের রোল উঠলো কেন ! এ শব্দ না সভামণ্ডপ থেকে আসছে। হায়, তবে বুঝি আমার কপাল ভেঙ্গেচে। এই যে সখি ও ফিরে আসছে। সখি ! সংবাদ কি, তোমার চক্ষে জল কেন ?

সখি। (কাঁদিতে২) হা রাজকুমারি ! হা সরলহৃদয়ে ! হা পতিগতপ্রাণা ! তোমাকে কি বলে সান্তনা করবো। তেমন দেবতুল্য স্বামি হারাইয়ে তুমি কেমন করে জীবন ধারণ করবে।

উত্তরা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) হা বিধাতঃ ! তোমার মনে কি এই ছিল (পতিতা ও মূর্চ্ছিতা)

সখি। হায় ! হায় ! এ কি হলো ! এখন কি করি, কি করি। ও গো এখানে কে আছে ওগো একবার শীঘ্র এস ! হায় ! এখানে আর কে আছে সে আসবে। আমি

হতভাগিনীই তো এই করলেন। কেন আমি রাজকুমারিকে এ নিদারুন সংবাদ দিলাম। এখন কি করি কি করি, সখি, সখি, রাজকুমারি হায়, হায়, একবারে স্পন্দহীন; যেন চপলা নবজলধরকে ছলনা করে ভূতলে পতিতা হল।

উত্তরা। হা প্রাণনাথ! হা জীবিতেশ্বর! হা অভাগিনীর একমাত্র সম্বল! তুমি কোথায়! কোথায় গেলে নাথ! এজীবন তো তোমারই। কত দিন যে তুমি জীবনসর্ব্বস্ব বলে এ অভাগিনীকে আদর করতে। এখন কেন তবে একে পরিত্যাগ করে গেলে। যাবার সময়ে একবার বলে ও গেলে না। একবার তোমার সুবিমল মুখচন্দ্র দেখতে পেলেম না;—জনমের মত কি আর দেখতে পাবনা। এই কিশোরবয়সে কি আমার জীবনের সকল সাধ ফুরালো। আমি কি চিরদিনের জন্য অনাথিনী হলেম, হায়! বালিকাকালে লোকে যে আমাকে লক্ষণযুক্তা বলতো। হায়! হায়! সে কি এই অলক্ষণ ঘটবে বলে। এই সর্ব্বনাশ কি আমার কপালে লেখা ছিল!। হা পিতঃ! হে বিরাটরাজ! তুমি যে আপনার বিশাল রাজ্য অপেক্ষা আমাকে আদর করতে। আমার বিবাহ দিয়ে যে তুমি আপনাকে ভাগ্যবান মনে করতে। হায়! তোমার ভাগ্যে কি এই ফললো। হতভাগিনীর কপালে কি এই ছিল! হৃদয়েশ্বর! তোমার মনে কি এই ছিলো! এইরূপে অন্তরে আগুন জ্বেলে দেবে বলেই কি তোমার ভুবনমোহন দেবমূর্ত্তি এই হতভাগিনীর মনোমোহন করেছিলো। হায়! তুমি যে আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়; তোমাকে হারিয়ে আমি কেমন করে জীবন ধারণ করবো; কেমন

করে আর এপাপ দেহ ভার বহন করবো; কেমন করে আর লোকের কাছে মুখ দেখাবো। কিবলে মনকে প্রবোধ দেবো।—হায়! হায়!

সখি! রাজকুমারি! এখন আর অনর্থক শোক কর্‌লে কি লাভ হবে। এখন অবিরল চক্ষের জল মোচন কর্‌লে আর কি ফল হবে।

উত্তরা। সখি! যদি চক্ষের জল পাষাণ হৃদয় কৃতান্তের মন গলাতো তা হলে বর্ষাকালের বারিধারার মত আমি অবিরল নয়নজল বর্ষণ কর্‌তাম্। কিন্তু, সখি! বক্ষে যে আগুণ হু হু করে জ্বল্‌ছে, চক্ষের জল তার ও শমতা কর্‌ছে না। বাড়বানলের মত যেন সেই আগুণ আরো দ্বিগুণ জ্বলে উঠেছে।

সখি। রাজকুমারি! বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করতে পারে এই শোকপূর্ণসংসারে দুঃখই তো সাধারণ সুখ ক্ষণ স্থায়ী চপলারমত এক্ এক্ বার্ এই আঁধারকে উজ্জ্বল করে বই তো নয়।

উত্তরা। কিন্তু সখি। আমার মত যার মাথায় একেবারে বজ্র-ভেঙ্গে পড়ে, সে তো সেই মনোহর আলোক, দেখ্‌তে দেখ্‌তেই নয়ন মুদিত করে; তবে কেন এ হতভাগিনী এখন ও জীবিত রয়েছে?

সখি। রাজকুমারি! এ জগতে সুখ দুঃখ কাহারও চিরকাল স্থির নয়।

উত্তরা। সখি। বিধি যে আজ অবধি আমার ভাগ্যে চিরসুখ স্থির কর্‌লেন। যাঁর জন্য অবলার জীবন ধারণ, যিনি জীবনের সারসুর্ব্বস্ব;—শাস্ত্রে যাঁরে অৰ্দ্ধ-অঙ্গ বলে, তিনি যখন চিরকালের জন্য আমাকে পরিত্যাগ করে গেলেন; যখন তাঁর সে মোহন মুরতি এ পোড়া

নয়ন আর কখন দেখ্‌তে পারে না ; তখন আর এ দগ্ধ জীবন রেখে ফল কি ?

সখি ! আর সহ্য হয় না। আর এ পাপপ্রাণ এ দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকে না। আর এ দারুণ জ্বালা বক্ষে ধারণ কর্‌তে পারি না। কেনই বা ধারণ কর্‌বো সখি ! কি আশয়ে আর এ ভয়ঙ্কর যাতনা সহ্য কর্‌বো। না আর না। সখি তুমি চিরদিন ভগিনীর ন্যায় আমার শুশ্রূষা করছো। তোমার মত সঙ্গিনী আমি জন্মান্তরেও আর পাবোনা। আমার সাধের সহচারিনী বলে পিতা তোমাকে আমার সঙ্গে দিয়াছিলেন। এখন আমার সকল সাধ ফুরালো। সব আমোদ শেষ হলো। সকল বাসনা মিটলো। কেবল একটি অবশিষ্ট আছে ; একটি, আর না একটি। সখির ! এই আমার শেষ অনুরোধ ; তোমার প্রিয়সখী আর তোমাকে কোন অনুরোধ কর্‌বে না। সখি ! যে করপল্লব উপবন হতে কুসুমচয়ন করে মনের সাধে আমার জন্য পুষ্পশর্য্যা প্রস্তুত কর্‌তে, আজ সেই হস্তে ঐ কানন হতে কিছু শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করে এনে আমার চিতাশর্য্যা প্রস্তুত করে দাও। (মৃদুহাস্যে) তা সখি! তোমাকে অধিক কষ্ট পেতে হবে না। এই ক্ষীণকায় ভক্ষণ কর্‌তে ভগবান্ হুতাশনের বিকট বদন অধিক বিস্তার কর্‌তে হবে না। অন্তরে যে আগুন হু হু করে জ্বল্‌চে বাহ্যিক অনল দেহ স্পর্শ কর্‌লেই তার সঙ্গে মিশে যাবে। যাও সখি ! তুমি আর বিলম্ব করো না।

সখি। (কাঁদিতে ২) সখি ! আগুণের কাছে যে থাকে সেই কি আগুন হয়। তোমার এই শোকবহ্নি যে আমার

হৃদয়কে ও ভস্ম কর্‌চে। তোমার মধুমাখা বচন শুন্‌লে আমার প্রাণ কত শীতল হতো; কিন্তু এখন যে উহা কেবল অন্তরে আগুণ জল্‌ছে। সখি! আর কেঁদো না, আর কাঁদিও না। সখি! একটু স্থির হও। আমি কি কর্‌বো কিছুই ভেবে স্থির কর্‌তে পারচি না।

ভস্বরা। (ঈষৎ হাস্যে) সখি! একটু পরে সকলি স্থির হবে। আমার হৃদয়নাথ সমরাঙ্গনে স্থির হয়েছেন। এ হৃদয়ও এখনি তোমার সমক্ষে স্থির হবে। তুমি ও সখি, চিরদিনের জন্যে স্থির হবে আর আমার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হতে হবে না। এখন যাও সখি, আমার এই শেষ অনুরোধটী রক্ষা কর। আর বিলম্ব করোনা। এখনি সকলে আমার অন্বেষণে এস্থানে উপস্থিত হবে। এখনি এই সিন্দুর বিন্দু মুছাইয়া দিয়া প্রাণেশ্বরের নিদর্শন বিলুপ্ত করবে। এখনি এই বিচিত্র বসন ভূষণ উন্মোচন করে আমাকে পট্টবস্ত্র পরিধান করাবে দয়া করবে না কারো মায়া হবে না। এখনি আমাকে বিধবা বলবে বিধবা, কি ভয়ঙ্কর কথা কি ভীষণ ভাব। সখি! আমি অকাতরে শতসহস্র বজ্র সহ্য কর্‌তে পারি; এ দারুণ জ্বালা ও এতক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করে রেখেছি। কিন্তু সে ভয়ঙ্কর কথা আমি কখনই সহ্য কর্‌তে পারবো না। বিধবা-বিধবা, না সখি! আমি কখনই বিধবা হব না;—আমি এয়স্ত্রী মরবো। হৃদয়েশ্বরের প্রাণ গেছে, তার নামও যাবে, আমি কখনই তা সহ্য করতে পার্‌বো না। তুমি যাও সখি! আর বিলম্ব করোনা।

গীত আলাহিয়া। আড়াঠেকা।

জ্বালে চিতা প্রাণ সখি, কি হবে আর চিন্তিলে।
চিন্তানল নিভাইবে চিতানলে প্রবেশিলে ॥ নিদা-
রুন শোকানল, চিন্তানল তায় প্রবল, নিবিবে সবঅনল,
অনলে অনল হইলে॥ আর কি জীবনে আশা, মিটিল
আশা পিপাসা ঘটিল বৈধব্যদশা, এ শৈশব কালে।
ভগ্ন দশা আজ অবধি, বিড়ম্বনা করে বিধি, হরে
লয়ে গুণনিধি, কোথা বিসর্জ্জন দিলে ॥ ঘুচিল
সধবা চিহ্ন, সব হলো ছিন্ন ভিন্ন, চারি দিক হেরি
শূন্য, এ বিপদ কালে ॥ কোথা জনকজননী, দেখা
হলে গো সজনী, বলে এ হতভাগিনী প্রাণ
ত্যজেছে চিতানলে ॥

সখি। রাজকুমারী! আমিও আর সহ্য করতে পারি না। যে নিজে উদ্ভ্রান্ত চিত্ত সে কি এমন দারুণ শোকাবে প্রবোধ দিতে পারে। আমি যাই সখীগণকে এ স্থানে ডেকে আনি। (নিষ্ক্রান্তা)

উত্তরা। না সখি, যেওনা,-যেওনা-আর জ্বালার উপর জ্বালা দিওনা, আমি এ মুখ আর কারও কাছে দেখাতে পারবো না। যেওনা, যেওনা সখি, গেলে গেলে। তা যাও, আর অধিক ক্ষণ নয়, আর চিতার প্রয়োজন নাই হৃদয়ের অগ্নি মস্তকে উঠেছে। উঃ!—আর না, আর না এ জগতে আর কিছুই নাই। ধু ধু কর্‌ছে, চারি দিকেই ধু ধু কর্‌ছে, অন্তরে ধু ধু কর্‌ছে সম্মুখে অনন্ত জীবন ধু ধু কর্‌ছে। আশার মরীচিকাও সাহাস করে বিড়ম্বনা করতে পারছে না। সমস্তই শূন্যময় ভীষণ শ্মশান-এদেহ ও শ্মশান-জগতের সমস্তই যেন শ্মশান-যেন ছিন্ন হস্ত ছিন্ন মস্ত বিকটাকার। হে

বিমলসরসী! তোমার স্বচ্ছ সলিলের অপেক্ষাও নির্ম্মল-তর বলে, তুমি অকাতরে যে দেহ নিজ বক্ষে বহন করতে আজ তাকে স্থান দাও। হে অনিল! তুমি মৃদুমন্দহিল্লোলে যার কপোলবিলম্বী অলকাবলিকে মনের সাধে নৃত্য করাতে, আজ তাকে বিদায় দাও জন্মের মত বিদায় দাও; তোমার সুশীতল গুণ এখন তার হৃদয়ে কেবল আগুন জাল্‌ছে। হে মাত মেদিনী, এ অভাগিনীকে ধারণ করে আর ভার বহন করোনা। দাও, চিরদিনের জন্য বিদায় দাও; হে অসীম, অনন্ত আকাশ আমাকে অনন্তধামের পথ বলে দাও। হে সুবিমল শশধর!

(বিস্ময়ে একি)। (সখির প্রবেশ)

সখি। রাজকুমারি! ভগবান্ বাসুদেব! তোমাকে শান্ত করবার জন্য স্বয়ং আসছেন; তুমি একটু স্থির হও।

উত্তরা। সখি! দেখ, দেখ, চন্দ্রদেব। যেন অকস্মাৎউজ্জল হয়ে উঠলেন। ঐ দেখো তারাগণ যেন উল্লাসভরে নৃত্য করছে। কি আশ্চর্য্য! এমন তো কখনই দেখি নাই।

সখি। কই সখি! ও কিছুই নয়। ঐ মেঘখানা সরে গেল বলেই চন্দ্রদেব আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছেন।

উত্তরা। না সখি! না সখি! না, না, দেখো, দেখো, ভাল করে দেখো, প্রাণভরে দেখো, ঐ যে প্রাণেশ্বরের মোহন মুরত্তি যেন প্রণয়ভরে আমাকে ডাক্‌ছেন। হৃদয়েশ্বর। দাঁড়াও দাঁড়াও (ধাবমানা) আমি অবিলম্বেই তোমার।— (নিষ্ক্রান্তা)

সখি। সখি! ওকি তুমি উন্মত্তা হলে নাকি। তাইতো এ আবার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হলো।

সপ্তম অঙ্ক

চন্দ্রধাম।

কিন্নর কিন্নরী চন্দ্রদেবকে মধ্যে রাখিয়া।

পরজকালাংড়া। খেমটা।

আজ-লো সজনী, কিসুখ রজনী,
শশীধামে পুনঃ উদিল;
ত্যজিয়ে ভুবন, উজলি গগন,
শশী আসি পুনঃ শোভিল॥
দেখ লো নয়নে, সুধার সদনে,
সুধারসে মন মোহিল।
দাওলো অঞ্জলি পারিজাত কলি
কুসুমে কুসুম মিসিল।
গাওলো সকলে দেববালা দলে,
মনোসাধ আজি পুরিল॥
মদন রাজে ডাক রতির সনে
ফুলধনু ত্যজি চরণে
শ্রীপদসেবিয়া, রবে পড়িয়া
রূপমান আজি ভাঙ্গিলো॥